NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ আদালতের কাছে অভয়ার পরিবারের ৫৪টি প্রশ্ন

চার্জশিট পেশ নিয়ে সিজিও অভিযান ডাক্তার ও নার্সদের ৩

কলকাতা ২৫ মার্চ ২০২৫ ১১ চৈত্র ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৮২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 25.03.2025, Vol.18, Issue No. 282, 8 Pages, Price 3.00

ছবি: সৌজন্যে ফেসবুক

সোমবারও লন্ডনের আকাশ মেঘলা, পারদ নিম্নমুখী হলেও একগুচ্ছ কাজের ফাঁকে এই আবহাওয়াকে সঙ্গী করে অভ্যাসবশত এদিনও হাওয়াই চপ্পল পরেই লন্ডনের রাস্তায় মর্নিং ওয়াকে বেরোন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকেলে ভারতীয় হাই কমিশনে বৈঠকে যোগ দেন তিনি ও তাঁর টিম। আজ রয়েছে শিল্প বৈঠক ও বুধে সরকারি স্তরে আলোচনা। বৃহস্পতিবারই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ। মূল বিষয়, সামাজিক উন্নয়ন। আসলে এই সামাজিক উন্নয়নে মমতার মডেল এখন বিশ্ববন্দিত। সেই সাফল্যের কথাই শুনতে চায় অক্সফোর্ডের পড়ুয়ারা। এবার অক্সফোর্ডেও মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের শ্রোতা হতে চলেছেন 'দাদা' সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

উল্লেখ্য, ছ'দিনের সফরে লন্ডনে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাকিংহ্যাম প্যালেসের কাছে সেন্ট জেমস কোর্ট হোটেলে রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার লন্ডন সফরে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের বিশেষ সচিব গৌতম সান্যাল, শিল্প সচিব বন্দনা যাদব, ডাইরেক্টর অফ সিকিওরিটি পীযূষ পাণ্ডে। পাশাপাশি শিল্পপতি সত্যম রায়চৌধুরী, মেহুল মোহানকা, উমেশ চৌধুরী, সন্তোষ বাঙ্গার ও অন্যান্য অফিসারেরা।

মুদ্রাস্ফীতিতে ধুঁকছে দেশ
২৪ শতাংশ বেতন বাড়ল সাংসদের

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ: সাংসদদের বেতন এবং ভাতা বৃদ্ধি করছে কেন্দ্র। সোমবার একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, সাংসদদের বেতন ২৪ শতাংশ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ২০২৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে এই বর্ধিত বেতন কার্যকর হবে। সাংসদদের বেতনের পাশাপাশি তাঁদের ভাতা এবং প্রাক্তন সাংসদদের পেনশনও বৃদ্ধি করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, নিন্দুকদের মতে, একদিকে যখন মুদ্রাস্ফীতিতে ধুঁকছে দেশ, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস উঠছে আমজনতার। সেই দিকে নজর না দিয়ে সাংসদদের নিয়ে চিন্তিত সরকার! তাই একলাফে ২৪ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি করা হল সাংসদদের।

সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রক থেকে জানানো হয়েছে, সাংসদেরা এখন থেকে মাসে ১ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা করে বেতন পাবেন। আগে এটি ছিল মাসে এক লক্ষ টাকা করে। সাংসদদের দৈনিক ভাতা ২০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২৫০০ টাকা করা হয়েছে। প্রাক্তন সাংসদদের জন্য পেনশনও বৃদ্ধি করা হয়েছে। এত দিন প্রাক্তন সাংসদেরা মাসে ২৫ হাজার টাকা করে পেনশন পেতেন। এ বার থেকে তাঁরা মাসে ৩১ হাজার টাকা করে পেনশন পাবেন। কেউ পাঁচ বছরের বেশি সাংসদ থাকলে, প্রতি বছরের হিসাবে তাঁর পেনশনের অঙ্কও বৃদ্ধি পায়। পাঁচ বছরের পর থেকে প্রতি বছরের জন্য প্রাক্তন সাংসদদের মাসে এত দিন ২০০০ টাকা করে বেশি পেনশন পেতেন।

কেন্দ্রের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, ২০২৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে বর্ধিত বেতন কার্যকর হবে। এখন ২০২৫ সালের মার্চ মাস চলছে। সে ক্ষেত্রে দু'টি গোটা অর্থবর্ষের বর্ধিত বেতনের বকেয়া অংশও পাবেন সাংসদেরা। হিসাব অনুসারে, গত ২৪ মাসের হিসাবে বর্ধিত বেতনের বকেয়া বাবদ পাঁচ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা পাবেন সাংসদেরা। কেন্দ্র জানিয়েছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সূচকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এটি কার্যকর করা হচ্ছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে কোনও বিরোধী দলও সরকারের এই সিদ্ধান্তের কোনও প্রতিবাদ করেনি।

সোম সকালে চাঙ্গা শেয়ার বাজার

মুম্বই, ২৪ মার্চ: অস্থির বিশ্ব বাজারের জেরে রক্তাক্ত হয়েছিল দেশের শেয়ার বাজার। দীর্ঘ রক্তক্ষরণের পর অবশেষে কিছুটা ঘুরে দাড়াল দালাল স্ট্রিট। সোম সকালে ১০০০ পয়েন্টের লম্বা লাফ দেয় সেনসেক্স। শেয়ার বাজারের মতিগতি দেখে বিশেষজ্ঞরা আশা করছেন, দীর্ঘ লোকসানের পর এবার হয়ত লদীলাভ হতে চলেছে বাজারে।

সোমবারের বাজার রিপোর্ট অনুযায়ী, এদিন দালাল স্ট্রিট খোলার পরই গ্রিন সিগন্যাল দেখা যায় বাজারে। সকাল ১০টা নাগাদ ৯০০ পয়েন্ট ছুঁয়ে ফেলে সেনসেক্স। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আরও বাড়ে। বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ১০১১ পয়েন্ট (১.৩১ শতাংশ) বেড়ে পৌঁছে যায় ৭৭,৯১৬ তে। পাশাপাশি, ২৯৬ পয়েন্ট বাড়ে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ বা নিফটির সূচক। যার জেরে ১.২৭ শতাংশ বেড়ে নিফটি পৌঁছে যায় ২৩,৬৪৬ তে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত নিফটি ও সেনসেক্সের সূচকে খুব বেশি পরিবর্তন দেখা যায়নি ৭৭,৮০০ থেকে ৭৮০০০-এর পয়েন্টের মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে সেনসেক্স।

হুইপ অমান্য করায় কঠোর ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে হুইপ জারির পরেও বিধানসভায় অনুপস্থিত বিধায়কদের বিরুদ্ধে এবার কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পথে হাঁটছে তৃণমূল কংগ্রেস। কেন তাঁরা ছিলেন না, তার ব্যাখ্যা চাওয়া হবে। সেই জবাব পাওয়ার পর শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি বৈঠকে বসে নির্দেশ লঙ্ঘনকারী বিধায়কদের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। চলতি সপ্তাহের শেষেই বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দলীয় সূত্রে খবর, সংশ্লিষ্ট বৈঠকে অনুপস্থিত বিধায়কদের উত্তর শোনা হবে। প্রয়োজন হলে পরবর্তী ক্ষেত্রে ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। ঘটনা হল, বিধানসভার অধিবেশনের শেষলগ্নে হুইপ জারি করে বলা হয়েছিল তৃণমূলের সমস্ত বিধায়কদের বিধানসভায় উপস্থিত থাকতেই হবে। নির্দিষ্ট করে ১৯ এবং ২০ তারিখের কথা বেশি করে উল্লেখ করা হয়। তার কারণ, উল্লিখিত দিনগুলোতে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত থাকবেন।

নগদ বিতর্ক: এলাহাবাদ হাইকোর্টে বদলি বিচারপতি যশবন্ত বর্মার
কর্মবিরতির ডাক আদালতের আইনজীবীদের

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ: এলাহাবাদ হাইকোর্টেই পাঠানা হল বিচারপতি যশবন্ত বর্মাকে। সোমবার এই বদলির বিষয়টি নিশ্চিত করল সুপ্রিম কোর্ট। হোলির দিন থেকেই আলোচনায় রয়েছেন বিচারপতি বর্মা। তাঁর দিল্লির সরকারি বাসভবন থেকে নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনা নিয়ে এখনও তদন্ত চলছে। সেই আবহেই তাঁর বদলির খবর মিলল।

উল্লেখ্য, বিচারপতি যশবন্ত বর্মার বদলির নির্দেশে সন্তুষ্ট নন এলাহাবাদ হাইকোর্টের আইনজীবীরা। দিল্লি হাইকোর্ট থেকে তাঁকে এলাহাবাদের উচ্চ আদালতে পাঠানোর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এ বার অনির্দিষ্ট কালের জন্য কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন তাঁরা।

বিচারপতি বর্মা এতদিন দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। তাঁর বাড়ি থেকে নগদ উদ্ধারের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর দিল্লি হাইকোর্টে তাঁর বেঞ্চ বসেনি। আদালত জানিয়েছিল, ওই বেঞ্চের বিচারপতি ছুটিতে আছেন। সোমবারই দিল্লি হাইকোর্ট বিবৃতি জারি করে জানায়, ওই আদালতের সমস্ত বিচার প্রক্রিয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। সেই ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে বদলির কথা জানিয়ে দিল দেশের শীর্ষ আদালত।

সুপ্রিম কোর্টের তথ্য অনুযায়ী, ২০ এবং ২৪ মার্চের বৈঠকে বিচারপতি বর্মাকে দিল্লি হাইকোর্ট থেকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে পাঠানোর সুপারিশ করা হয়। ২০ মার্চ কলেজিয়ামের সদস্য তথা বিচারপতি বর্মাকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে পাঠানোর প্রস্তাব করা হয়েছিল। সোমবার কেন্দ্রের কাছে সেই সুপারিশ পাঠানো হয়।

সম্প্রতি বিচারপতি বর্মার সরকারি বাসভবনে আগুন লাগে। অভিযোগ, আগুন নেভাতে গিয়ে সেই সময় তাঁর বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে নগদ অর্থ দেখতে পান দমকলকর্মীরা। সেই অর্থের পরিমাণ কত, তা জানা যায়নি। সেই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরই বিচারপতি বর্মার বদলির বিষয়টি জানাজানি হয়। যদিও এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট আগেই জানিয়েছিল, বিচারপতি বর্মার বদলির প্রস্তাবের সঙ্গে তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে নগদ উদ্ধারের অভিযোগের তদন্তের কোনও যোগ নেই।

কল্যাণের 'সন্দেহ'

নিজস্ব প্রতিবেদন, নয়াদিল্লি: দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত বর্মার বাড়ি থেকে টাকা উদ্ধারের অভিযোগ, গোটা দেশের রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় করেছে। সংসদে আলোচনা চেয়ে মুলতুবি প্রস্তাব আনতে চেয়েছে কংগ্রেস। 'টাকা উদ্ধারের ঘটনা' নিয়ে সরকারের ব্যাখ্যাও চেয়েছে বিরোধী। তার মধ্যে এই নিয়ে এবার মুখ খুললেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই ঘটনা প্রসঙ্গেই কল্যাণ বলেন, 'এই ধরনের জজ সাহেবদের জন্য জুডিশিয়ারির বদনাম হয়। প্রশ্নটা হচ্ছে, জাস্টিস বর্মাই কি শেষ নাকি আরও অনেকে আছে?' তদন্ত ও আইনি পদ্ধতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সিজিআই-এর কনসার্ন ছাড়া বিচারপতিদের ব্যাপারে কেউ কোনও তদন্ত করতে পারবে না, সেটা হয় না। কারণ কনসার্ন তো তখন দেবে, যখন টাকা উদ্ধার হবে। কিন্তু একটা তথ্য যখন আসবে, তখনই কেন তদন্ত শুরু হবে না? সুপ্রিম কোর্টকে এই বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে।'

কটাক্ষ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে আগেও সরব হয়েছেন তিনি। দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত বর্মার বাড়িতে কাড়ি কাড়ি পোড়া নোট উদ্ধার হওয়ার পর আবারও সুর চড়ালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কটাক্ষের সুরে বলছেন, 'মানুষই দেখুক বিচারব্যবস্থার কী করুণ দশা!'

একজন কর্তব্যরত বিচারপতির বাড়িতে এত টাকা কেন? প্রশ্ন উঠছিল আইনজীবী মহলেও। বিরোধী শিবিরের কেউ কেউ বিচারপতির সঙ্গে গেরুয়া যোগ খুঁজে পেয়েছেন। এবার যশবন্ত বর্মার বাড়িতে টাকা উদ্ধার নিয়ে মুখ খুললেন অভিষেকও। সংসদের অধিবেশনে যোগ দিতে এই মুহূর্তে দিল্লিতে অভিষেক। সেখানেই তিনি বললেন, 'মানুষ দেখুক কী অবস্থা। যাঁদের উপর বিচারব্যবস্থার ভার, তাঁদের বাড়িতেই কাড়ি কাড়ি টাকা উদ্ধার। বিচারব্যবস্থার কী করুণ দশা!' বস্তুত এর আগে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অভিষেক। এবার তাঁর ইঙ্গিত, বিচারব্যবস্থা যে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে, সেটারই প্রমাণ ওই বিচারপতির বাড়িতে টাকা উদ্ধার।

ভাগাড় সরিয়ে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা, রাজ্যের তহবিলেই অর্থের ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার হাওড়ার বেলগাছিয়ার ভাগাড় এলাকা পরিদর্শনে যান পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি জানান, বহু বছর ধরে জমে থাকা ভাগাড় সরানোর কাজ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এখানকার মাটি একেবারেই ব্যবহারযোগ্য নয়। সোমবার সারাদিন জুড়ে ওই এলাকায় সার্ভে চলেছে। আজ পুর ও নগরন্নয়ন দপ্তরে বৈঠক বসে ঠিক হবে;ভাগাড় থেকে সরিয়ে কোথায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

হাওড়ার ভাগাড় এলাকা পরিদর্শনের পর জানালেন ফিরহাদ

এ বিষয়ে পুর ও নগরন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'এখানে পুরো অঞ্চলটাই ভাগাড়, এখানে কোনও মাটি নেই। মানুষ অবৈধভাবে বসতি গড়ে তুলেছিল। তাই খালি জমি চিহ্নিত করে, সেখানেই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।' ফিরহাদ আরও জানান, 'কেন্দ্রীয় সরকার গ্রাম বা শহরের জন্য কোনও বরাদ্দ দিচ্ছে না। তাই রাজ্য সরকার নিজেদের তহবিল থেকেই পুরো অর্থের ব্যবস্থা করছে।'

তিনি বলেন, 'অনেক বছর ধরে এই মাটি পড়ে থাকায় তা শক্ত আর ব্যবহার অযোগ্য হয়ে গেছে। আমরা যখন এই অংশ কাটছি, তখন দেখা যাচ্ছে, অনেক জায়গা আলগা হয়ে যাচ্ছে, আবার কিছু জায়গায় ভেঙেও পড়ছে। এর ফলে জমির উপর চাপ বেড়ে যাচ্ছে। তাই দ্রুত প্রসেসিং-এর কাজ শুরু করা দরকার।'

পাশাপাশি, কেএমডিএ-র তরফে জানানো হয়েছে, বিপজ্জনক অঞ্চলগুলিতে অবিলম্বে শিট পাইলিংয়ের কাজ শুরু হবে। যেসব এলাকায় বর্জ্য জমা হয়েছে, সেগুলি ট্রাকে করে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে প্রসেসিং-এর ব্যবস্থা করা হবে। যেখানে জায়গা ফাঁকা হবে, আগামী দু'মাসের মধ্যে সেখানে প্রসেসিং ইউনিট গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ফিরহাদ হাকিম জানান, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের কাজও কাল থেকেই শুরু করবে কেএমডিএ।

তিনি আরও বলেন, 'নগরন্নয়ন দপ্তর এবং কেএমডিএ যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে;এখানে পোর্টেবল কম্প্যাক্টর বসানোর মতো জায়গা কোথায় পাওয়া যেতে পারে, সেই নিয়ে দ্রুত কর্মসূচি নেওয়া হবে। সময় নষ্ট করার সুযোগ নেই।

আগামী মাস থেকেই বাংলার বাড়ি প্রকল্পে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা বিলি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রের গ্রামীণ আবাস যোজনায় বঞ্চিত গৃহহীনদের মাথার উপরে ছাদ দিতে 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্প চালু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যার প্রথম কিস্তির টাকা বিলির কাজ তিন মাস আগেই শেষ হয়েছে। আগামী মাস থেকে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া শুরু হবে। কিন্তু সেই টাকা পাওয়ার শর্ত হলো, প্রথম কিস্তির টাকায় প্রাপকদের বাড়ির ভিত থেকে ঘরের বিম পর্যন্ত কাজ শেষ করতে হবে। তার পরেই মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতো আরও ১২ লক্ষ গৃহহীন গরিব মানুষকে এই প্রকল্পে আনার জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হবে। জেলাশাসকদের ইতিমধ্যেই মুখ্যসচিব এ ব্যাপারে জানিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু পঞ্চায়েত দপ্তরের সর্বশেষ রিপোর্ট বলছে, ২১টি জেলার ১২ লক্ষ উপভোক্তা বাড়ি নির্মাণের জন্য প্রথম কিস্তির টাকা পেলেও প্রায় দেড় লক্ষ বাড়ি তৈরির কাজ এখনও শুরু করতে পারেননি। এর মধ্যে ৫০ হাজার উপভোক্তা তাঁদের সমস্ত নথি পেশ করে টাকা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ইউনিক ডকুমেন্ট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (ইউডিআইএন) পাননি। অনেকে আবার সেটা পেলেও নানা ত্রুটি থাকায় তা গ্রাহ্য হয়নি। ফলে তাঁরাও হাতে প্রথম কিস্তির টাকা পাননি।

দেখা গিয়েছে, সবচেয়ে বেশি উপভোক্তা ইউডিআইএন পাননি উত্তর ২৪ পরগনায়। 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে এই জেলায় ৮২,১২৮ জন নির্বাচিত উপভোক্তার মধ্যে ৫,৩৯২ জন এখনও ইউডিআইএন-এর জন্য নথিভুক্ত হননি। এর পরেই রয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর। পঞ্চায়েত দপ্তর অবশ্য বলছে, সারা রাজ্যে ৩ লক্ষ ২২ হাজার ৮৭২টি বাড়ির ভিত থেকে বিম পর্যন্ত কাজ প্রায় শেষ। বাকি কাজ চলছে। প্রথম কিস্তির টাকা বিলির পরেও গৃহনির্মাণে এই গড়মসি ভাবাচ্ছে পঞ্চায়েত দপ্তরকে। নবান্নে পেশ করা পঞ্চায়েত দপ্তরের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ৪৬ হাজার উপভোক্তা টাকা পাওয়ার পরেও তিন মাসে বাড়ি নির্মাণের জন্য ইট,বালি, সিমেন্ট পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারেননি। কাজ শুরু তো পরের কথা। আরও ৫০ হাজারের বেশি উপভোক্তা নির্মাণ সামগ্রী সংগ্রহ করলেও কাজ শুরু করতে পারেননি। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ দিনাজপুর, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর এই গৃহনির্মাণের গড়িমসি সবথেকে বেশি। রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, এর ফলে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ২৬ হাজার, উত্তর ২৪ পরগনায় ১০ হাজারের বেশি বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরুই হয়নি। দক্ষিণ দিনাজপুরে সংখ্যাটা প্রায় ৭ হাজার।

NARSINGHA
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার
শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন গুঞ্জন)" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২০/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৮৭৯ নং এফিডেভিট বলে Protap Chakraborty S/o. Samarendra Chakraborty ও Protap Chakroborty S/o. Samarendra, S. K. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৮৭৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Sayan Banerjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Samir Kumar Banerjee ও S. Banerjee উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২০/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৮৮১ নং এফিডেভিট বলে Raj Kumar Ray S/o. Sitaram Ray ও Raj Kr Roy S/o. S. Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৮১৪ নং এফিডেভিট বলে Sujata Das W/o. Nirmal Kumar Das ও Sujata Das W/o. Nirmal Das D/o. N. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০৩/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর, কলকাতা কোর্টে ৫৩১০ নং এফিডেভিট বলে Srimanta Kumar Ghosh S/o. Chandra Mohan Ghosh ও Srimonto Kumar Ghosh S/o. C. M. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Satyabrata Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sibo Prasad Ghosh ও Siboprasad Ghosh, S. P. Ghosh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৫ শে মার্চ, ১১ ই চৈত্র। মঙ্গল বার, কৃষ্ণ একাদশী তিথি। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র ও বিংশোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ । ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : আজ সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : আজ অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : আজ টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : আজ ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : আজ অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্ধ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ল্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

(বৈদিক মাতা শ্রী শ্রী কমলা দেবীর আবির্ভাব দিবস।
আজ একাদশী, পাপমোচনী তিথি। নবদ্বীপ নামে উৎসব।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ১৮/০৩/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২২৯৭ নং এফিডেভিট বলে Sahariyaj Alam Mondal S/o. Abdul Gaffar Mondal ও Md Sahriaz Alam S/o. A. G. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Salma Khatun D/o. Sekh Sukur & Sarifa Bibi গত ইং ২৫/০৩/২০২২ তারিখে হিন্দু ধর্ম মতে বিবাহ (Registry)করিয়া Srijita Malik W/o. Kausik Malik নামে পরিচিত হইয়াছি। ২১/০৩/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা কোর্টে ৪৩০৬ নং এফিডেভিট বলে Srijita Malik W/o. Kausik Malik ও Salma Khatun D/o. Sekh Sukur & Sarifa Bibi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৪১ নং এফিডেভিট বলে Asraf Hossain S/o. Azizul Islam ও Asraf Hossain S/o. A. Islam সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৭/২০২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৪৭৭ নং এফিডেভিট বলে Sk. Safiar Rahaman S/o. Sk Ohid Rahaman ও Sek Safiar S/o. Ohid, Sekh Wohid Rahaman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৬/২০২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭৮৬৭ নং এফিডেভিট বলে Arun Ruidas S/o. Tarak Chandra Ruidas ও Arun Kr. Ruidas S/o. Lt. T. C. Ruidas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/০৬/২০২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০১ নং এফিডেভিট বলে Sailen Manna S/o. Panchugopal Manna ও Sailen Kr. Mannam Shailen Manna S/o. P. G. Manna, Panchu Gopal Manna সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৮৮২ নং এফিডেভিট বলে আমি Meghnath Khan ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Prafulla Khan ও K. Khan উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৩/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২৩১৭ নং এফিডেভিট বলে Saifuddin Molla S/o. Nazimuddin Molla ও Saifuddin Mollah S/o. Lt. N. Mollah সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪০২১ নং এফিডেভিট বলে Susanta Mandal S/o. Haladhar Mandal ও S. Mandal S/o. H. Mandal সাং কুলপাই, হরিপাল, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

This is to inform that I, **Ms. Kriti Vishwakarma alias Ms. Aishanee Das,** D/o. Mr. Arnab Kumar Das (adopted vide Case No. 94/2021 wherein final Order passed by the ld. 3rd Fast Tract Court at Barrackpore on 30.08.2022), residing at A/50, Lake View Park, Bonhooghly, P. O. ISI, P. S. Baranagar, Kolkata, Pin - 700 108, hereby wish to change my present name from **Kriti Vishwakarma to Aishanee Das** vide an Affidavit of First class Judicial Magistrate bearing No. 3982 dated 20.03.2025, registered at Bankshall Court, Kolkata. That the said Kriti Vishwakarma and Aishanee Das are the same and identical person.

Change of Name

I, **Nohar Kumar Sahu S/o Shankar Lal Sahu**, residing at Kharida, Bidhanpally, Ward No.- 17, P.O.- KGP- 721301, P.S.- KGP (L), Dist.- Paschim Medinipur, hereby solemnly affirm and declared that **Nohar Kumar Sahu S/o Shankar Lal Sahu, Nohar Kumar Sahu @ Thakur S/o Shankar Lal Sahu @ Thakur** and **Nohar Kumar Thakur S/o Shankar Lal Thakur** is same and identical person as declared in the Court of the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kharagpur vide Affidavit No. 1679 Dated 18/03/2025.

DECLARATION

I, SHANTI DEBI W/O Lachmon Ram residing at 314, Chini Kuthi Lane, P.O. - Alambazar, P.S. - Baranagar, Dist - North 24 Parganas, Kolkata - 700035 do hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore dated 11.03.2025 that my actual and correct name is SHANTI DEBI and it is recorded in my Aadhar card but in my SBI Bank passbook account bearing A/c No. 34766147699, Alambazar branch, my name has been recorded as LILA ROY inadvertently. SHANTI DEBI W/O Lachmon Ram and LILA ROY W/O Lachmon Ram is the same and one identical person.

DECLARATION

I, ASHOK KUMAR PANDIT S/O Late Ram Naresh Pandit resident of H/No. 12, B.L. No. 15, Manikpir Road, P.O. - Kankinara, P.S. - Bhatpara, Dist - North 24 Parganas, PIN - 743126 do hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore dated 20.03.2025 that my deceased father's correct name with title is RAM NARESH PANDIT and it is recorded in his certificate of death and in my Aadhar card but in the settlement Parcha, my father's name has been recorded as RAM NARESH KUMBHAKAR and in some other documents as RAM NARESH KUMAR inadvertently. RAM NARESH PANDIT, RAM NARESH KUMBHAKAR and RAM NARESH KUMAR is the same and one identical person.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী কৌশিক মোদক পিতা শ্রী মনোরঞ্জন মোদক সাকিম ১৩০, এ.পি.ঘোষ রোড, চাতরা, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২০৪, মহাশয় বিগত ইং 09/12/2020 তারিখে ডি.এস.আর-II, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-154/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী প্রভাত দাস** পিতা কানাই লাল দাস সাকিম ৪৫/২, দেওয়ানজী স্ট্রীট, রিষড়া, হুগলী-৭১২২৪৮ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 10/03/2022 তারিখে ডি.এস.আর-II, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1603/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী রোহিত সাউ ও ২)শ্রী রবি সাউ** উভয়ের পিতা শ্রী মতি সাউ, উভয়ের সাকিম ১/১৭, বামা চরন মুখার্জী লেন, রিষড়া, হুগলী-৭১২২৪৮ মহাশয়দ্বয়কে বিক্রয় করেন। <u>তপশীল</u> – জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা রাধাকৃষ্ণপুর, ৬৫ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১১৭৯ নং খতিয়ানে, ক)হাল এল.আর. ৭১৮ নং দাগে, ডোবা ১৩ শতক এবং খ)হাল এল.আর. ৭২০ নং দাগে, পুকুর ৮৫ শতক ও ৫৫ শতক একুনে দুইটি দাগে ডোবা ও পুকুর সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)শ্রী রোহিত সাউ ও ২)শ্রী রবি সাউ** উভয়ের পিতা শ্রী মতি সাউ উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

মহুয়া জোনেজা পিতা ৺সুনীল কুমার চক্রবর্তী স্বামী ৺ধর্মেন্দ্র কুমার জোনেজা সাকিম মল্লিকা এ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং এ১, ২৭এ, লেক ইষ্ট, ৪র্থ রোড, সন্তোষপুর, পূর্ব যাদবপুর, কোলকাতা-৭০০০৭৫, হাল ২৪৬/১ রুয়ে ভান্ডারকিন্ডেরে, ১১৮০ উক্লে, বেলজিয়াম, মহাশয়া বিগত ইং 15/11/2023 তারিখে এমব্যাসি অফ ইন্ডিয়া, ব্রাসেল্স, বেলজিয়াম অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত BRU/CONS/1485/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **মৌসুমী দেবশর্মা** পিতা ৺সুনীল কুমার চক্রবর্তী, স্বামী পার্থ প্রতিম দেবশর্মা সাকিম জিৎ সংসার এ্যাপার্টমেন্ট, ২য় তল, ফ্ল্যাট বি৪, ২০২৪, শতাব্দী পার্ক, মুকুন্দপুর, পূর্ব যাদবপুর, কোলকাতা-৭০০০৯৯ মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে এবং অপর শরিকগণ (যথাঃ **শ্রী দিলীপ কুমার চক্রবর্তী, শ্রী প্রনব চক্রবর্তী, শ্রী প্রবীর কুমার চক্রবর্তী, শ্রীমতী বাসন্তী ব্যানার্জী, শ্রী বিদ্যুত চক্রবর্তী, শ্রী অলোক চক্রবর্তী, শ্রী অভিজিত চক্রবর্তী, শ্রীমতী অপর্না চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী মধুলেখা চক্রবর্তী, শ্রী অমলেন্দু চক্রবর্তী, শ্রী পার্থ চক্রবর্তী ওরফে পার্থমোহন চক্রবর্তী, শ্রীমতী শিখা চক্রবর্তী এবং শ্রীমতী শুক্লা কুন্ডু ওরফে শুক্লা চক্রবর্তী**) মিলিত ভাবে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 22/10/2024 তারিখে এ.আর.এ-II, কোলকাতা অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-12499/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী শ্যামাপদ সাঁতরা** পিতা শিবচন্দ্র সাঁতরা সাকিম সিঙ্গুর কিস্মত অপূর্বপুর, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৯ মহাশয়কে সম্পত্তি বিক্রয় করেন। <u>তপশীল</u> – জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা খানখানপুর, ৯০ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৬৪৪ নং দাগে, হাল এল.আর. ১২৩, ৩৫৫/১, ৬৩৮/২, ৮৫৪, ৮৫৫, ৮৫৬, ৮৫৭, ৮৫৮, ও ৮৫৯ নং খতিয়ানে, শালি জমি ২৭ শতক এবং মৌজা লালপুর, ৮৯ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৫৬৮ নং দাগে, হাল এল.আর. ১৯৬, ৭৭৬ ও ৮৭২ নং খতিয়ানে, শালি জমি ৩৪ শতক, একুনে দুইটি দাগে একত্রে ৬১ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী শ্যামাপদ সাঁতরা** পিতা শিবচন্দ্র সাঁতরা উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রীমত্যা সন্ধ্যারানী দে স্বামী ৺সুধীর কুমার দে সাকিম চুঁচুড়া কামারপাড়া (দাসপাড়া), চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, মহাশয়া বিগত ইং ২০০৮ সালে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-04/2008 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**শ্রী সমীর কুমার পাল** পিতা ৺মদন মোহন পাল, সাকিম নমাজগ্রাম স্টেশনবাজার (দক্ষিণ), পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি **শ্রীমতী মুনমুন পাল** স্বামী শ্রী সমীর পাল সাকিম নমাজগ্রাম স্টেশনবাজার (দক্ষিণ), পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়াকে ৩টি পৃথক পৃথক দলিল মূলে যথাঃ ক)বিগত ইং ১৪/০১/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-0188/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ১.৩০ শতক, খ)বিগত ইং ১৬/০১/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-242/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ০৪(চার) শতক এবং গ)বিগত ইং ২০/০১/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-0306/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ৩.৫০ শতক একুনে (১.৩০ + ০৪ + ৩.৫০) শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। তপশিল - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা নমাজগ্রাম, ১০৪ নং জে. এল. ভুক্ত, ক)হাল এল.আর. ৫৩৮ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল ৬৪৯ নং দাগে বাস্তু জমি ষোল আনায় ১৬ শতকের মধ্যে ০.১৬৬৭ অংশে ২.৬৬ শতক তন্মধ্যে <u>১.৩০ শতক</u>, খ)সাবেক ৩৪৭ তথা হাল এল.আর. ৫৩৮, ৩৬৪, ৩৪০, ৩৩১, ২৪২, ৫০২, ৪৯৩, ৮৬৫, ৫৩৩, ৫০৫ ও ২০ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল ৬৬৩ নং দাগে শালি বর্তমানে ভিটি জমি ষোল আনায় ২৫ শতকের মধ্যে ১১ শতক মধ্যে ৫.৫০ শতক তন্মধ্যে <u>২.৫০ শতক</u> ও সাবেক ৭১৫ তথা হাল এল.আর. ৫৩৮, ৩৬৪, ৩৪০, ৩৩০, ২৪১, ৫০৩, ৪৯৩, ৮৬৫, ৫৩৩, ৫০৫ ও ২০ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল ৬৬১ নং দাগে শালি বর্তমানে ভিটি জমি ষোল আনায় ২৪ শতকের মধ্যে ০৩ শতক মধ্যে <u>১.৫০</u> শতক মোট ০৪(চার) শতক এবং গ)সাবেক ৩৪৭ তথা হাল এল.আর. ৫৩৮, ৩৬৪, ৩৪০, ৩৩১, ২৪২, ৫০২, ৪৯৩, ৮৬৫, ৫৩৩, ৫০৫ ও ২০ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল ৬৬৩ নং দাগে শালি বর্তমানে ভিটি জমি ষোল আনায় ২৫ শতকের মধ্যে ১১ শতক মধ্যে ৫.৫০ শতক তন্মধ্যে <u>০৩ শতক</u> ও সাবেক ৭১৫ তথা হাল এল.আর. ৫৩৮, ৩৬৪, ৩৪০, ৩৩১, ২৪২, ৫০২, ৮৬৫, ৫৩৩, ৫০৫ ও ২০ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল ৬৫৭ নং দাগে ভিটি জমি ষোল আনায় ৪৪ শতকের মধ্যে ০১ শতক তন্মধ্যে ০.৫০ শতক মোট <u>৩.৩০</u> শতক, একুনে(১.৩০ + ০৪ + ৩.৫০) শতক সম্পত্তি উপরোক্ত ৩টি পৃথক পৃথক দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী মুনমুন পাল** স্বামী শ্রী সমীর পাল তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

শ্রী সমীর কুমার পাল (আমমোক্তার)

DECLARATION

I, RAJENDRA KUMAR PANDIT S/O Late Ram Naresh Pandit resident of H/No. 12, B.L. No. 15, Manikpir Road, P.O. - Kankinara, P.S. - Bhatpara, Dist - North 24 Parganas, PIN - 743126 do hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore dated 20.03.2025 that my deceased father's correct name with title is RAM NARESH PANDIT and it is recorded in his certificate of death and in my Aadhar card but in the settlement Parcha, my father's name has been recorded as RAM NARESH KUMBHAKAR and in some other documents as RAM NARESH KUMAR inadvertently. RAM NARESH PANDIT, RAM NARESH KUMBHAKAR and RAM NARESH KUMAR is the same and one identical person.

I, Bijoymal Das, S/o Mahabir Das, residing at 26/59, Dum Dum Road, Cossipore, Kolkata-700002 do hereby solemnly affirm and declare that my actual name is Bijoymal Das. Bijoymal Das and Bijay Das is same and one identical person vide an affidavit no. 3034, date 18/03/2025 before the 1st Class Judicial Magistrate, Kolkata.

আমোক্তারনামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমি, শ্রীমত্যা সন্ধ্যা দাস, স্বামী – মৃত কেষ্টা দাস, বিগত ইং ১১ই আগষ্ট ২০১০ সালে A.D.S.R. বারাসাত রেজিষ্টিকৃত ০৫৫৬৫ নং সাফ কোবালা দলিল, বিগত ইং ২৬শে ফেব্রুয়ারী ২০০৯ সালে A.D.S.R. বারাসাত রেজিষ্টিকৃত ০০০৭৩ নং আমমোক্তারনামা দলিলের মধ্যমে ১ কাঠা ১ ছটাক জমি ক্রয় করিয়াছি। যাহার মৌজা হুমাইপুর, জে.এল.নং ৫২, L.R. দাগ ২৪১৭, বর্তমান L.R. খতিয়ান ২২৪৭, ২২৪৮। উক্ত খতিয়ান হইতে MN/2025/1503/4355 নং কেস মূলে আমার নাম পৎতনের জন্য আবেদন করিয়াছি। উক্ত কেসে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে মধ্যমগ্রাম B.L. & L.R.O. অফিসে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ জানাতে পারেন।

সন্ধ্যা দাস

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

মেহেবুব রহমান পিতা মরহুম মতিয়ার রহমান মন্ডল সাকিম কালুবাটীভগবতীপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩ মহাশয় বিগত ইং 02/02/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-0479/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **ইসরাফিল মন্ডল** পিতা মরহুম নুর মহম্মদ মন্ডল সাকিম কালুবাটীভগবতীপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 19/04/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1407/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে নাবালক **ইনতাজুল মন্ডল** পক্ষে গার্জেন মাতা **আফরোজা বেগম,** স্বামী ও নাবালকের পিতা **ইসরাফিল মন্ডল** পিতা মরহুম নুর মহম্মদ মন্ডল সাকিম কালুবাটীভগবতীপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩ মহাশয়কে ০৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। <u>তপশীল</u> – জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা রঘুনাথপুর, ৫৪ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩১০০ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৬৮৯ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৩২ শতক মধ্যে ০.১৫৬৩ অংশে ০৫ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা নাবালক **ইনতাজুল মন্ডল** পক্ষে গার্জেন মাতা **আফরোজা বেগম,** স্বামী ও নাবালকের পিতা **ইসরাফিল মন্ডল** উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

আমোক্তারনামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমি, শ্রীমতি প্রভাতী কর, স্বামী – শ্রী গৌতম কর, বিগত ইং ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০১৩ সালে A.D.S.R. বারাসাত রেজিষ্টিকৃত ০৬০১২ নং সাফ কোবালা দলিল, বিগত ইং ২২শে জানুয়ারী ২০১৩ সালে D.S.R. II বারাসাত রেজিষ্টিকৃত ০০১১৭ নং আমমোক্তারনামা দলিলের মধ্যমে ১ কাঠা ৮ ছটাক জমি ক্রয় করিয়াছি। যাহার মৌজা পাট্টলী, জে.এল.নং ৫৪, L.R. দাগ ৩০০, বর্তমান L.R. খতিয়ান ১৯১৪। উক্ত খতিয়ান হইতে MN/2025/1503/3978 নং কেস মূলে আমার নাম পথতনের জন্য আবেদন করিয়াছি। উক্ত কেসে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে মধ্যমগ্রাম B.L. & L.R.O. অফিসে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ জানাতে পারেন।

প্রভাতী কর, শ্রীভূমি

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী অজয় সাধুখাঁ, পিতা মৃত অমিয় প্রকাশ সাধুখাঁ, সাং ও পোঃ ভালুকা, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে ঘনশ্যাম দাস, পিতা মৃত গোবিন্দ দাস, সাং- ৭১১ ক্যামেলো ড্রাইভ, কলেজ পার্ক, জিএ ৩০৩৪৯ এর নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত এ.ডি.এস.আর অফিস হইতে ২৭৬১ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ইং ০৪/০৯/২০২৩ তারিখে ৯ নং বামনপুকুর মৌজাস্থিত এল.আর. ৩৯৭৮ ও ৩৯৭৯ খতিয়ানে এল.আর. ১২৫৫ দাগ হইতে ৮.২৫ শতক জমি খরিদ করিয়াছি। উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলটি সম্পাদন করিয়াছেন ঘনশ্যাম দাসের আমমোক্তার সখানাথ মন্ডল এবং সম্পৃক্ত আমমোক্তারনামা দলিলটির নং ১০৪২, সম্পাদন হইয়াছে এ.ডি.এস.আর নবদ্বীপ অফিস হইতে, সম্পাদনের তারিখ ৩০/০৩/২৩।

আমি অজয় সাধুখাঁ নবদ্বীপ সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারীকের করনে নামপত্তনের আবেদন করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে জমির মালিকানা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. নবদ্বীপে অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী কার্য্য হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রীমতী দিপালী সাধুখাঁ ওরফে দিপালী সাধুখাঁ সাহা, স্বামী- অজয় সাধুখাঁ, সাং ও পোঃ ভালুকা, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে ঘনশ্যাম দাস পক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার সখানাথ মণ্ডল আমমোক্তার নং- (১০৪২/২০২৩ এ.ডি.এস.আর, নবদ্বীপ) এবং স্বয়ং সখানাথ মন্ডল নিজে ২৭৬১/২০২৩ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে এ.ডি.এস.আর, নবদ্বীপ অফিসে ইং ০৪/০৯/২০২৩ তারিখে ৯ নং বামনপুকুর মৌজাস্থিত এল.আর. ৩৯৭৮ ও ৩৯৭৯ খতিয়ানে এল.আর. ১২৫৫ নং দাগ হইতে যথাক্রমে ১.৬৫ শতক ও ১.৬৫ শতক একুনে ৩.৩০ শতক জমি বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত খরিদা জমিটি উক্ত দিপালী সাধুখাঁ ওরফে দিপালী সাধুখাঁ সাহা খরিদা সূত্রে নিজ ভোগদখলে বিদ্যমান।

আমি দিপালী সাধুখাঁ নবদ্বীপ বি. এল. এন্ড এল.আর. ও অফিসে নামপত্তনের আবেদন করিয়াছি। এই বিষয়ে জমির মালিকানা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে উপরি উক্ত করণে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় আইনানুগ কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রী মনতোষ বিশ্বাস, পিতা সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, সাং এ-৮/৪৬, কল্যাণী, পোষ্ট ও থানা --কল্যাণী, জেলা নদীয়া। নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি বিগত ইংরাজি ০৯/০৪/২০১৮ তারিখে -কল্যাণী এ ডি এস আর অফিসের ২২৬০ নং দলিল মূলে খরিদ করিয়াছি। উক্ত সম্পত্তি হুগলী জেলার অন্তর্গত উত্তর পাড়া থানার অধীন শাস্ত্রীনগর (কানাইপুর) নিবাসী লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্তীর পুত্র অরিন্দম চক্রবর্তীর পক্ষে বিগত ইংরাজি ০৬/০৯/২০১৩ তারিখে উপরোক্ত অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০৪ নম্বর বহির ২৩৪ নম্বর আমমোক্তার দলিল মূলে নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট থানার অধীন ১১ নং ওয়ার্ড নিবাসী (হাল সাং- এ/৫, ওল্ড বহরমপুর রোড, জীবন শোভা ফ্লাট, রাণাঘাট, পোষ্ট ও থানা রাণাঘাট, -জেলা নদীয়া) পরিতোষ পালের পুত্র সমীর পাল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া আমাকে দলিল করিয়া দেন। -এক্ষণে উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড করাইলে বা উল্লেখিত আমমোক্তারনামা দলিলের বিষয়ে যদি কাহারো কোন অভিযোগ বা আপত্তি থাকে তাহা হইলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে অভিযোগ জানাইবেন।

-: তপশীল সম্পত্তির পরিচয় :-

জেলা নদীয়া, থানা- চাকদহ, মৌজা ৯৯ নং, তেঘরী। খতিয়ান নম্বর- এল.আর. ৩০১, ৫৯০, দাগ নম্বর- এল.আর.৩১৩, জমির পরিমাপ- ২৭.২২ শতক।

Prasun Mukhopadhyay
Advocate, Kalyan Court

ঘোষণা

আমি, ASHNEHA KUMARI পিতা রবি কুমার সিং, সাকিন বালিন্দি ৭ নং গেট, পো : মোহনপুর, থানা : হরিণঘাটা, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১২৪৬, পশ্চিমবঙ্গ, উল্লেখ্য মহামান্য এ সি জে এম ২, (ফার্স্ট ক্লাস), কল্যাণী, নদিয়া সমীপে তারিখ ১৮.০২.২০২৫ হলফনামা দাখিল বলে ঘোষণা করছি যে আমার এবং আমার মায়ের প্রকৃত নাম ASHNEHA KUMARI এবং PUSHPA DEVI এবং সংশ্লিষ্ট নামগুলি আমাদের আধার কার্ড, আমার জন্ম শংসাপত্রে এবং আমাদের সংশ্লিষ্ট সকল নথিতে উল্লিখিত রয়েছে, কিন্তু ভুলক্রমে সিবিএসই মার্কস বিবৃতি শংসাপত্রে ASNEHA KUMARI এবং PUSHPA KUMARI হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ASHNEHA KUMARI এবং ASNEHA KUMARI এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। PUSHPA DEVI এবং PUSHPA KUMARI এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানাইতেছি যে, হরিপাল ব্লক মধ্যস্থ উত্তর রামচন্দ্রপুর মৌজায় অবস্থিত এল.আর. ২১১, ২২৩, ২২৪, ৫৫১ সহ ৫৬৬ নং দাগের সম্পত্তিটি গত ইং ০১/১২/২০২২ তারিখে চৈতালী দাস হরিপাল অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৫৫৮৯/২০২২ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে জলাঘাটা গ্রামের নিবাসী সীতাংশু বাঁককে ক্ষমতা প্রদান করিলে, উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলবলে সীতাংশু বাঁক হরিপাল অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৮৫/২০২৫ নং সাফ কোবালা দলিল দ্বারা 'Colour Shine Febic Processing Ltd.' সংস্থাকে হস্তান্তর করিয়াছেন। বর্তমানে উক্ত আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত ব্যাপারে কাহারো কোন দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে হরিপাল বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে জানাইতে পারেন। অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
Lakshaman Pal.
Advocate
Chinsurah, Serampore Court
Rego-WB-1593/15

বেলগাছিয়া পরিদর্শনে শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেলগাছিয়া ডাম্পিং গ্রাউন্ডে প্রবেশ নিয়ে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি, শারীরিক আঘাত এবং তারপরে একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য হাওড়ার ঘটনায় ফের রাজ্য-রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এলেন শুভেন্দু অধিকারী। বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে এসে বিরোধী দলনেতার প্রবেশ আটকে দেয় পুলিশ। শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, এটি তাঁর সাংবিধানিক অধিকার খর্বের সামিল। পুলিশের ব্যারিকেড ঠেলে ঢোকার চেষ্টা করলে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। বেরিয়ে এসে তিনি স্পষ্ট অভিযোগ করেন, 'এই হলেন রাজ্যের পুলিশ কমিশনার। উনি আমায় রক্তাক্ত করেছেন। শুধু আমাকেই নয়, আপনাদেরও রক্তাক্ত করেছেন। বুঝলেন তো? আপনাদেরও।' এর পরেই তিনি একের পর এক উগ্র মন্তব্য করেন। শেষমেশ পুলিশ তাঁকে ও তাঁর সমর্থকদের এলাকা থেকে বের করে দেয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁর আক্রমণাত্মক ভাষা এবং প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার প্রবণতা রাজনৈতিক মহলে নানা প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে।

ফাটল আতঙ্কের মধ্যেও ঘর ছাড়তে নারাজ বেলগাছিয়ার বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভাগাড় ধসের ফলে তৈরি হওয়া জলসংকট মিটলেও হাওড়ার বেলগাছিয়ায় উদ্বেগের মেঘ এখনও কাটেনি। এলাকা জুড়ে একাধিক বাড়িতে চিহ্নিত হয়েছে ফাটল। যে কোনও সময় বড় অঘটনের সম্ভাবনা থাকলেও নিজের ভিটে ছাড়তে নারাজ স্থানীয় বাসিন্দারা। বরং সোমবার সকাল থেকেই তাঁরা পথে নেমে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। পুনর্বাসনের দাবিতে জোরালো আওয়াজ তুলেছেন তাঁরা। সূত্রের খবর, পরিস্থিতি সামাল দিতে আজই এলাকা পরিদর্শনে যেতে পারেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সোমবার সকাল থেকেই বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা পৌঁছে যান ভাগাড়ের আশেপাশে। মাটির গুণমান পরীক্ষা করা হচ্ছে। প্রতিবেদন সন্তোষজনক হলে শুরু হবে বায়ো মাইনিং পদ্ধতিতে ভাগাড় পরিষ্কারের কাজ। সেজন্য দ্রুত এলাকা ফাঁকা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে। পাশের একটি ক্লাবে বাসিন্দাদের অস্থায়ীভাবে রাখার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। তবে এই প্রস্তাব মানতে নারাজ অধিকাংশ পরিবার। তাঁদের আশঙ্কা, একবার এলাকা ছাড়লে আর নিজেদের ঘরে ফেরার উপায় থাকবে না। অনেকেই অভিযোগ করছেন, বহু কষ্টে ঋণ নিয়ে বাড়ি তৈরি করেছেন। এখন সেগুলি ভেঙে দেওয়া হলে মাথা গোঁজার ঠাঁই কোথায় মিলবে?

উল্লেখ্য, গত ১৯শে মার্চ বেলগাছিয়ার ভাগাড়ে ধস নামে। মুহূর্তের মধ্যেই তা ভয়াবহ আকার নেয়। ধসে ক্ষতিগ্রস্ত হয় উত্তর হাওড়া ও শিবপুর কেন্দ্রের প্রধান জল সরবরাহ লাইন। তীব্র জলসংকটে পড়ে যান বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ। কলকাতা এবং উত্তরপাড়া পুরসভার তরফে জল ট্যাঙ্কার পাঠিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়। তারই মাঝে ভাগাড় সংলগ্ন রাস্তায় দেখা দেয় বড় বড় ফাটল। আশেপাশের বহু বাড়ির দেওয়ালেও ফাটল ধরেছে। শনিবার বিকেল থেকে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে, নতুন করে আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রশাসন তাঁদের সুরক্ষা নয়, উচ্ছেদেই বেশি আগ্রহী। তাই পুনর্বাসনের লিখিত আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত বাড়ি ছাড়তে রাজি নন কেউই।

টালিগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত ৯৪ ওয়ার্ডে ৪ হাজার রোজাদারদের সাথে দাওয়াত-ই-ইফতারে সামিল মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন সর্বসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-সহ প্রধান উদ্যোক্তা পৌর প্রতিনিধি সন্দীপ নন্দী মজুমদার ও টালিগঞ্জের সমস্ত পৌর প্রতিনিধিবৃন্দ।

কিংকর বিঠ্ঠল রামানুজ মহারাজের ৭৯তম আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে ২২শে মার্চ শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় থেকে বরানগর মহামিলন মঠ পর্যন্ত বর্ণাঢ্য মহানাম সংকীর্তনের ওঙ্কার রথযাত্রা।

কৃষি ও মৎস্য চাষে বাড়তি গতি আনতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার

নিজস্ব প্রতিবেদ: রাজ্য সরকার কৃষি ও মৎস্য চাষে বাড়তি গতি সঞ্চার করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করার পরিকল্পনা নিয়েছে। কৃষি দপ্তরের মাটির কথা পোর্টালে থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই এর মাধ্যমে কৃষকদের চাষবাস সংক্রান্ত নানা সমস্যার জবাব দেওয়া হবে। কোন মরশুমে কী চাষ করতে হবে, কী ধরনের মাটিতে কোন চাষ করতে হবে, বৃষ্টি হবে কি না, এরকম নানা তথ্য এআই মারফত সরবরাহ করা হবে। কোনও ফসলে পোকা লাগলে তার ছবি তুলে পোর্টালে আপলোড করে দিলেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সেই পতঙ্গ দমনের উপায় বলে দেবে। একই ভাবে মাছ চাষেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরামর্শ দিচ্ছে মৎস্যজীবীদের পরামর্শ দিতে একই প্রযুক্তি কাজে লাগান হবে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে। সম্প্রতি এশিয়াটিক সোসাইটি ও পিপলস অ্যাসোসিয়েশন ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট যৌথভাবে একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিল।

আদালতের কাছে অভয়ার পরিবারের ৫৪টি প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধর্ষণ না গণ ধর্ষণ, আরজি করের ঘটনায় সিবিআইয়ের কাছে জানতে চায় আদালত। তিলোত্তমা মামলায় গণধর্ষণ নাকি একজনই অপরাধ করেছে, সোমবার হাইকোর্টে শুনানির শুরুতেই সিবিআইয়ের কাছে জানতে চাইলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। এর পাশাপাশি এই ঘটনায় বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, 'যেহেতু এই মামলায় একজনের সাজা হয়েছে, সেখানে কোন কোন ধারায় চার্জ গঠন করা হয়েছে? সাজা প্রাপ্ত ব্যক্তি কি একমাত্র অভিযুক্ত, নাকি আর কেউ জড়িত এই ঘটনায়। বিচারপতি এদিন এও জানতে চান, সিবিআই এখনও পর্যন্ত তদন্তে কী জানতে পেরেছে সে ব্যাপারেও। এরপরই আরজি কর মামলায় সিবিআইকে কেস ডাইরি আনার নির্দেশ দেন বিচারপতি। এই মামলার তদন্ত কোন পর্যায়ে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে, তা জানতে চায় আদালত।

এদিকে সোমবার আদালতের কাছে ৫৪ টি প্রশ্ন রাখে আরজি কর কাণ্ডে নিহত চিকিৎসক তরুণীর পরিবার। এই প্রসঙ্গে অভয়ার বাবা বলেন, 'আমাদের ৫৪টি প্রশ্নের উত্তর এখনও অধরা। আদালতের কাছে আমরা সেই ৫৪টা প্রশ্ন রেখেছি, তার উত্তর পেতে চাই। আদালত কীভাবে সে প্রশ্নের উত্তর দেবে, সেটা আদালতকেই ভাবনাচিন্তা করতে হবে। বিচারপতি আজকে যে কথা বলেছেন, তাতে বোঝাই গিয়েছে, তিনি ভাবনাচিন্তা শুরু করে দিয়েছেন।' প্রসঙ্গত, প্রথম থেকেই তিলোত্তমার পরিবার দাবি করে আসছিলেন, এই ঘটনার কারও একার পক্ষে করা সম্ভব নয়, এই ঘটনার সঙ্গে আরও অনেকে জড়িত থাকতে পারে। প্রকৃত দোষীদের আড়াল করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছিলেন। সিবিআই তদন্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে সকলকে যুক্ত করছেন না বলেও অভিযোগ করেন অভয়ার বাবা-মা। এদিন প্রথম শুনানিতেই বিচারপতির গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মুখে সিবিআই। এদিকে আদালত সূত্রে খ বর, সোমবার শুনানির শুরুতেই বিচারপতি সিবিআই-এর কাছে এও জানতে চান, এটা গণধর্ষণ হলে সন্দেহভাজন কারা তাদের ব্যাপারেও। এরই রেশ ধরে সিবিআই-কে বিচারপতি এ প্রশ্নও করেন, 'আমরা এই আদালতে এটা জানতে চাইছি, পরে আর কী তদন্ত করলেন? একটা চার্জশিটের পর আর

কোনও চার্জশিট দেননি।' এরপরই বিচারপতি সিবিআই-কে বলেন, 'রিপোর্ট দরকার নেই। দরকার কেস ডায়েরি।' এরপরই সিবিআই-এর তরফে আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার বলেন, 'আমাদের আরেকটু সময় দেওয়া হোক।' তখনই বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'সব অফিসাররা তৈরি থাকলে আবার কী সমস্যা আপনাদের?' এর মাঝেই সওয়াল করেন লিগল এডের সঞ্জয়ের আইনজীবী কৌশিক গুপ্ত। তিনি দাবি করেন, 'যাকে দোষী করা হল, তাকে বলতে দিতে হবে।'

এদিকে রাজ্যের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দেন, নতুন কোনও তদন্তে রাজ্যের আপত্তি নেই। তবে আদালতে এদিন তিনি এ প্রশ্নও করেন, 'আদালত কী ট্রায়ালের পর কাউকে ফের তদন্তের কথা বলতে পারে? ট্রায়াল কোর্টের কাছে যায়নি।' একইসঙ্গে এদিকে রাজ্যের তরফ থেকে জানানো হয়, 'এক বছর ধরে সিবিআই কী করছে, সেটা মানুষ জানতে চায়। পনের দিনের মধ্যে শেষ করতে চাইলে আমাদের কোন আপত্তি নেই। বিশেষ আদালত কি এর অনুমতি দিতে পারে?' সঙ্গে এ প্রশ্নও তোলা হয়, 'পরিবার হাইকোর্টে কেন এসেছে তা নিয়ে।' বিশেষ আদালতে আবেদন তাঁরা কেন জানাননি সে প্রশ্নও এদিন ওঠে আদালতে। এরপরই তিলোত্তমার পরিবারের আইনজীবী সুদীপ্ত মৈত্র আদালতে আবেদন করেন, 'পরবর্তী তদন্ত আদালতের নজরদারিতে হোক। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার আধিকারিকদের দিয়ে সিট গঠন করা হোক।' একইসঙ্গে তিলোত্তমার পরিবার আদালতে জানান, প্রায় সাড়ে সাত মাস হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও নিরাপত্তারক্ষী এবং নার্সদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। অতিরিক্ত সুপারকে এখনও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। আদালত যাতে সিবিআই-এর কাছে স্ট্যাটাস রিপোর্ট চায়, তার আবেদন জানায় পরিবার। আগামী ২৮ মার্চ পরবর্তী শুনানি। এদিনের শুনানি শেষে তিলোত্তমার বাবা কিছুটা হলেও সন্তুষ্ট! কিন্তু রাজ্য সরকারের অবস্থান নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। তিলোত্তমার বাবা বলেন, 'রাজ্য সরকার একদিকে বলছে, আবারও তদন্ত তাদের কোনও আপত্তি নেই। আবার আইনের দিক থেকে বাধা দেখাচ্ছে। তারা কী বলতে চাইছে, তা পরিষ্কার করে বলছে না। সেই ৯ তারিখ থেকে রাজ্য সরকারের যে চরিত্রটা দেখে আসছি, সেটা এখানেও তুলে ধরলেন।'

চার্জশিট পেশ নিয়ে সিজিও অভিযান ডাক্তার ও নার্সদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের ঘটনার পর সাত মাস পেরিয়েছে, অথচ এখনও পর্যন্ত সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করেনি সিবিআই। আর কবে, এবার এই প্রশ্ন তুলে সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান করতে দেখা গেল চিকিৎসক ও নার্সদের। যার জেরে গার্ড রেল দিয়ে ঘিরে রাখা হয় গোটা সিজিও চত্বর। বন্দোবস্ত করা হয় পুলিশি আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার।

আরজি কর মামলায় সিবিআইয়ের তদন্তে সন্তুষ্ট নন নির্যাতিতার পরিবার। যে কারণে আদালতের দ্বারস্থ হন তাঁরা। পরে সুপ্রিম কোর্টের অনুমতিসাপেক্ষে গত বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে বিচারপতি ঘোষের বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নির্যাতিতা চিকিৎসকের বাবা-মা।

সেই মতো সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে, সোমবার আরজি কর মামলার শুনানি ছিল কলকাতা হাইকোর্টে। তার আগে আগেই মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টার, ডক্টরস ফোরাম এবং নার্স ইউনিটি সেন্ট্রাল পার্ক মেট্রো স্টেশন থেকে সিজিও কমপ্লেক্সের উদ্দেশে রওনা দেয় সিবিআই দফতরে বিক্ষোভের পাশাপাশি স্মারকলিপিও জমা দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে।

পার্থর বিরুদ্ধে মুখ খুললেন তাঁর আরও এক আত্মীয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হতে চেয়েছেন তাঁর জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্য। এবার রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মুখ খুললেন তাঁরই আরও এক আত্মীয়। যিনি সম্পর্কে জামাই কল্যাণময়ের মামা হন। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার বিচারপর্বে ঘুরিয়ে পার্থর কোর্টেই সমস্ত কিছুর দায় ঠেললেন তিনিও।

আদালত সূত্রে খবর, সোমবার ইডির মামলায় বিশেষ ইডি আদালতে কল্যাণময় ভট্টাচার্যের এই মামার সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। তাঁর দাবি, ভাগ্নে কল্যাণময়ের উপর ভরসা করেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নথিতে সই করেছেন তিনি। আদালতে কল্যাণময়ের মামা আরও জানিয়েছেন, তাঁকে বেশ কয়েকটি সংস্থার ডিরেক্টর করা হয়েছিল। চেকে সই করার অধিকারও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সব কিছুই তিনি করেছেন ভাগ্নে কল্যাণময়ের উপর ভরসা করেই। এদিকে, কল্যাণময় ইতিমধ্যেই আদালতে সাক্ষ্য দিয়ে জানিয়েছিলেন, তিনি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কথাতেই সব কাজ করেছেন। ফলে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বলাই যায় আরও বিপাকে পড়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সাল থেকে প্রেসিডেন্সি জেলে রয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাট থেকে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা মেলার পর গ্রেপ্তার হন পার্থ। ধীরে-ধীরে তদন্ত যত এগোয়, এই দুর্নীতিতে নাম উঠে আসে তাঁর জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্যেরও। যদিও, বর্তমানে তিনি নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত ইডি-র মামলায় রাজসাক্ষী হয়েছেন।

হেরিটেজ ট্যুরিজমে উৎসাহ দিতে প্রত্নস্থলগুলির সংস্কারের পথে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: হেরিটেজ ট্যুরিজমে উৎসাহ দিতে রাজ্য সরকার প্রত্নস্থলগুলির সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছে। প্রথম দফায় পুরুলিয়ার বেগুনকোদোর, পাকবিড়রা, দেউলঘাটে জৈনমন্দির ও মালদার ঐতিহাসিক সৌধ সুলতানি হামাম সংস্কারের কাজ শুরু হচ্ছে। রাজ্যের পুরাতত্ত্ব অধিকর্তার পরামর্শ মেনে এই প্রত্নস্থলগুলির সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া হচ্ছে। পুরুলিয়া জেলার তিন সৌধের জন্যে সাড়ে ছ'কোটি টাকা এবং মালদার সুলতানি হামাম বা স্নানাগার সংস্কারে আড়াই কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রাজ্যের পুরাতত্ত্বিক আধিকারিক অম্লানজ্যোতি সাহা জানান, পুরাতত্ত্ব অধিকর্তার পরামর্শ মেনে পূর্ত দপ্তর সংস্কারের কাজ করবে। তবে দ্রুত এই কাজ করা সম্ভব নয়। কিছুটা সময় লাগবে। রাজ্যের জেলা ভিত্তিক পর্যটনের প্রচার ও প্রসারে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক করেছেন, পর্যটক টানতে রাজ্যের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী শহরে সংরক্ষণ ও সংস্কারের ব্যবস্থা করা হবে। উত্তর থেকে দক্ষিণের বিভিন্ন শহরে রয়েছে বাংলার অজস্র ঐতিহ্য-চিহ্ন। হেরিটেজ শধটি বহুমুখী-এর মধ্যে মিশে আছে নিজেদের অতীত সম্পর্কে গর্ব, নান্দনিক শিল্পকলার নানা নিদর্শন, এবং অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র স্থাপনের প্রয়াস। তবে একই সঙ্গে হেরিটেজ যে হয়ে উঠতে পারে রাজস্ব আদায়ের একটি অন্যতম পন্থা, তার প্রমাণ রয়েছে ভারতের একাধিক রাজ্যে এবং পৃথিবীর বহু দেশে। বাংলার বিবিধ ঐতিহ্য যে সহজেই এই তালিকায় স্থান পায়, সেকথাও বলা বাহুল্য। কলকাতায় ব্রিটিশ আমলের হেরিটেজ প্রায়শই আলোচিত হয় নানা মঞ্চে, নানা সভায়। অথচ বাংলার ইতিহাসের পাতায় ব্রিটিশ যুগ হল নবতম সংযোজন। আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস আজও বেঁচে আছে, তবে কলকাতায় নয়, এ রাজ্যের অন্যান্য জেলায়।

যেমন বাঁকুড়ার একাধিক অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে তাম্র এবং মধ্য-প্রস্তর যুগে মানুষের বসবাসের প্রমাণ। সব মিলিয়ে ১০ থেকে ৩ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাধ ব্যাপী। এছাড়া রয়েছে তিন জেলায় বাংলার অন্তত তিনটি রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ- মুর্শিদাবাদ, মালদা, এবং নদীয়া যেখ ান থেকে বিভিন্ন যুগে রাজত্ব করে গেছেন হিন্দু, মুসলমান এবং বৌদ্ধ শাসক। এই অতি প্রাচীন এবং বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্য থাকতে পর্যটনকে স্রেফ কয়েকটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ রাখার কোনও অর্থ হয়না বলে পর্যটন দফতর মনে করে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

জীবনতলায় পুকুরে উদ্ধার ১৭টি বোমা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাড়ার মধ্যে থাকা পুকুর থেকেই দিনেদুপুরে বোমা উদ্ধার। একটা, দুটো নয় একেবারে ১৭টি। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ব্যাপক উত্তেজনা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জীবনতলা থানার মাঠের দীঘি এলাকায়। এদিন সকাল থেকে ওই পুকুরে মাছ ধরছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। জল তোলার পর স্থানীয় বাসিন্দারই প্রথম বোমাগুলি তাঁদের নজরকে আসে। এরপরই খবর দেওয়া হয় পুলিশে। জীবনতলা থানার পুলিশ এসে বোমাগুলি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তবে কীভাবে বোমাগুলি পুকুরে এল তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। বোমাগুলির অবস্থা দেখে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান বেশ কয়েকদিন আগেই সেগুলিকে পুকুরে ফেলা হয়েছিল। কারণ, প্রতিটি বোমার সুতলি দড়ি পচে গিয়েছে। নষ্ট হয়ে গিয়েছে বোমার ভিতরের মশলাও। তাতেই মনে করা হচ্ছে ফেলার পর কেটে গিয়েছে বেশ কিছুটা সময়। কিন্তু, কে বা কারা সেগুলি ওখানে ফেলে গিয়েছিল তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদের। এর পিছনে কোনও রাজনৈতিক যোগ রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই বোমাগুলিকে উদ্ধারের পর আলাদা করে নিষ্ক্রিয়ও করা হয়।

সরকারি স্বীকৃতি পাচ্ছেন হকারেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার সরকারির স্বীকৃতি পেতে চলেছেন হকারেরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্বেগ প্রকাশের পরই এমনই এক বড় সিদ্ধান্ত প্রশাসনের। সূত্রে এ খ বরও মিলছে, ইদের ঠিক পরেই হকারদের দেওয়া হবে সরকারি স্বীকৃতি। সূত্রে খবর, আপাতত কলকাতা শহরের ৮৭৭০ জন হকারকে বৈধ পরিচিতি পত্র দেওয়া হবে। কলকাতা পুরসভা ও টাউন ভেন্ডিং কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত।

হকার নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বেগের পর তড়িঘড়ি অভিযানে নামে কলকাতা পুরসভা কলকাতা পুলিশ ও টাউন ভেন্ডিং কমিটি। ২০১৬ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী কলকাতা শহরে হকারের সংখ্যা ছিল ৫৪ হাজার। যদিও হকার সংগ্রাম কমিটির মতেই এই সংখ্যাটা প্রায় ৬০ হাজার। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পর ২০২৪ সালে অর্থাৎ গত বছর অভিযানে নামে কলকাতা পুরসভা এবং টাউন ব্যান্ডিং কমিটি সঙ্গে

কলকাতা পুলিশ। সেই অভিযানে শহরজুড়ে বৈধ হকারদের নাম ও আধার কার্ড লিঙ্ক করে তথ্য আপলোড করা হয় কলকাতা পুরসভার অ্যাপে। এই ১৪ হাজার নথিভুক্ত হকারদের মধ্যে ইদের পরেই সরকারি পরিচিতি পত্র পেতে চলেছেন ৮ হাজারের এর বেশি। এরপর বাকি প্রায় ৬ হাজারের মতো হকারকেও সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হবে বলেই পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে।

বেহালার রাস্তায় নেই সিসিটিভি, বিস্মিত বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিচবেদন: বেহালার রাস্তায় নেই সিসিটিভি। আর তাতেই বিস্ময় প্রকাশ বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের। এরপরই কলকাতা পুলিশের অ্যাডিশনাল কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিকের রিপোর্ট তলব করেন বিচারপতি। নির্দেশ দেওয়া হয়, আগামী ৭ এপ্রিল মধ্যে রিপোর্ট দিতে হবে। প্রসঙ্গত, ১২ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাতে বেহালায় একটি পথ দুর্ঘটনার মামলায় সিসিটিভি ফুটেজ না থাকার বিষয়কে কেন্দ্র করেই কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট কমিশনার অফ ক্রাইমের রিপোর্ট তলব কলকাতা হাইকোর্টের।

১২ ফেব্রুয়ারি একটি গাড়ি ধাক্কা মারে মোটর সাইকেল আরোহীকে। থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলেই অভিযোগ। এই অভিযোগ নিয়ে মোটরসাইকেল আরোহী'র পরিবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। সোমবার মামলার শুনানি চলাকালীন রাজ্যের আইনজীবী জানান, 'সিসিটিভি ফুটেজ ডায়মন্ড হারবার রোডের ওই অংশে নেই। অন্য যে ফুটেজের সহায়তা নেওয়া হয় তাও সেখানেও স্পষ্ট কিছু ছিল না। ২ জন তদন্তকারী অফিসার পরিবর্তন করা হয়েছে। ২ কিলোমিটার ধরে সিসিটিভি নেই।' বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বিস্ময় প্রকাশ করে মন্তব্য করেন, কলকাতা পুলিশের আওতায় কেন সিসিটিভি বসানো নেই তা নিয়ে। এরপরই নির্দেশ দেন, এ ব্যাপারে আদালতে কলকাতা পুলিশকে রিপোর্ট দিতে হবে সিসিটিভি আদৌ আছে কিনা। সঙ্গে এ প্রশ্নও তোলেন, কলকাতা পুলিশ তার সিস্টেম আপগ্রেড করছেন না কেন সে ব্যাপারেও।

এপ্রিল পর্যন্ত বৃদ্ধি সুজয়কৃষ্ণের অন্তর্বতী জামিনের মেয়াদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত শুক্রবার অন্তর্বতী জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করতে কলকাতা হাইকোর্টে দ্বারস্থ হয়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'। আদালত সূত্রে খবর, সোমবার 'কাকু'র অন্তর্বতী জামিনের মেয়াদ এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে কলকাতা আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ।

দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর মানসিক ও শারীরিক অবনতিকে কাজে লাগিয়ে জেল হেপাজত থেকে আপাতত রেহাই পেয়েছেন তিনি। তবে ইডির মামলায় একেবারে রেহাই পেলেও, সিবিআই মামলায় এখনও ঝুলে সুজয়কৃষ্ণ। ফেব্রুয়ারি মাসে 'কাকু'কে সেই মামলাতে অন্তর্বতী জামিন দেয় কলকাতা হাইকোর্টের অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। প্রসঙ্গত, আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত জামিনে ঘরবন্দি ছিলেন সুজয়কৃষ্ণ। গত শুক্রবার সেই জামিনেরই মেয়াদ বাড়াতে আর্জি জানান আদালতে। তবে শুধু অন্তর্বতী জামিনই নয়, আরও একটি অস্বস্তি বোধ করছিলেন সুজয়কৃষ্ণ। সুজয়কৃষ্ণের অভিযোগ, শর্তসাপেক্ষ অন্তর্বতী জামিনে থাকায় তার পিছনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু সিবিআই সেই বাহিনীকে আদালতের নির্দেশ অমান্য করে 'হাতিয়ার' হিসাবে ব্যবহার করছে। পাশাপাশি তিনি এও জানিয়েছিলেন, বাড়ির দোতলার দখ ল নিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, সারাদিন এসি চালিয়ে বসে আছে, বলে আদালতে অভিযোগ করেন সুজয়কৃষ্ণ। শুধু তা-ই নয়, তাঁর আরও দাবি, নিচে শৌচাগার থাকা সত্ত্বেও ঘরের শৌচাগার ব্যবহার করছে বাহিনী। এমনকি, হাসপাতালে গেলে পিছু পিছু বাহিনীও হাজির হয়ে পড়ছে সেখ ানে। হাসপাতালের রুমে কারা যাচ্ছেন-আসছেন, রেজিস্টারও ধরে সেই বিষয়েও নজরদারি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, অভিযোগ সুজয়কৃষ্ণের। আদালতে সেই প্রসঙ্গে মুখও খুলেছিলেন তিনি। এরপর সোমবার 'কাকু'র বাহিনী নিয়ে তৈরি হওয়া বিড়ম্বনা নিয়ে সুরাহা দেয় আদালত। বাড়ির বাইরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জন্য ত্রিপল টাঙানোর নির্দেশের পাশাপাশি, সেই অস্থায়ী শেল্টারে বসার জায়গা ও ফ্যান রাখ ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

পানিহাটির কাউন্সিলারদের ফোনে হুমকি, 'সবই নাটক' মন্তব্য অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভিন দেশের ফোন নাম্বার থেকে শনিবার পানিহাটি পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সম্রাট চক্রবর্তীকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। রবিবার একাধিকবার ওই একই নাম্বার থেকে পানিহাটির ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তাপস দে-কে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে খড়দা থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। শাসকদলের কাউন্সিলারদের হুমকি ফোন নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের প্রতিক্রিয়া, সবই নাটক। নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য ওরা এভাবে নাটক করছে। রবিবার রাতে টিটাগড় কে পি ফার্মেসি মোড়ে সৃষ্টি আয়োজিত

হোলি মিলন উৎসবে হাজির হয়ে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, অভয়ার দেহ তড়িঘড়ি পোড়ানোর জন্য যিনি সবচেয়ে বেশি তৎপরতা দেখিয়েছিলেন, পুরস্কার স্বরূপ তাকেই পানিহাটির পুরপ্রধান করা হয়েছে। কিন্তু যারা পুরস্কার থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। তারা নিজেরাই অন্য কাউকে দিয়ে ফোন করাচ্ছেন। তাঁর যুক্তি, নিরাপত্তারক্ষী পাবার জন্যই ওরা অন্যদের দিয়ে ফোন করাচ্ছে। আর নিরাপত্তারক্ষী পেলেই ওরা ললিপপ নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। এদিন তিনি বলেছেন, রামনবমীর শোভাযাত্রায় ভক্তদের হাতে অস্ত্রও থাকবে এবং ডিজেও বাজবে। তাঁর ব্যাখ্যা, হিন্দুদের সমস্ত দেব-দেবীর হাতে অস্ত্র আছে। ভগবান রামের পুজো করবো। সেই পুজো অস্ত্র ছাড়া হয় নাকি। প্রসঙ্গত, হলুদ পতাকায় ছেয়ে গিয়েছে দক্ষিণ কলকাতা। তাতে লেখা 'অধিনায়ক অভিষেক'। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, ঘাসফুল পতাকা ছেড়ে এখন হলুদ পতাকায় আসতে হয়েছে। একদিন সবাইকে গেরুয়া পতাকার তলায় আসতেই হবে।

শহরে ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া আটকাতে তৎপর কলকাতা পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার শহরে ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়ার মতো মশাবাহিত রোগ আটকাতে তৎপর কলকাতা পুরসভা। নবান্ন সূত্রে খবর, চলতি মাসের শুরুতে মুখ্যসচিবের পৌরহিত্যে এই ইস্যুতে একটি বৈঠক হয়। সেখানে শহরের পরিচ্ছন্নতা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা, দুই ভাগে প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় সর্বস্তরের আধিকারিকদের। প্রতিটি পুরসভা, পঞ্চায়েত এলাকা ধরে ধরে পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট প্রশাসনগুলিকে। অতীতের উদাহরণ থেকে যে এলাকাগুলিতে বেশি সংখ্যা ডেঙ্গি পাওয়া গিয়েছিল, সেখানে বাড়তি জোরও দিতে বলা হয় নবান্নের এই বৈঠকে। সেই মতোই কাজ শুরু করে দিল কলকাতা পুরসভা। তথ্য খতিয়ে দেখে ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ কলকাতা পুরসভার ৬৮টি ওয়ার্ডকে 'বিপজ্জনক' ওয়ার্ড হিসাবে চিহ্নিত করেছে। তালিকায় রয়েছে, ২, ৪, ১৪, ২৬, ৭, ৩১, ৩৩, ৩৬, ৪৮, ৫৫, ৫৭, ৫৯, ৬১, ৬২, ৬৫, ৬৯, ৭৭, ৭৯, ৮১, ৮২, ৮৫, ৮৬, ৮৮, ১০৩, ১০৫, ১১০, ১১২, ১১৫,

১১৭, ১১৮, ১২১, ১২২, ১২৪, ১২৬, ১২৭, ১২৯, ১৩১, ১৪৪। এই প্রসঙ্গে সোমবার অতীন ঘোষ বলেন, 'ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে কলকাতা পুরসভার কর্মসূচি ঘোষণা করা হল। ২০২৩ সালের তুলনায় '২৪-এ ডেঙ্গি বেড়েছে গোটা বিশ্বে। চিন, অস্ট্রেলিয়া-সহ একাধিক দেশে ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অ্যাসেমেন্টে ভারতের অবস্থাও খুবই খারাপ। কারণ ডেঙ্গি চিহ্নিতকরণ বেসরকারি সংস্থায় হয়। কলকাতা ১৪৪ টি ওয়ার্ডের মর্নিং ডাটা কালেক্টর আমরা প্রথম শুরু করেছি। যারা শুধু সকালে ডাটা কালেকশন করে অনলাইনে রেকর্ড দেয়।' এর পাশাপাশি ডেপুটি মেয়র এও জানান, 'এই রেকর্ড থেকে মানুষ জানতে পারে কোন ওয়ার্ডের কোথায় কতজন ডেঙ্গু আক্রান্ত। আগে ১৩৯২৬ জন আক্রান্ত ছিল। তার আগের বছর প্রায় ৯০ শতাংশ ডেঙ্গু কম হয়েছে। কলকাতা আর্থসামাজিক পরিবেশে সংখ্যাটা যে কোনও সময় বাড়তে পরে। তাই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।' পরিসংখ্যান দেওয়ার পাশাপাশি অতীন এও জানান, ২০২৪ সালে ৬৮টি ওয়ার্ডে ১ থেকে ১০ জনের ডেঙ্গু হয়েছে। রোগ প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও গ্রহণ করা হচ্ছে। ইন্টার সেক্টর কো-অর্ডিনেটর বৈঠকের মাধ্যমে বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে। অ্যাসেসমেন্ট কালেকশন বিভাগ থেকে বাড়ির ঠিকানা নিয়ে সাহায্য করা হচ্ছে। ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টকেও যুক্ত করা হয়েছে। এদিকে কলকাতা পুরসভা সূত্রে বলা হয়েছে, ২৬ মার্চ থেকে হেলথ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মিটিং শুরু হবে। বৈঠকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কোথায় পরিত্যক্ত কারখানা রয়েছে সেটা খ ুঁটিয়ে দেখা হবে। অ্যাসেসমেন্ট করে যেখানে অপরিষ্কার বা অপরিচ্ছন্নতা রয়েছে, সেখান থেকে ৩৯ লক্ষ টাকা আদায় করছে পুরসভা। এছাড়াও প্রচারকর্মীদের নিয়ে হ্যান্ড মাইকে শনিবার ও বুধবার প্রচার করা হয় কলকাতা পুরসভার তরফে। যাতে মানুষকে সচেতন হয়। জুন মাসের মধ্যে সমস্ত অপরিষ্কার অঞ্চল পরিষ্কার করার সময় বেঁধে নিয়েছে পুরসভা।

অতীন ঘোষ আরও জানান, প্রত্যেকটি ওয়ার্ড ধরে জায়গা চিহ্নিত করে ৪৯৬ ধারায় নোটিস টাঙানো হয়েছে। র‍্যাপিড অ্যাকশনে ৩২টি মোবাইল টিম কাজ করে। ১৪৪টি ভেক্টর কন্ট্রোল টিম রাখা হয়েছে। এর পাশাপাশি মেয়র পারিষদ স্বাস্থ্য ও ডেপুটি মেয়র এও জানান, '৪৫৫, ৪৫৬ ধারায় আমাদের কাছে অধিকার আছে যদি কোনও বাড়ি বন্ধ অবস্থায় থাকে তাহলে নিয়ম অনুযায়ী বাড়ির তালা ভেঙে পরিষ্কার করা কাজ করতে পারব। এ ক্ষেত্রে অনেক সময় পুলিশ কাজ করে না। তাই পুলিশ কমিশনারকেও চিঠি দেওয়া হয়েছে। ৪৫টি মামলা রুজু করা হয়েছে। যার মধ্যে এই বছরই রয়েছে ৩টি।'

নৈহাটিতে বরফ কারখানায় গ্যাস লিকেজে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বরফ কারখানা থেকে বিষাক্ত এমোনিয়া গ্যাস লিকেজের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াল নৈহাটির মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জনবহুল রাজেন্দ্রপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতের দিকে রাজেন্দ্রপুরের ওই বরফ কারখানায় গ্যাস লিক হয়। সোমবার ভোর থেকে অতিমাত্রায় ওই কারখানা থেকে বিষাক্ত গ্যাস ছড়াতে থাকে। গোটা এলাকা ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। কারখানা লাগোয়া বাসিন্দারা অনেকে অসুস্থ বোধ করেন। অনেকের আবার শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। গ্যাস লিকেজের খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে আসে শিবদাসপুর থানার পুলিশ এবং একাধিক দমকলের ইঞ্জিন। দমকল কর্মীরা তৎক্ষনাৎ কারখানার আশপাশ থেকে বাসিন্দাদের অন্যত্র সরিয়ে দেয়। জনবহুল এলাকায় থাকা বরফ কারখানা বন্ধের দাবিতে এদিন সোচ্চার হলেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কারখানায় ঢুকে মহিলারা বিক্ষোভ দেখান। এমনকি ঘটনাস্থলে স্থানীয় বিধায়ক পৌঁছলে গ্রামবাসীরা একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন। বাসিন্দাদের জোরালো দাবি, কারখানার মালিক বরফ কারখানা বন্ধ করে অন্য ব্যবসা করুক। এদিকে গ্যাস লিকেজে আতঙ্কিত হয়ে বসিন্দারা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন। পাইপে লিকেজ দেখা দিলেও, কারখানা কর্তৃপক্ষ জোড়াতাপ্পি দিয়ে পাইপ মেরামতি করেছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। কাঁকিনাড়া দমকল কেন্দ্রের আধিকারিক দিলীপ রায় বলেন, পাইপ লাইনের ভাল্ব থেকে গ্যাস লিকেজ থেকেই এই বিপত্তি। প্রচুর পরিমানে এমোনিয়া গ্যাস ছড়িয়ে পড়েছে। কারখানার আশেপাশের লোকজনদের সরিয়ে দেওয়া হয়। মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রিয়াঙ্কা মালাকারের স্বামী সুরঞ্জন মালাকার বলেন, বরফ কারখানায় পাইপ লিকেজের জন্য এমোনিয়া গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে। তার দাবি, ১৯৮৮ সাল থেকে লোকালয়ে এই বরফ কারখানা চলছে। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষনের অভাবে আজ এই দশা। কারখানার কর্মী চন্দন রায় বলেন, পাইপ লিক করে গ্যাস বেরিয়েছিল। পাইপ মেরামতি করার পর পরিস্থিতি ঠিক হয়ে গেছে।

সম্পাদকীয়

দেশের অগ্রগতির জোয়ারে বঙ্গদেশ যেন দলছুট রাজ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে

আমাদের প্রাণের মাতৃভাষা বাংলা প্রতি দিন ক্ষয়িষ্ণু এবং দীন হয়ে চলেছে, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে এ নিয়ে আরও কিছু কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। এই যে হিন্দি ভাষা বা হিন্দি আরোপিত সংস্কৃতি নিয়ে যে এত যুদ্ধ চলছে এখন, সেটাও কি খুব টাটকা একটা বিষয়? মোগল আমল থেকে উর্দু, হিন্দি, ফারসির মতো ভাষা বঙ্গদেশে সরকারি ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা যে সিরাজউদ্দৌলাকে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব হিসাবে, ট্র্যাজিক হিরো হিসেবে মহিমান্বিত করি, তিনি বা তাঁর পরিবারের কেউ কখনও বাংলায় কথা বলেছেন কি না এমন কিন্তু কোনও প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। সুতরাং, এই হিন্দি বা উর্দু আরোপ করার শৃঙ্খলা বহু পুরনো এবং এর বিরুদ্ধে কোনও নির্দিষ্ট অংশের বাঙালিরই মাথা তুলে দাঁড়ানোর ইতিহাস আমি অন্তত পাইনি। ব্রিটিশ আমলে যখন বাংলা স্বমহিমায় বিদ্যমান ছিল, বাঙালি তার রুচি এবং গুণাবলি সম্পর্কে সচেতন হয়ে পরিশ্রম করে নিজেদের উন্নততর স্তরে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবত, তখন ইংরেজির সঙ্গে সারা দেশ জুড়ে বাংলা পাল্লা দিয়ে এগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, নজরুল থেকে আরম্ভ করে, সুনীল, সঞ্জীব, শঙ্খ ঘোষ এমনকি, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় বা নচিকেতা ঘোষের মতো বাণিজ্যিক ধারার ছবির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাও আমাদের এই ভাষাকে এক দিন কত সমৃদ্ধ করেছেন! কিন্তু গত ৪০-৫০ বছরে দেশের অগ্রগতির জোয়ারে বঙ্গদেশ যেন দলছুট রাজ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে বাংলা ভাষা এবং বাঙালি বাইরের লোকের কাছে সম্মান হারাবে, এটা আশ্চর্য নয়।

শব্দবাণ-২২৯

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. বায়ুমণ্ডল ৩. রাজা, নৃপতি ৫. গড়ন ৬. প্রথা, নিয়ম ৭. বাধাহীন ৯. অকপট, খোলামেলা ১১. এক শিকারি পাখি ১২. লজ্জা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. খনি ২. ব্যঙ্গে আত্মসাৎ করা ৩. প্রস্তুতমূল্য ৪. নগর, রাজধানী ৭. অগাধ ৮. কাজের চাপ ৯. খবর ১০. আঘাত, চোট।

সমাধান: শব্দবাণ-২২৮

পাশাপাশি: ২.তুচ্ছতাচ্ছিল্য ৩. নরসমাজ ৬. কমলাভোগ ৭. একীভবন।

উপর-নীচ: ১. পারমার্থিক ২. তুফানতোলা ৪. সংগঠন ৫. জনসমুদ্র।

জন্মদিন

আজকের দিন

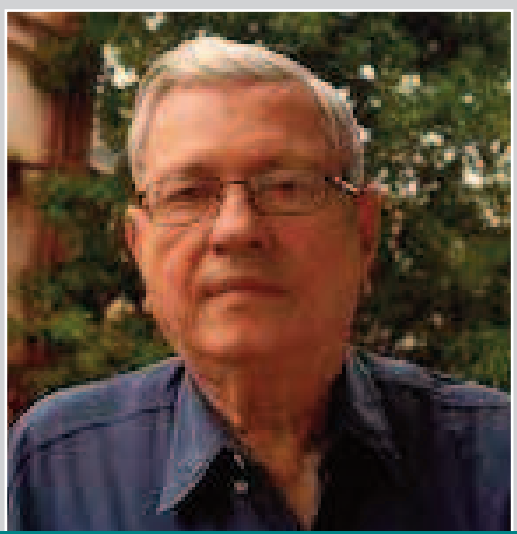

লেসলি ক্লডিয়াস

১৯২৭ *বিশিষ্ট হকি খেলোয়াড় লেসলি ক্লডিয়াসের জন্মদিন।*
১৯৪৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ফারুক শেখের জন্মদিন।*
১৯৫৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় যোগরাজ সিংয়ের জন্মদিন।*

ভোট হাম্বায় হুমায়ুনের বাউন্সারে ন্যুব্জ মমতা

সুবীর পাল

একেই বলে 'সাপের ছুঁচো গেলা।'

এই বাগধারাটি আপামর বাঙালি কিন্তু খুব ভালো ভাবেই জানেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, হঠাৎ এই বাগধারাটির প্রয়োগ অযথা এখানে এভাবে কেন করা হলো, তাই না?

আসলে এই বাগধারার আক্ষরিক অর্থ হলো, বেশ চুকচুকে সরেশ লোভে বশবর্তী হয়ে সাপ মাতে তো আস্ত একটা ফঁড়ে ছুঁচোকে নিজস্ব নাগালের বৃত্ত মধ্যে পেয়ে কোনও বাছবিচার না করেই খপ্ করে মুখে পুরে একদম স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে গিলে তো ফেললো। কিন্তু তারপর? আরম্ভ হলো যথারীতি খেলা হবে খেলা হবে সময় অতিবাহিতের পালা। একসময়ে সাপ সাহেবো অনুভব করলো, এই ছুঁচো হতচ্ছাড়া তো বড়ই বেস্বাদ আর বেয়াদব। কিন্তু ছুঁচো যে ততক্ষণে বেলাগাম অবস্থায় গলার নলী অতিক্রম করে উদর অভিযানে মত্ত। এই অবস্থায় কিইবা আর করার থাকতে পারে? নিরুপায় মোহিনী সাপের অবস্থা যে অনেকটাই হয়ে ওঠে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' সম। ছুঁচো বেচারাকে না পারে পুরোপুরি মন থেকে গিলতে, না পারে ঘেন্নায় উগরাতে।

আরে বাবা এই বাগধারাটির এসব মানে টানে না হয় সব বুঝলাম। কিন্তু এটা এবার দয়া করে বলুন না, এখানে অযথা এমন বাগধারার উল্লেখ করা হলোই বা কেন?

আরে একি বলছেন মশাই, 'অযথা' শব্দটা এখানে এভাবে বলছেন কেন? একটা নিশ্চিত কথা জেনে রাখুন, কোনও 'অযথা'র প্রশ্নই এখানে নেই। এই লেখনীতে সবটাই প্রাসঙ্গিক। বরং এটা অবশ্যই বলতে পারেন, শুধু প্রাসঙ্গিক নয়, এই বাগধারাটি অতিমাত্রায় রাজনৈতিক পর্যায়ে বিষয়ানুগ।

আসল কথাটা হলো, রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তথা এপার বাংলার শাসকদলের হাইকমান্ড মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক অবস্থা যে সাপের ছুঁচো গেলার মতোই অসহ্যের অচলায়তন হয়ে উঠেছে। কিন্তু সময় যে বড়ই নিষ্ঠুর। পুরো পরিস্থিতিটাই যে এখন তাঁর একচেটিয়া মুঠোর ফস্কা গেড়োয় পরিণত হয়েছে ক্রমে ক্রমে। এসবের তত্ত্ব তালাশের সৌজন্যে আর কেউ নয়। তিনি হলেন মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। তৃণমূল এমএলএ বলে কথা। যিনি মুখের উপর সাফ প্রকাশ্যে বলতে পারেন, 'আমি আগে মুসলিম। তারপর তৃণমুলী। আমি মরে যাব। কিন্তু আমার এই বক্তব্য থেকে সরবো না।' আর এই হুমায়ুন ইস্যুতেই আরজিকর পর্বের পর আরও একবার পর্যদুস্ত হলেন তৃণমূল নেত্রী।

এতো আচ্ছা ব্যাপার! কি সব বলছেন? আপনার হুঁশ আছে তো? যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা'র মতো তো আবোলতাবোল বকছেন। এইতো কয়েক দিন আগে তৃণমূল কংগ্রেসের পরিষদীয় শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির বৈঠকে হুমায়ুন কবীর বলেছেন যে তিনি দলের অনুশাসন মেনে চলবেন। দলের কড়া অবস্থানের কাছে হুমায়ুন কবীর তো শেষমেশ ঝুঁকলোই। অন্তত শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তেমনই ইঙ্গিত দিয়ে প্রেস ব্রিফিং করেছেন। তাহলে এটাই তো বার্তা গেল, নিজের দলের মধ্যে মমতার নৈতিক জয়ের বিজয়রথ আজও অটুট, ঠিক কিনা?

আবার বলি সবটাই ভুল। পুরোটাই আইওয়াশ। কেন বলছি একথা? আচ্ছা, তৃণমূলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি আসলে কি? একটা বিগ জিরো। তার চেয়ারম্যান তাহলে কে? জাস্ট পাপেট। এসবটাই আদতে হবুচন্দ্র রাজা আর গবুচন্দ্র মন্ত্রীর শো-অফ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই মিটমাট নাটকের সমাপ্তির আগে কি বলেছিলেন চেয়ারম্যান মনে আছে কি? তিনি বলেছিলেন, 'প্রতিটি দলের একটা মতার্দশ আছে। আমাদের দলেরও একটা নির্দিষ্ট মতাদর্শ আছে। হুমায়ুন কবীর বারবার এই মতাদর্শের বিরুদ্ধে গিয়ে বক্তব্য রাখছেন। যেটা দলের নীতির পরিপন্থী।'

সত্যি বলতে কি শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় মনে হয় ভুলে গেছেন দলের আসল মতাদর্শটা কি? তৃণমূলের প্রকৃত মতাদর্শটা যে কি তা ২০১৯ সালে ২৫ মে একটি ইফতার পার্টিতে যোগ দেবার পূর্বে স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই জানিয়ে দিয়েছিলেন সংবাদ মাধ্যমকে। সেদিন টিএমসি সুপ্রিমো বলেছিলেন, 'আমি কিন্তু ইফতারে যাচ্ছি। আপনারাও আসবেন। আমি তো মুসলিমদের তোষণ করি। যে গরু দুধ দেয় তার লাথি খাওয়া উচিৎ।'

এমনটা যদি দলের সুপ্রিমোর মতাদর্শ হয় সেখানে দলের বিধায়কের মন্তব্য তো প্রত্যাশিত ভাবেই 'আমি আগে মুসলিম তারপর তৃণমূলী' হিসেবে প্রকাশ পেতেই পারে। সেক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির কিইবা করার থাকতে পারে বলুন তো? সে যাক গিয়ে। আসল কথায় আসি। এক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একচ্ছত্র আধিপত্য সত্যিই কি কায়েম রাখতে পারলো শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি? উত্তর হলো, 'না।' রেজাল্ট হলো, ডাঁহা ফেল। আসলে এই কমিটির অবস্থাটা হয়েছিল আরও করুণ। 'কুল রাখি না শ্যাম রাখি' সঙ্কটে হাবুডুবু খেলেন বর্ষীয়ান অশীতিপর নেতা শোভনদেববাবু। এই ইস্যুতে কমিটির সর্বশেষ বৈঠক শেষে দলনেত্রীর আস্থাভাজন চেয়ারম্যান ও বিধায়ক দুজনেই জানালেন, সাংগঠনিক নিয়ম মেনে চলা হবে। কিন্তু এই ঘোষণার নতুন তো কিছু নেই। ওই বিতর্কিত বক্তব্যে পাশাপাশি প্রথম থেকেই জনাব হুমায়ুন কবীর বলে আসছিলেন, তিনি বরাবরই দলের নিয়মকানুন মেনে চলেন। তাহলে বৈঠক শেষের দুজনের মন্তব্যে হুমায়ুন কবীরের ভুল স্বীকারের নতুনত্ব তো কিছুই পাওয়া গেল না। উল্টে উল্লেখযোগ্য ভাবে তিনি তাঁর পূর্বের বক্তব্য একবারও প্রত্যাহার যেমন করেননি, তেমন নিজের অবস্থান থেকে এক চুলও সরে আসেননি এক মুহূর্তের জন্য। মাঝখান থেকে লেজ গুটিয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটিকেই মানে মানে করে রণে ভঙ্গ দিতে হলো ভরতপুরের বিধায়কের একরোখা মনোভাবের কাছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কাছে, এটাতো প্রকারান্তরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরই নৈতিক পরাজয় আর একবার সুচিত হলো। ফলে হুমায়ুন কবীরের বিতর্কিত কিলটা দলের নেত্রীকে পুরোপুরি হজম যে আপাতত করতে হলো, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এখন আর সত্যি যে কিছু করার নেই এহেন পোষ্য গাভীনদের সকাশে। একসময়ে কংগ্রেস ভাঙিয়ে দলে ভিড়িয়ে ছিলেন তাঁকে। মুর্শিদাবাদে মুসলিম ভিত্তি পোক্ত করার লোলুপ বাসনায়। তাই আজকে অতি অসহায় এই জননেত্রী ভরতপুরের বিধায়কে না গিলতে পারছেন না উগরাতে পারছেন। আসলে তিনি যে ভোট বাজারে শপথের অঙ্গীকারে বিশ্বাসী, 'দুধেল গাইয়ের লাথি খেতে তাঁর আপত্তি নাই। বিনিময়ে দুধ তাঁকে দিলেই সাত খুন মাপ।'

হুমায়ুন কবীর আচমকা কেন একথা বলেছেন তার পটভূমি জানতে হলে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর একটা অতি স্পর্শকাতর মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করা আগে প্রয়োজন। সাম্প্রতিক কালে তিনি বলেছিলেন, 'আগে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো। বিজেপি সরকারে আসবে। ওদের দলের যে কটা মুসলমান এমএলএ জিতে আসবে তাদের চ্যাংদোলা করে তুলে রাস্তায় ফেলবো।' আসলে বিরোধী দলনেতা যা বলেছে তা হলো বিজেপির ঘোষিত এজেন্ডার একটা ক্যাপসুলের প্রতিফলন। হিন্দুত্ববাদকে কোনও রকমের রাখঢাক না করে প্রচারের সামনে নিয়ে আসা ও অনুপ্রবেশকারী সংখ্যালঘুদের দেশ থেকে বিতাড়ণের ক্ষেত্রে জনমানসে প্রভাব বিস্তার করাই গেরুয়া শিবিরের মূল রাজনৈতিক লক্ষ্য। তাই রাজ্যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে শুভেন্দু অধিকারী যে হিন্দুত্বের তাসে ট্রাম্প কার্ড ছাড়বেন তা একটা বড় অংশের রাজ্যবাসীর কাছে প্রত্যাশিত ছিলই। কিন্তু শুভেন্দু অধিকারীর তাসের পাল্টা মুসলিম তাস খেলতে গিয়েই ভরতপুরের বিধায়ক দলের নেত্রীকে ইতিমধ্যেই বিরম্বনায় ফেলে দিয়েছেন। এবারের আসন্ন ভোটের লক্ষ্যে নেত্রী মনে প্রাণে চেয়েছিলেন, ধর্মীয় রাজনীতিকরণে 'লাউয়ের আগা খাইলাম ডগা গো খাইলাম' পলিশি অনুযায়ী হিন্দু ও মুসলিম দুই নৌকায় দুই পা রেখে চলতে। কিন্তু হুমায়ুনের এধরণের আলটপকা মন্তব্য দুধে চোনা পড়ার মতোই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হুমায়ুন কবীর আচমকা কেন একথা বলেছেন তার পটভূমি জানতে হলে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর একটা অতি স্পর্শকাতর মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করা আগে প্রয়োজন। সাম্প্রতিক কালে তিনি বলেছিলেন, 'আগে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো। বিজেপি সরকারে আসবে। ওদের দলের যে কটা মুসলমান এমএলএ জিতে আসবে তাদের চ্যাংদোলা করে তুলে রাস্তায় ফেলবো।'

আসলে বিরোধী দলনেতা যা বলেছে তা হলো বিজেপির ঘোষিত এজেন্ডার একটা ক্যাপসুলের প্রতিফলন। হিন্দুত্ববাদকে কোনও রকমের রাখঢাক না করে প্রচারের সামনে নিয়ে আসা ও অনুপ্রবেশকারী সংখ্যালঘুদের দেশ থেকে বিতাড়ণের ক্ষেত্রে জনমানসে প্রভাব বিস্তার করাই গেরুয়া শিবিরের মূল রাজনৈতিক লক্ষ্য। তাই রাজ্যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে শুভেন্দু অধিকারী যে হিন্দুত্বের তাসে ট্রাম্প কার্ড ছাড়বেন তা একটা বড় অংশের রাজ্যবাসীর কাছে প্রত্যাশিত ছিলই। কিন্তু শুভেন্দু অধিকারীর তাসের পাল্টা মুসলিম তাস খেলতে গিয়েই ভরতপুরের বিধায়ক দলের নেত্রীকে ইতিমধ্যেই বিরম্বনায় ফেলে দিয়েছেন। এবারের আসন্ন ভোটের লক্ষ্যে নেত্রী মনে প্রাণে চেয়েছিলেন, ধর্মীয় রাজনীতিকরণে 'লাউয়ের আগা খাইলাম ডগা গো খাইলাম' পলিশি অনুযায়ী হিন্দু ও মুসলিম দুই নৌকায় দুই পা রেখে চলতে। কিন্তু হুমায়ুনের এধরণের আলটপকা মন্তব্য দুধে চোনা পড়ার মতোই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হুমায়ুন কবীর ঠিক কি বলেছেন? বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আমার জাতিকে আক্রমণ করবে আমি কিছু বলবো না? আমার জাতিকে আক্রমণ করলে আমি ছেড়ে দেব না। হয় ওই বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে না হলে মুর্শিদাবাদে শুভেন্দু অধিকারী এলে আমি স্পটে না থেকেও বুঝিয়ে দেব কি করতে হয়। আমার কাছে আগে জাতি পড়ে দল।' দলের বিধায়কের লাগাতার এহেন লাগামহীন বক্তব্যের প্রেক্ষিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই ক্ষুব্ধ হন। কারণ বর্তমান নীতি হলো জলে নামবো কিন্তু পা ভেজাবো না। ভোটের প্রচারে ধর্ম টানবো, আবার সেকুলারের মুখোশও মুখে লাগাবো। মমতার এই দ্বিচারিতা সার্কাসে হুমায়ুন যে ক্রমশই অনিয়ন্ত্রিত বাঘ উঠেছে তাঁরই দলের মধ্যে। এই বিধায়কে অগত্যা বাগে আনতে তাঁর বকলমে মাঠে নামিয়ে দেন তথাকথিত শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটিকে। ভেবেছিলেন তাঁর বিধায়ককে অনায়াসেই শাস্তির খাঁড়ার জুজু দেখিয়ে জব্দ করতে সফল হবেন। কিন্তু একদা কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীর এই ছায়াসঙ্গী যে তাঁর অবস্থান থেকে সরে আসতে কোনও ভাবেই নাছোড়বান্দা তা তিনি আরও এক পরোক্ষ হুঁশিয়ারি সহযোগে জানিয়ে দেন। দলের অনুশাসনের প্রতি দায়বদ্ধ ও কর্তব্যপরায়ণ তা একইসঙ্গে জানিয়ে তিনি বরং ফের মন্তব্য করেন, 'মুসলিম অধ্যুষিত বুথে ৮৫/৯০ শতাংশ ভোট পড়ে। কিন্তু হিন্দু প্রভাবিত বুথে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৬৫/৭০ শতাংশে। কারণ হিন্দুরা ভোটদানের ক্ষেত্রে অলস ও ফাঁকিবাজ।'

বিধায়কের এই ধরনের মন্তব্যের ফলে আপাতত দৃষ্টিতে মনে হতেই পারে, এসব তিনি বিজেপির উদ্দেশ্যে এক অবজ্ঞা সূচক বক্তব্য রেখেছেন। নিশ্চয়ই রাজনৈতিক আঙ্গিকে খোলা চোখের আবহে তারই তো মানে দাঁড়ায়। কিন্তু তিনি যে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছেন ভোটদান সম্পর্কিত এমনতর আনুপাতিক হারের ডঙ্কা বাজিয়ে। খুব সুক্ষ্মভাবে পরোক্ষে দলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটিকে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন এর মাধ্যমে। ঘুরপথে দলকেও ছায়া-সতর্ক করেছেন এভাবে, 'শাস্তি তোমরা দিতেই পারো। কিন্তু তার আগে মনে রেখো, ভরতপুর বিধানসভা এলাকায় ৯০ শতাংশ মুসলিম ভোট কিন্তু আমার মুঠোতে। তাছাড়া আমিও কিন্তু দলবদলে অভ্যস্থ। অতএব যা করবে ভেবেচিন্তে করো।' সম্ভবত হুমায়ুন কবীরের এই ছায়া-সতর্কবাণী অনুধাবন করতে পেরে শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির লম্ফঝম্ফের গর্জন কিন্তু অচিরেই আপোষের বিসর্জনে যে পরিসমাপ্তির রূপ নেয় তা কিন্তু বঙ্গবাসী পুনরায় পরখ করলো বেশ তাড়িয়ে তাড়িয়ে। রাজ্যের ভোটদাতারা অনুধাবন নিশ্চয়ই করতে পেরেছেন, কেমন করে দুধেল গাইয়ের সম্মুখে ঘাস বাগানের মালকিন ধীরে ধীরে নতজানু হতে বাধ্য হলেন। কর্পূরের মতো কোথায় যেন উবে গেল তাঁর সেই ব্র্যান্ড রণংদেহী আইডেন্টিটি। হায়রে ভোট জঠরে লালিত ক্ষমতায়ণের লিপ্সা।

বাংলার রাজনীতিতে সমালোচনার বা আলোচনার যাই হোন না কেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে এযাবৎ বঙ্গে সবচেয়ে বেশি ক্রাউড ক্যাচার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তা আবালবৃদ্ধবনিতা সমস্বরে একমত হবেন। তবুও তাঁকে আজকে হুমায়ুন কবীরের মতো একজন প্রান্তিক বিধায়কের একরোখা ধর্মীয় পলিটিক্যাল আস্ফালনকে হজম করতে বাধ্য হতে হচ্ছে। ভোট যে বড় বালাই। তার উপরে তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগ, পরিবারের পরিজনদের সম্পর্কে সোশ্যাল মিডিয়ায় অর্থনৈতিক বেনিয়মের ধারাবাহিক ট্রোল মমতার স্বচ্ছতাকেই চূড়ান্ত ভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে জনমানসের ভিতরে। ভোটে জেতার জন্য তবু পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনার মতো সবেধন নীলমণি হিসেবে এখনও টিমটিম করে জ্বলছে ৩০ শতাংশ সংখ্যালঘুদের আস্থার চিরাগ। তাই পোষ্য দুধেল গাই পালনে একনিষ্ঠ মালকিন হয়ে না হয় এরকম বেলাগাম হাম্বা সহকারে দুই একটা লাথির ঝটকা সহ্য করলেনই। নবান্নের মসনদটা অক্ষুন্ন থাকলেই হলো। বাকি অবশিষ্ট সম্ভ্রম? ভাঁড় মে যা...।

ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: স্কুলের ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগে স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখালো অভিভাবকরা। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি স্কুল শিক্ষকেদের বিরুদ্ধে অশালীন আচরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তোলপার গোটা কালনা মহকুমা। তার মাঝেই আগুনে আবার ঘি পরল প্রাথমিক স্কুলের ১ শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগ উঠল তার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটে নাদনঘাট থানার নসরতপুর পঞ্চায়েতের ধোবা গোয়ালপাড়ার একটি এফপি স্কুলে। অভিভাবকদের অভিযোগ এই স্কুলের একজন শিক্ষক লিটন কীর্তনীয়া অনেকদিন ধরেই ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করছেন। শিক্ষকের এই ধরনের আচরণের জন্য কয়েকজন ছাত্রী রীতিমতো ভয়ে স্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। দিনের পর দিন মেয়ে কেন স্কুলে যাচ্ছেনা তার কারণ জানতে চাইলে অভিভাবকদের তারা বিষয়টি জানায়। এর পরেই সোমবার অভিভাবকরা স্কুলের গেটের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। প্রধান শিক্ষকের কাছেও তাদের ক্ষোভ উগড়ে দেন। পাশাপশি বিচারের দাবি জানান তারা। যদিও অনেকেই আবার বিষয়টি ধামাচাপা দিতে তৎপর হয়ে ওঠে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাদন ঘাট এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। যদিও সোমবার বিদ্যালয়ে ওই শিক্ষকের দেখা পাওয়া যায়নি। অভিভাবকরা জানান, স্কুলে তারা তাদের সন্তানদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়িত্বেই রেখে ছেড়ে যান। এইরকম ঘটনা ঘটলে তাদের বাচ্চাদের কিভাবে স্কুলে রেখে যাবেন, কার ভরসায় রেখে যাবেন।

প্রবল শিলাবৃষ্টিতে ঝাড়গ্রামে ঘরবাড়ি ও চাষের ক্ষতি, ক্ষতিপূরণের দাবিতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: প্রবল শিলা বৃষ্টির তাণ্ডবে বিপর্যস্ত ঝাড়গ্রামের বেশ কয়েকটি গ্রাম। শিলাবৃষ্টির জেরে পায়রাগুড়ি, চাতরপদা, পেটবিন্দি সহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে চাষের এবং বহু কাঁচা বাড়ির কাঠামো ভেঙে পড়ে। শিলার আঘাতে ভেঙে পড়েছে একাধিক বাড়ির ছাউনি, সেই সঙ্গে মাঠ ভর্তি ফসল নষ্ট হয়ে গেছে, যা দেখে দিশেহারা সাধারণ মানুষজন থেকে শুরু করে কৃষকেরা। এমন অবস্থায় প্রশাসনের হস্তক্ষেপ এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে সোমবার সকাল থেকেই চন্দ্রী ঝাড়গ্রাম রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন এলাকার বাসিন্দারা। এলাকার বাসিন্দারা জানান, হঠাৎ করেই ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে প্রবল শিলাবৃষ্টি শুরু হয়। বিশাল আকারের শিলার আঘাতে মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা ধান, সরষে সহ একাধিক ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কিছু জমির ফসল মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে, আবার কিছু গাছ ভেঙে পড়েছে। কৃষকদের মতে, এত বড় ক্ষতি সামাল দেওয়া তাঁদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। শুধু চাষ জমিই নয়, এই শিলাবৃষ্টির কারণে বহু মাটির বাড়ির ছাউনি ভেঙে পড়েছে, দেওয়ালে ফাটল ধরেছে, কোথাও আবার ঘর পুরোপুরি ভেঙে গেছে। বহু মানুষ এখন ভাঙা বাড়ির নিচে আশ্রয় নিয়ে আছেন। সোমবার সকালে এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক এবং সাধারণ বাসিন্দারা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে ঝাড়গ্রাম চন্দ্রী রাজ্য সড়কে পথ অবরোধে নেমে পড়েন। তাঁরা স্লোগান দিতে থাকেন প্রশাসনের বিরুদ্ধে। তাঁদের স্পষ্ট দাবি; সরকার যতক্ষণ পর্যন্ত উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের আশ্বাস না দিচ্ছে, ততক্ষণ তাঁরা অবরোধ তুলে নেবেন না। এই অবরোধের ফলে ব্যস্ততম এই রাজ্য সড়কে ব্যাপক যানজট তৈরি হয়। ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ, ব্লক প্রশাসন ও স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান তাঁরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বললে তাঁরা অবরোধ তুলে নেন। ঝাড়গ্রাম ব্লকের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক জয় আহমেদ বলেন, আমরা এলাকা পরিদর্শন করে যা সরকারি সাহায্য দেওয়ার সেটা আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব।

বিরাট কোহলি তার কাছে ভগবান, প্রণাম করে আশীর্বাদ নিতে গিয়ে গ্রেপ্তার যুবক পেল জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: সবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আর পরীক্ষার আগেই সে জানিয়ে রেখেছিল 'ভগবান' বিরাট কোহলির খেলা দেখতে সে ইডেনে যাবে। সেই মতো পরীক্ষা শেষ হতেই আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচের একটা টিকিটও জোগাড় করে ফেলে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের বাগ কালাপাহাড় গ্রামের ছাত্র ঋতুপর্ণ পাখিরা। ইডেনে গিয়ে ভগবান বিরাট কোহলির খেলা দেখার জন্য শনিবার সকাল সকালই সে বাড়ি থেকে রওনা হয়।

যাওয়ার সময় মাকে বলে যায়, 'আজ আমি যেমন করেই হোক, একেবারে মাঠের মধ্যে ঢুকে গিয়ে বিরাট স্যারের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে আশীর্বাদ নেবই। এর জন্যে পুলিশ যদি আমায় ধরে তো ধরবে। মাকে বলে যাওয়া এই কথার কোনও হেরফের করেনি ঋতুপর্ণ। তবে এমন কাণ্ড ঘটানোর জন্য পুলিশ ঋতুপর্ণকে রেহাই দেয়নি। তাকে কলকাতার ময়দান থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তার জন্য আক্ষেপ প্রকাশ তো দূরের কথা, উল্টে রবিবারও ঋতুপর্ণ হাসিমুখে তাঁর বাবাকে বলে, 'আমার ভগবান বিরাট স্যারকে প্রণাম করে আমি ধন্য। ঋতুপর্ণদের পারিবার তেমন আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল নয়। বাবা মহাদেব পাখিরা সামান্য কিছু জমি চাষ করেন। পাশাপাশি এলাকায় তাঁর একটি ফলের দোকান রয়েছে। ইটের দেওয়ালের দু'কামরার নির্মীয়মাণ বাড়ির মধ্যেই মা, বাবা ও কলেজ পড়ুয়া দুই দিদির সঙ্গেই থাকে ঋতুপর্ণ। বাড়িতে অভাবের ছাপ স্পষ্ট। স্থানীয় পর্বতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ছাত্র ঋতুপর্ণ পাখিরা এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে।

ঋতুপর্ণর মা কাকলি পাখিরা জানিয়েছেন, তার ছেলে ঋতুপর্ণ ছোট বয়স থেকেই ক্রিকেট খেলার প্রতি তার আগ্রহ। প্রথম জামালপুরের নেতাজি অ্যাথলেটিক ক্লাবের মাঠে গিয়ে এক প্রশিক্ষকের কাছে ক্রিকেটের প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করে। বর্তমানে কলকাতার বেলেঘাটা স্পোর্টিং ক্লাবে ক্রিকেটের কোচিং নিচ্ছে। ছেলে ভারতীয় ক্রিকেটার বিরাট কোহলির একনিষ্ঠ ভক্ত। এমন পাগলামি না করার জন্য মা কাকলিদেবী তাঁর ছেলে ঋতুপর্ণকে নিষেধ করে ছিলেন। এমন কাণ্ড ঘটালে পুলিশ যে ছেড়ে কথা বলবে না তাও ছেলেকে জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু বিরাট কোহলির ভক্ত ঋতুপর্ণ উল্টে মাকে বলে যায়, সে তার ভগবানকে প্রণাম করার ও আশীর্বাদ লাভের জন্যে জেলে যেতেও রাজি। আর শেষ অব্দি এমন কাণ্ড ঘটানোর জন্য ছেলেটা পুলিশের হাতেই বন্দি হল। ছেলেকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য কাকলিদেবী আইপিএল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ প্রশাসনের উদ্দেশ্যে আবেদন রেখে ছেন। একই সঙ্গে বিরাটের উদ্যেশ্যে তিনি আবেদন জানিয়েছেন, যাতে ও তার ছেলেকে ক্ষমা করে দেয়।

পর্বতপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অতনু ঘোষ বলেন, শুধু খেলার জন্যে নয়, বিরাট-ভক্ত হিসেবেও স্কুলে আলাদা পরিচয় ছিল ঋতুপর্ণর। যুবক ঋতুপর্ণর বাবা মহাদেব পাখিরা বলেন, 'ইডেনে খেলা দেখতে গিয়ে ছেলে অনেক রাত পর্যন্ত বাড়ি না ফেরায় তারা দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। তখনই খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন বিরাট কোহলি ১৫০ রান করতেই তার ছেলে দর্শক আসন থেকে সোজা ইডেনের মাঠে ঢুকে যায়। মাঠে গিয়ে বিরাটকে প্রণাম করে। বিরাট তার ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। এরপর সোমবার ঋতুপর্ণকে ব্যাংকশাল আদালতে পেশ করা হলে তাকে বিচারক জামিনে মুক্তি দেন। মুক্তি পাওয়ার পরই সোমবার রাতে সে বাড়ি ফেরে।

চুঁচুড়ার তৃণমূল বিধায়ক নিজের মাইনের কথা বলতে গিয়ে নিজেই নিজের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন!

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: চুঁচুড়ার তৃণমূল বিধায়ক নিজের মাইনের কথা বলতে গিয়ে সাফ বলে দিলেন, আমার কী যোগ্যতা আছে!

নিজেই নিজের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন তৃণমূল বিধায়ক। একইসঙ্গে বিধায়ক হিসাবে কী কী সুবিধা পান তাও শোনালেন। তা আবার পোস্টও করলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। যা নিয়ে জেলার রাজনৈতিক মহলে তুমুল চাপানউতোর শুরু হয়েছে জেলার রাজনৈতিক মহলে। কটাক্ষ করতে ছাড়েনি পদ্ম শিবিরের নেতারা। তাঁদের সাফ কথা, অযোগ্যতা স্বীকার করছেন যখন তখন পদত্যাগ করে ফেলুন।

প্রসঙ্গত, একদিন আগে চুঁচুড়া-মগরা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে আদিসপ্তগ্রামে আয়োজিত ভোটার তালিকা সংক্রান্ত মিটিংয়ে গিয়েছিলেন অসিত। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমি একটা চাকরি করতাম সেখানে ৪০-৫০ হাজার টাকা হয়তো বেতন পেতাম। কিন্তু আমি বিধায়ক হয়েছি। এক-দেড় লাখ টাকার বেশি বেতন পাই। ৫ লক্ষ টাকা বছরে পাই প্লেনে ঘোরার জন্য। রাজধানী এক্সপ্রেসের দু'জন সঙ্গী নিয়ে ঘুরতে পারি ফ্রিতে। মেডিক্যাল বিল পাই আনলিমিটেড। এই যোগ্যতা আমার আছে? তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য আমি এমএলএ হয়েছি।' এখানেই না থেমে কর্মীদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, 'পঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষরা বেতন পান। সাধারণ কর্মীরা কিছু পান না। অথচ দেখা যাচ্ছে ভোটার লিস্ট স্ক্রুটিনির ক্ষেত্রে কর্মীরাই ভালো কাজ করছে। কিন্তু জনপ্রতিনিধিরা ফাঁকিবাজি করছে।' তাঁর এ মন্তব্য নিয়েই চলছে চর্চা।

হুগলি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ বলেন, 'বিধায়ক নিজেই স্বীকার করে নিচ্ছেন যে তাঁর কোনও যোগ্যতা নেই। দিদির দয়ায় খেয়ে পড়ে বেঁচে আছেন।'

চুরি করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: চুরি করতে গিয়ে হাইটেনশন তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক নেশাড়ু চোরের। দাবি কারখানা কর্তৃপক্ষের। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃত্যুর কারণ জানতে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বারাসাত মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম অভিজিৎ লাহা (৩৫)। তার আসল বাড়ি ডানকুনি এলাকায়। সম্প্রতি বিবাহ করে দেগঙ্গার চাকলা এলাকায় শ্বশুর বাড়িতে থাকছিল। জানা গেছে, দেগঙ্গা থানার হামাদামা এলাকায় রাতের অন্ধকারে ছাদে উঠে চুরি করতে গিয়েই এই বিপত্তি। উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎবাহী তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় ওই যুবকের।

The Hooghly Co-operative Credit Bank Limited

Rai Bahadur S.C. Mukherjee Road, Chawkbazar, P.O. & Dist. - Hooghly, PIN - 712 103. Phone: (033) 2680- 7208, (033) 2680-2399, (033) 2680-6046, Fax - (033) 2680-7208 Email: hccbank@gmail.com

PROCLAMATION OF SALE OF MORTAGED PROPERTY

Under Section 122 of The West Bengal Cooperative Societies Act, 2006 and Rule 191D(3) of The West Bengal Cooperative Societies Rule, 2011.

The undersigned being the Sale Officer of The Hooghly Co-operative Credit Bank Ltd. having its registered office at Rai Bahadur S.C. Mukherjee Road, Chawkbazar, Post & Dist. Hooghly, exercising the power conferred by the Joint Registrar of Coopration Societies, Hooghly Range, Government of West Bengal, vide Memo No.154/2(6) dated 24.02.2023, hereby issues this Proclamation of Sale of Mortgaged Immovable Property and notifies that the mortgaged property will be sold by Public Auction as per provisions of Section 122 of The West Bengal Cooperative Societies Act, 2006, and Rule 191 of The West Bengal Cooperative Societies Rules, 2011, to recover the Demand Amount as per details given hereunder -

Name of the Bank	The Hoooghly Cooperative Credit Bank Ltd.
Registered Office / Head Office address of the Bank	Rai Bahadur S.C. Mukherjee Road, Chawkbazar, Post & District - Hooghly, PIN - 712103.
Name of the Borrower(s)	1) Smt. Gopa Bera 2) Sri Subir Bera
Address of the Borrower(s)	Maheshtala Lane, P.S.-Chinsurah, Post & Dist. - Hooghly, PIN – 712103 present address: Bardwari Aswathatala, beside Devangan Apartment, P.S. Chinsurah, Post & Dist. Hooghly, PIN - 712103.
Loan Account Number & Branch	House Building Loan Account No. 050220048001143 in Main Branch of the Bank.
Amount Due as per order No. 154/2(6) dated 24.02.2023	Principal Rs. 29,61,486.00 Interest Rs. 1,69,549.00 Total Rs. 31,31,035.00
Demand Amount of Recovery	Rs. 31,31,035.00
Date of Public Auction	11-04-2025
Time of Public Auction	12 Noon
Place of Public Auction	Head Office of the Bank
Schedule of Mortgaged Property	All that piece and parcel of Bastu land measuring about demarcated 2 Katta 04 Chattak be the same or little more or less situated at Mouza - Kapasdanga, J.L. No. 10 comprised in R.S. Dag No. 3522 corresponding to L.R. Dag No. 3940 L.R. Khatian No.1431/1 together with construction thereon and along with right to use road/paths/passages and all other easement rights which are within the jurisdiction of Hooghly Chinsurah Municipality, Ward No. 10, Holding No. 485/484 Mohalla Kapasdanga, P.S. Chinsurah, Post & District Hooghly, PIN - 712103.
Valuation of the Property (as per available records with Bank)	Rs.28,75,000.00 (Government Valuation)

Public in general, willing to buy the scheduled property, are invited to participate in the Public Auction on the scheduled date, time and venue as mentioned above.

Gouranga Chowdhury
Co-operative Development Officer (Head Quarter),
Co-operation Directorate, Hooghly Range
Government of West Bengal
&
Sale Officer
The Hooghly Co-operative Credit Bank Ltd.

বর্ধমান জোনাল অফিস

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া BOI Bank of India Relationship beyond banking

৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)দ্রষ্টব্য]

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে বকেয়া পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**,-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তি/জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১	ক. ঋণগ্রহীতা : শ্রী উৎপলেন্দু হাতি পিতা হারাধন হাতি খ. শাখা : সাঁকতিয়া	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জেএল নং ৪০, এলআর প্লট নং ৩৬১২, এলআর খতিয়ান নং ১৭০১, মৌজা : তিয়ানদুল, নাটু জিপি অধীন জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১৩৪২৪। পরিমাণ এরিয়া ০.০৯ একর। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : হারাধন হাতির সম্পত্তি; দক্ষিণে : অসিত হাজারার সম্পত্তি; পূর্বে : পঞ্চায়েত সড়ক; পশ্চিমে : স্বপন হাতির খালি জমি।	ক) ২১.০৩.২০২৫ খ) ১১.১১.২০২৪ গ) ২৪,৬৮,৬৮০.৪০ টাকা (চব্বিশ লাখ আটষট্টি হাজার ছশো আশি টাকা এবং চল্লিশ পয়সা) পরবর্তী সুদ সহ
২	ক. ঋণগ্রহীতা : শ্রী নূর আলম শেখ জামিনদাতা : শ্রী শেখ মহম্মদ হানিপ : শাখা : নবাবহাট	মৌজা : কাশিমপুর, প্লট নং ৯৬, খতিয়ান নং ৩৫৪, জেএল নং ১৮, আরএস প্লট নং ১২৩, আরএস খতিয়ান নং ৮৬, সাব প্লট নং বি, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, জমির পরিমাণ : ৪.২৫ ডেসিমেল, **সম্পত্তি নূর আলম শেখ এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : মহ হানিপ এর খালি জমি; দক্ষিণে : মসজিদের খালি জমি ;পূর্বে : পঞ্চায়েত সড়ক; পশ্চিমে : সিরাজুল হকের খালি জমি।	ক) ২১.০৩.২০২৫ খ) ০৪.০৭.২০২৪ গ) ২৩,৯৮,৯৯৭.২৭ টাকা (তেইশ লাখ আটানব্বই হাজার নশো সাতানব্বই টাকা এবং সাতাশ পয়সা) পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ২১.০৩.২০২৫
স্থান : সাঁকতিয়া/নবাবহাট

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

আজও পানীয় জলের কষ্টে জঙ্গলমহলের পাতাজুবা গ্রামের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নল গিয়েছে, জল মেলেনি। গ্রীষ্ম পড়তেই দ্রুত নামছে গ্রামের একমাত্র টিউবওয়েলের জলস্তর, ভরসা পাহাড়ের কোলে ছোট্ট গর্তে ফোঁটা ফোঁটা জমতে থাকা জল। ৩০০ মিটার পাহাড় জঙ্গল ডিঙিয়ে সেই জলই সংগ্রহ করে পানীয় জলের চাহিদা মেটাচ্ছে জঙ্গলমহলের পাতাজুবা গ্রামের মানুষ। গ্রামে নল গিয়েছে, কিন্তু সেই নল দিয়ে আজ পর্যন্ত এক ফোঁটাও জল পড়েনি। গ্রামে নলকূপ আছে। কিন্তু, টিলার উপর থাকা সেই গ্রামের নলকূপে দ্রুত নামছে জলস্তর। মাঝেমধ্যে বিকলও হয়ে যাচ্ছে। অগত্যা ৩০০ মিটার পাহাড় ও জঙ্গলের দুর্গম পথ পেরিয়ে পাহাড়তলির ছোট্ট গর্তে জমে থাকা জল তুলেই মেটাতে হচ্ছে পানীয় জলের চাহিদা। এভাবেই দিন কাটছে জঙ্গলমহলের পাতাজুবা গ্রামের মানুষদের। চারদিকে ঘন জঙ্গল, আশপাশে অসংখ্য টিলা। এরকমই একটি বড় টিলার উপর রয়েছে পাতাজুবা গ্রাম। সব মিলিয়ে ২৮টি পরিবারের বসবাস। কিন্তু, জলের অভাবে ধুঁকছে গোটা গ্রাম। পাহাড়তলিতে থাকা একটি পুকুরের জলে স্নান ও গৃহস্থলির জলের চাহিদা পূরণ হলেও গ্রীষ্ম আসতেই ক্রমশ তীব্র আকার নিচ্ছে পানীয় জলের অভাব। পানীয় জল পৌঁছনোর লক্ষ্যে বছর খানেক আগে নল বসানো হয়েছে প্রশাসনের তরফে। কিন্তু, অজানা কোনও কারণে সেই নলের মুখ থেকে এক ফোঁটা জলও পাননি গ্রামের মানুষ।

পূর্বস্থলী থানা এবং ইন্ডিয়ান ব্যাংক পরিদর্শন করল ছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলী: পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের পারুলিয়া কুলকামিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালনায় কন্যাশ্রী ক্লাবের উদ্যোগে পূর্বস্থলী থানা এবং ইন্ডিয়ান ব্যাংক পরিদর্শন করল ছাত্রীরা। এই দিন পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের পারুলিয়া কুলকামিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের কন্যাশ্রী ক্লাবের উদ্যোগে ৩২ জন ছাত্রী পূর্বস্থলী থানা এবং পূর্বস্থলী ইন্ডিয়ান ব্যাংক পরিদর্শন করে। মূলত ছাত্রীদের বাল্যবিবাহ, বিভিন্ন সময় তাদের ওপর নির্যাতন, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ এমনই সব বিষয় নিয়ে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ প্রশাসন একটি সচেতনতামূলক শিবির করেন পূর্বস্থলী থানা চত্বরে। পাশাপাশি ব্যাংকে তাদের অ্যাকাউন্ট খুলতে তাদের প্যান কার্ড প্রয়োজন হয় সেই প্যান কার্ডের বদলে যদি অন্য কোনও ডকুমেন্ট দিয়ে অ্যাকাউন্ট খোলা যায় সেই বিষয় নিয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে স্কুলের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

১১ দফা দাবিতে অন্ডাল বিডিওকে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: সোমবার বিকেলে দামোদর অজয় এরিয়ায় যৌথ মঞ্চের উদ্যোগে সাধারণ মানুষের দাবিকে সামনে রেখে অন্ডাল মোড় থেকে অন্ডাল বিডিও অফিস পর্যন্ত মিছিল করে মোট ১১ দফা দাবি নিয়ে অন্ডাল ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের হাতে দাবি সনদ তুলে দেওয়া হল। ১০০ দিনের কাজ চালু করতে হবে, এবং কারখানায় স্থানীয় বেকারদের কাজের অগ্রাধিকার দিতে হবে। বালি খাদানের বেআইনি কারবার ও কয়লা পাচার বন্ধ কর। ধ্বস এলাকায় পুনর্বাসনের টাকার হিসেব সরকারকে দিতে হবে। দীর্ঘদিনের বসতবাড়ি উচ্ছেদ করা চলবে না, সরকারের জমি পাট্টা না দিয়ে সরকারের জমি বিক্রি করা চলবে না। বৃদ্ধ ভাতা, বিধবা ভাতা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এবং সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি অনেকে পায় না তাদের দিতে হবে। মাইক্রো ফাইন্যান্স এর দাদাগিরি বন্ধ করা সহ বেশ কিছু অসংগঠিত শ্রমিক এবং খেতমজুরদের মজুরি ন্যূনতম ৬০০ টাকা করা সহ নানা দাবি নিয়ে অন্ডাল ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে দাবি সনদ তুলে দেওয়া হল এদিন।

বাগনান সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
ঠিকানা- বাগনান, বি.সি.বাটি, হুগলী
রেজিস্ট্রেশন নং ৬৩/HG তাং-০৩/০৫/১৯৬১

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সমিতির সমস্ত সদস্য/সদস্যাদের জানানো হচ্ছে যে এই সমিতির পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন আগামী **২৭ শে এপ্রিল, ২০২৫ রবিবার** অনুষ্ঠিত হইবে। মনোনয়ন পত্র বিতরন ও পেশ **০৩-০৪-২০২৫ থেকে ০৫-০৪-২০২৫ পর্যন্ত** নির্বাচন সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরনের জন্য সমিতির কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করা যেতে পারে। সমিতির সকল সদস্যকে এই নির্বাচনে অংশগ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বা:/- মৌসুমী চক্রবর্তী
এ.আর.ও
বাগনান সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

তারিখ:২৪/০৩/২০২৫

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ১১.০৪.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, দালানঘাটা শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৪,৯৬,২২১.০০ টাকা** (চার লাখ ছিয়ানব্বই হাজার দুশো একুশ টাকা) **১৫.০৩.২০২২** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **তাপস কুমার দাস (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা তুলসি চরণ দাস, গ্রাম - রত্নেশ্বরপুর, পো. এবং থানা - ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৩২। **আরও ঠিকানা** - গ্রাম - বনবাহাদুরপুর, কানপুর ধনবেরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো. এবং থানা - ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৩১ কাছ থেকে।

ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ১. তাপস কুমার দাস (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) পিতা তুলসী চরণ দাস, গ্রাম : রত্নেশ্বরপুর, পো এবং থানা : ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৩২। **আরও ঠিকানা :** গ্রাম : বনবাহাদুরপুর, কানপুর ধনবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,পো এবং থানা : ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৩১। ২. শ্রীমতি পম্পা দাস (জামিনদাতা), স্বামী তাপস কুমার দাস, গ্রাম : রত্নেশ্বরপুর, পো এবং থানা : ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৩২। **আরও ঠিকানা :** গ্রাম : বনবাহাদুরপুর, কানপুর ধনবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,পো এবং থানা : ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৩১। খ) দালানঘাটা শাখা।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ কমবেশি ২ শতক, পরগনা : মুড়াগাছা, কানপুর ধনবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, তৌজি নং ৩৭, বিএল এবং এলআরও -ডায়মন্ড হারবার, মৌজা : বন বাহাদুরপুর, জেএল নং ১৪৯, সাবেক খতিয়ান নং ১৯, এলআর খতিয়ান নং ৪৩৬, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪৭৩, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দলিল নং ৪২২৪/২০১৭। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া গ্রামীণ সড়ক; দক্ষিণে : অভিজিৎ বাবুর জমি; পূর্বে : শ্রীমতি অন্নিয়ার জমি;পশ্চিমে : ৫ ফুট সড়ক।	৪,৯৬,২২১.০০ টাকা (চার লাখ ছিয়ানব্বই হাজার দুশো একুশ টাকা) ১৫.০৩.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১০,১৩,০০০.০০ টাকা (*) (দশ লাখ তেরো হাজার টাকা) খ) ১,০১,৩০০.০০ টাকা (এক লাখ এক হাজার তিনশ টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50458424085 ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) প্রতীকী দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২২.০৩.২০২৫ থেকে ১০.০৪.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১১.০৪.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত

ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।

দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ১৮.০২.২০২৫/স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার/ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

এসবিআই আরএসিপিসি-কাম-এসএআরসি হাওড়া (১০২৬৩)
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ইমেল : sbi.10263@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)]

যেহেতু

নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার, **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া** এতদ্বারা ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নে বর্ণিত তারিখে দাবি নোটিশ ইস্যু মারফত ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া** নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা এ/সি নং সহ	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী প্রসেনজিৎ ব্যানার্জি,** সাকিন ১১/৪, বাকসারা ঘোষ পাড়া লেন, এসবিআই বাকসারার নিকট, পো : বাকসারা, থানা : সাঁতরাগাছি, হাওড়া : ৭১১১১০। **লোন এ/সি নং ৪০৫০২০৮০৫১৩ (পি-এলএপি)।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মকারারি মৌরাশি বাস্তু জমি পরিমাণ আনুমানিক **০২ কাঠা ০৫ বর্গফুট** এবং তদস্থিত **৫০০ বর্গফুট** আরসিসি বসবাসের নির্মাণ, দুই বেড রুম, এক কিচেন, এক বাথ রুম , বারান্দা এবং সিঁড়ি ঘর , পুরানো আরএস প্লট নং ৫৯১(অংশ), ৫৯২ (অংশ) এবং ৫৯৩ (অংশ) আরএস খতিয়ান নং ১৭৩, এলআর প্লট নং ১৩৩৪ (অংশ), এলআর খতিয়ান নং ১৮৯৭, মৌজা : উত্তর বাকসারা, জেএল নং ০৭, থানা : জগাছা (বর্তমানে সাঁতরাগাছি), এইচএমসি ওয়ার্ড নং ৪৫, জেলা হাওড়া, পিন কোড : ৭১১১১০, এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত এবং সংলগ্ন ৬ ফুট চওড়া এবং ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ সংশ্লিষ্ট জমির সঙ্গে সংযোগকারী মূল পুরসভা চলার রাস্তা। উক্ত জমি অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার ডোমজুড় এবং জেলা সাব রেজিস্ট্রার, হাওড়া ১ এবং ২ অধিক্ষেত্র অধীন। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ৬ ফুট চওড়া পুরসভা চলার পথ; **দক্ষিণে :** কাশী নাথ ঘোষের জমি; **পূর্বে :** শ্রী প্রদীপ পান এর ভবন; **পশ্চিমে :** ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **সম্পত্তি শ্রী প্রসেনজিৎ ব্যানার্জি নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ০৫১৩০৩৪০৬-২০২০ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫১৩-২০২০, পৃষ্ঠা ১১৪৪০৯ থেকে ১১৪৪৩০, জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস ডিএসআর ২ হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।**	১) ০৪.১২.২০২৪ ২) ২১.০৩.২০২৫ ৩)১০,৮০,৬৪৬.০০ টাকা (দশ লাখ আশি হাজার ছশো ছেচল্লিশ টাকা) **০৪.১২.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ
১.	**শ্রী সঞ্জয় নস্কর এবং শ্রীমতি অর্পিতা নস্কর,** সাকিন : ফ্ল্যাট নং ৩০২, ৪র্থতল, ইউনিক এলিট, ৮/এ, আন্দুল রোড (লোয়ার), পো : ডি এস লেন, হাওড়া ৭১১১০৯। **লোন এসিসিটি - ৪১৩৩৪১৫৫৩০৪ (এইচবিএল) এবং ৪১৩৩৮১৫৯৮২৫ (সুরক্ষা)।**	(জমি এবং ভবনের বিবরণ) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের **ফ্ল্যাট নং ৩০২,** চতুর্থতলে, পরিমাণ আনুমানিক কার্পেট এরিয়া **৪৯৩ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া ৬০৮ বর্গফুট এবং ৭৬১ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং তদস্থিত টাইলস/মার্বেল মেঝে, লিফট সুবিধা সহ ভবনের নাম **ইউনিক এলিট**, এবং অবিভক্ত অবিচ্ছেদ্য জমি সম্পত্তির অংশ উক্ত ভবনের চাতালের অবস্থিত প্রথম তপশিল উল্লিখিত হাওড়া পুরসভা ওয়ার্ড নং ৪৫, হোল্ডিং নং ৮/এ,আন্দুল রোড(লোয়ার),থানা : সাঁকরাইল, জেলা : হাওড়া, আরএস দাগ নং ৪২০, এবং ৪০৭ , এলআর দাগ নং ৫৪৭, এবং ৫৯৮ আরএস খতিয়ান নং ৫২৮এবং ৪৫, এলআর খতিয়ান নং ৫১৭৬, ৫১৭৭,২৫৮৭ এবং ২৫৮৮, মৌজা : থানামাকুয়া, জেএল নং ৪০, পো : ডি এস লেন, থানা সাঁকরাইল, জেলা হাওড়া, পিন : ৭১১১০৯, জেলা সাব রেজিস্ট্রার, হাওড়া এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার রানিহাটি অধিক্ষেত্র অধীন, এবং সিঁড়ি, লিফট এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ফ্ল্যাট নং ৩০৩, **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা; **পূর্বে :** খোলা জায়গা ; **পশ্চিমে :** ফ্ল্যাট নং ৩০১ এবং করিডর। **সম্পত্তি শ্রী সঞ্জয় নস্কর এবং শ্রীমতী অর্পিতা নস্করের নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ০৫১৩০২৪১৪-২০২৪ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫১৩-২০২৪, পৃষ্ঠা ৭৬৫৯৩ থেকে ৭৬৬২৫, অফিস ডিএসআর ২ হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।**	১) ১০.১২.২০২৪ ২) ২১.০৩.২০২৫ ৩)১৯,২৮,৮৫৮.০০ টাকা (উনিশ লাখ আঠাশ হাজার আটশ আটান্ন টাকা) **১০.১২.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ

তারিখ - ২১.০৩.২০২৫
স্থান - হাওড়া

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

কলেজের দখল নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে, কটাক্ষ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: কলেজের রাশ কার হাতে থাকবে তা নিয়ে তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্ব। এদিন জ্যোতিপ্রিয় ঘনিষ্ঠ তারকদের নেতৃত্বে তৃণমূল কর্মী সমর্থক সহ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের শতাধিক পড়ুয়াদেরকে নিয়ে কলেজ প্রাঙ্গণে গিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি লাগানো ব্যানার, ফ্লেক্স, ফেস্টুন গোটা কলেজ চত্বরে লাগিয়েছে, তবে হাবড়া থানার পুলিশ সহ পুলিশের স্পেশ্যাল বাহিনীও মোতায়ন ছিল কলেজ চত্বরে। নেতৃত্ব ছিলেন হাবড়ার বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা তারক দে। তারক জানান, কলেজে শুভেন্দু অধিকারীর একজন দালাল রয়েছে তার থেকে কলেজকে মুক্ত করতেই তাদের এই উদ্যোগ। তবে কারোর নাম না করে আরো বলেন, দলের সবাই জানে কে শুভেন্দু অধিকারীর দালাল অলরেডি জিটিএ কাণ্ডে সে ফেঁসে রয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যানার ছিল সেগুলো ছিড়তে এসেছিলেন। যেহেতু আমরা কিছু ছাত্র ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলাম তাই আর ছিড়তে পারেনি। তাছাড়া পুলিশও উপস্থিত ছিল তাই কিছু ছিড়তে পারেননি। এই বিষয়ে বিজেপি নেতা বিপ্লব হালদার জানান, এটা আসলে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। ছাত্র নেতা বুবাই বোস এবং তারক দে'র মধ্যে গোষ্ঠী সমস্যা রয়েছে। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ইন্ধনে পুলিশের সহযোগিতায় এটা করা হচ্ছে। বিগত দিনে বুবাই বোসের দখলে ছিল এই কলেজ। তিনি হাবড়া পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক মঞ্চে দেখা গিয়েছে বুবাই বোসকে। তাই বিজেপির নামে মিথ্যাচার করে লাভ নেই এটা তৃণমূলের শক্তি প্রদর্শন কারণ প্রত্যেকের পায়ের তলায় মাটি চলে গিয়েছে। কার হাতে রাশ থাকবে সেই নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝামেলা। আগামী দিনে বিজেপি ক্ষমতায় আসলে বিজেপির ছাত্র সংগঠন কলেজের দায়িত্ব সামলাবে এমনকি প্রতি বছর ভোট করাবে।

সোমবার বীরভূম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে সিউড়িতে স্কুল পড়ুয়াদের পদযাত্রায় বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী ও সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়।

সেতুর দাবিতে পথ অবরোধ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: সেতুর দাবিতে পথ অবরোধ গ্রামবাসীদের। ঘটনায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন গ্রামবাসীরা। পাশাপাশি আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করা না হলে গ্রামবাসীদের তরফে দেওয়া হয়েছে ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকেরা। অবশেষে প্রশাসনের আশ্বাসে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি এবং শুরু হয় যান চলাচল। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত ছাতিনতৈড় এলাকার ঘটনা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ছাতিনতৈড় গ্রামের বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি ঝাউবাড়ি খাঁড়ির উপর একটি সেতু নির্মাণের। কিন্তু বারবার সেতু নির্মাণের বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনলেও কোনও লাভ হয়নি। অবশেষে এদিন কলাবাড়ি এলাকায় কুমারগঞ্জ-বাহিচা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকেরা। তাঁদের আশ্বাসে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি এবং শুরু হয় যান চলাচল।

জানা গিয়েছে, ছাতিনতৈড় ও ঝাউবাড়ির মাঝ বরাবর রাস্তায় বাঁশের সাঁকো থাকায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে বেশ সমস্যায় পড়তে হয় গ্রামবাসীদের। সমস্যা আরো তীব্র আকার ধারণ করে বর্ষাকালে। তাছাড়াও সেতু না থাকার কারণে গ্রামের ভেতর পর্যন্ত পৌঁছয় না কোনও গাড়ি। এর ফলে চিকিৎসা সহ যাতায়াতের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যায় এলাকার বাসিন্দারা। অথচ পোড়াঝাড়, ঝাউবাড়ি, ছাতিনতৈড়, কুড়াহা, উত্তরপাড়া, নেত্রডাঙ্গা সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের প্রায় কয়েক হাজার মানুষকে এই বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করতে হয়।

এ বিষয়ে কুমারগঞ্জ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীবাস বিশ্বাস জানান, 'গ্রামবাসীদের লিখিত আবেদন পত্র আমরা পেয়েছি। আমাদের ইঞ্জিনিয়ার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। যত দ্রুত সম্ভব প্রজেক্টটি বাস্তবায়িত করে দ্রুত কাজটি শুরু করার বিষয়ে চেষ্টা করা হবে।'

দমকল মন্ত্রী বিভাজনের রাজনীতি করছেন, মন্ত্রীকে ঘিরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু বসিরহাটে বিভাজনের রাজনীতি করছে। এতে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এমন অভিযোগ বিরোধীদের নয় খোদ তৃণমূল নেতাদের। এই অভিযোগ নিয়েই বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার বৈঠকে উত্তেজনা। মন্ত্রী সুজিত বসুকে ঘিরে বিক্ষোভ করে তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, তাদের দলের বৈঠকে ডাকা হয়নি। এমনকি তারা মিটিংয়ে উপস্থিত হলে তাদের বেরিয়ে যেতে বলেন সুজিত বসু। যদিও সুজিত বসুর দাবি, দলের বৈঠকে সকলকে ডাকা হয়েছে। কেউ কেউ পরিকল্পিত ভাবে গন্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করেছিল। দল উশৃঙ্খলতা মেনে নেবে না।

সোমবার বিকেলে, শাসনের স্বস্তি ভিলেজে তৃণমূল কংগ্রেসের বৈঠক ছিল। সেখানে বসিরহাট তৃণমূল সাংগঠনিক জেলার মিটিংয়ে উত্তেজনা। মন্ত্রী সুজিত বসুকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। হাড়োয়া দু'নম্বর ব্লকের সভাপতি ফরিদ জমাদার হাড়োয়া ব্লকের যুব সভাপতি আব্দুল খালেক মোল্লা সহ একাধিক নেতৃত্বকে এই বৈঠকে ডাকা হয়নি কেন এ নিয়ে উত্তেজনা ছড়ায়। বসিরহাট সংগঠনিক জেলার অবজারভার সুজিত বসু ঘটনাস্থলে এলে তাকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান।

আব্দুল খালেক মোল্লার অভিযোগ, সুজিত বসু পক্ষপাতিত্বের রাজনীতি করছেন। কিসের বিনিময় করছেন জানি না। তিনি ভালো ভালো বিধায়কের পেছনে লেগেছেন। বাদুড়িয়া, বসিরহাট দক্ষিণ, সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ সহ কয়েকটি বিধানসভায় গন্ডগোল পাকাতে চাইছে। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক। যতদিন শরীরে রক্ত থাকবে ততদিন তৃণমূল কংগ্রেসই করব। অথচ সুজিত বসু কয়েকজন দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা, যারা আগে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত ছিল এমনকী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোনীত তৃণমূলের সাংসদ, বিধায়কদের হারানোর জন্য কাজ করেছেন তাদের সঙ্গে বৈঠক করছেন। আর আমাদের সঙ্গে বৈমাত্রিকসুলক আচরণ করছেন। উনি কিসের উদ্দেশ্যে ও কার নির্দেশে এমন করছেন আমরা জানি না। তবে এমন চললে বসিরহাটে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে আব্দুল খালেক মোল্লা সহ বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ।

ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে টাকা তছরুপের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: সাধারণ গ্রাহকরা ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে টাকা জমা রাখলেও তা মূল ব্যাংকে জমা পড়েনি। ফলে বেশ কিছু মানুষ গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের মালিকের বিরুদ্ধে পুলিশে ও বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ করেছে। আবার গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের মালিক খোদ ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের বিরুদ্ধে আদালত সহ বিভিন্ন জায়গায় দরবার করেছে। ফলে আতান্তরে পড়েছে গ্রামের গরিব মানুষরাই। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার বাগনান থানা এলাকার গুনানন্দপুরে। জানা গিয়েছে, কয়েক বছর আগে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক (যার শাখা রয়েছে মুগকল্যাণে) গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র খোলে গুনানন্দপুরে। স্থানীয় যুবক জনৈক রাকেশ মাজি এই দায়িত্ব পায়। তার মাধ্যমে গুনান্দপুরের বৃদ্ধা জ্যোৎস্না মণ্ডল ওই ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখতেন। জ্যোৎস্না দেবীর অভিযোগ, তার টাকা ব্যাংক থেকে ফিক্সড ডিপোজিট হিসাবে প্রায় চার লক্ষ টাকা ট্রান্সফার করা হয় কিন্তু কোনও সার্টিফিকেট তিনি পাননি। পরে আশপাশের কয়েকজন যুবককে জানালে জানতে পারেন ওই টাকা অন্য ব্যাংকে অন্য নামে ট্রান্সফার হয়েছে। আবার সন্তোষপুরের বাসিন্দা জনৈক ফুলসুরা বেগম ও টাকা জমা দিয়ে ব্যাংকে টাকা জমা পড়েনি বলে অভিযোগ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, রাকেশ মাজির বাড়িতে গিয়েও গ্রাহকরা টাকা পাননি। এই ধরনের টাকা গায়েবের পরিমাণ ৩০-৪০ লক্ষ টাকা বলে জানা গিয়েছে। বিষয়টি অনুসন্ধান করতে গিয়ে যোগাযোগ করা হয়েছিল জনৈক রাকেশ মাজির সঙ্গে। তিনি আবার জ্যোৎস্না দেবীর অভিযোগের আগেই ওই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মুগকল্যাণ শাখার তৎকালীন ম্যানেজার চঞ্চল সাহার বিরুদ্ধে ব্যাংকের স্ট্যাম্প সহ ডিপোজিট স্লিপ নকল করে টাকা হাতানোর মতো অভিযোগ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সহ বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ করেন। কোনও সুরাহা না হওয়ায় পরে আদালতের দ্বারস্থ হন। এখন প্রশ্ন গরিব মানুষের টাকা গেল কোথায়? কে ভুল? ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ওই গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রটি। এদিকে বিষয়টি নিয়ে খোদ চঞ্চল সাহার সঙ্গে কথা বলতে গেলে উনি জানান, 'এই বিষয়ে যা বলার আদালতে বলা হবে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দেখছে।'

দশম শ্রেণির ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রহস্যজনক অবস্থায় বাড়ির রান্নাঘর থেকে দশম শ্রেণির মেধাবী ছাত্রী ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে, পুরাতন মালদা পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের মঙ্গলবাড়ি মহানন্দা কলোনি এলাকায়। মৃতদেহটি উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করার পরেই অভিমানবশত ওই মেধাবী ছাত্রী গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রীর নাম সিউটি সরকার (১৫)। সে পুরাতন মালদার গৌড় ঘোষ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় পাঠরত ছিল। ওই ছাত্রী পঞ্চম শ্রেণি থেকেই বরাবরই ফাস্ট গার্ল হিসাবেই পরিচিত ছিল স্কুলে। আচমকা স্কুলের মেধাবী ছাত্রীর রহস্যজনক মৃত্যুতে শোকার্ত হয়ে পড়েছেন তার সহপাঠী থেকে শিক্ষক ও শিক্ষিকারা।

মৃত ছাত্রীর বাবা বিশ্বজিৎ সরকার, তিনি পেশায় পুরাতন মালদা পুরসভার অস্থায়ী কর্মী পদে কর্মরত রয়েছেন। বিশ্বজিৎবাবুর তিন মেয়ে। সিউটি ছিল মেজো মেয়ে। বড় মেয়ে পুরাতন মালদার গৌড় কলেজের পাঠরত। ছোট মেয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার একটি স্কুলে পাঠরত রয়েছে। শত কষ্টের মধ্যেও তিন মেয়েকে মানুষ করে চলেছিল বিশ্বজিৎবাবু। বিশ্বজিৎ সরকারের স্ত্রী পূজা সরকার আংশিকভাবে মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। প্রায় দিনই মেজো মেয়ের সঙ্গে মায়ের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে ঝগড়াঝাটি বাঁধত। এদিন সামান্য রান্না করাকে নিয়েই মা এবং মেজো মেয়ের মধ্যেই ঝগড়া শুরু হয়। এরপরই রাগের মাথায় রান্নাঘরের দরজা লাগিয়ে সিলিংয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয় ওই ছাত্রী।

১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল দলের প্রাক্তন কাউন্সিলর বিষ্ণুপদ সরকার বলেন, এই ঘটনার পর মৃত ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। বিষ্ণুপদবাবু জানিয়েছেন, এত অল্প বয়সে এরকম মেধাবী ছেলেমেয়েরা দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে, সেটা সত্যি ভাববার বিষয়। পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ছাত্রীর দেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পূর্ব বর্ধমানের কয়েকজন তৃণমূল নেতাকে হেপাজতে নেওয়ার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বেশ কয়েকজন বড় তৃণমূল নেতাকে হেপাজতে নেওয়ার নির্দেশ বিচারকের। এই ঘটনায় পূর্ব বর্ধমান জেলা আদালতে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে সোমবার। এদের মধ্যে রয়েছেন বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান ও তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ধমান ১ ব্লকের সভাপতি কাকলী তা গুপ্ত, যুব নেতা ও পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মানস ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।

জানা গিয়েছে, বিগত ৫.৯.২০১৭ সালে পূর্ব বর্ধমানের নাড়ীগ্রাম দাসপাড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনায় আহত হন তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেসেরই পঞ্চায়েত সদস্য জীবন পাল। তার স্ত্রী সন্ধ্যারানি পাল ৬.৯.২০১৭ তারিখে বর্ধমান থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ ছিল, শাসকদলের ক্ষমতাসীন দোষী জীবন পালকে বেধড়ক মারধর করে। তার চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই মামলা আদালতে বিচারাধীন ছিল। সোমবার ফাস্ট ট্র্যাক সেকেন্ড কোর্ট বিচারক অরবিন্দ মিশ্র এই মামলায় ১৩ জনকে হেপাজতে নেওয়ার নির্দেশ দেন। বাকি দু'জন বেকসুর খালাস হন। অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছে কাকলী তা গুপ্ত, মানস ভট্টাচার্য, অঞ্চল সভাপতি শেখ জামাল, রায়ান গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কার্তিক বাগ সহ আরো তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা। এই রায়ে তৃণমূল শিবিরে আলোড়ন পড়ে যায়। বিধায়ক সহ দলের নেতা, কর্মীরা আদালতে ছুটে আসেন।

সরকারি আইনজীবী হরিদাস মুখার্জি জানান, বিচারক এদের হেপাজতে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যদিকে অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী বিশ্বজিৎ দাস ও কমল দত্ত জানান, এই মামলায় কোনো তেমন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। তবুও কীভাবে এই রায় হল তা আশ্চর্যের। মঙ্গলবার বিচারকের সাজা ঘোষণার পর তারা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন।

স্কুলের ক্লার্কের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পূর্বস্থলীর পর এবার কালনা ১ নম্বর ব্লকের বাঘনাপাড়া সিকেডি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের এক ক্লার্কের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের ব্যাড টাচের অভিযোগ, আর সেই ঘটনার পর স্কুল খোলার পর থেকেই স্কুল চত্বরে গেটের সামনে দফায় দফায় বিক্ষোভ শুরু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কালনা থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে কালনা ১ নম্বর ব্লকের বাঘনাপাড়া সিকেডি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে সুকুমার দাস নামের এক ক্লার্কের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে ব্যাড টাচের।

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সুকুমার দাস। বিভিন্ন ক্লাসের ছাত্রীদের নানান অছিলায় তাদের গায়ে হাত দেওয়ার মতন অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। একই সঙ্গে বিষয়টি ছাত্রীরা গত ১৫ দিন আগে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে জানালেও স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বিষয়টি চেপে যেতে বলেন ছাত্রীদের। দীর্ঘদিন স্কুলে ছুটি কাটিয়ে স্কুলে সোমবার যোগ দেওয়ার পরই, সোমবার দিদিমণিকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখান স্কুলের বাকি শিক্ষিকা এবং সেই সঙ্গে অভিভাবকরা এবং পড়ুয়ারা। পাশাপাশি সহকারী শিক্ষিকাদের আরোও অভিযোগ স্কুলের ওই প্রধান শিক্ষিকা বাকি শিক্ষিকাদের সঙ্গে কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনাই করেন না। নিজে একাই সব সিদ্ধান্ত নেয় বলে অন্যান্য শিক্ষিকাদের অভিযোগ, একই সঙ্গে ব্যাড টাচের মতন গুরুতর অভিযোগও কন্যাশ্রীর যিনি নোডাল টিচার আছেন, তাকেও জানানো হয়নি। যদিও প্রধান শিক্ষিকা মিতা পালের দাবি, সহকারী শিক্ষিকারাই চক্রান্ত করে এই জিনিস করেছেন বলে দাবি করেন। বিষয়টি বিক্ষোভের পরই একটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয় স্কুলের ঘরে, বাঘনাপাড়া সিকেডি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ব্যাড টাচের মতন মারাত্মক অভিযোগের পর প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কালনা থানার পুলিশ এবং শিক্ষিকাদের বৈঠকের পর অভিযোগ ওঠা ওই ক্লার্ক আর কোনওদিনই স্কুলের ছাত্রীদের ঘরে যেতে পারবেন না বলে নির্দেশ দেওয়া হয়।

শবযাত্রীদের থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা সাদুল্লাপুর মহাশ্মশানে শবদাহের জন্য নেওয়া হচ্ছে অতিরিক্ত টাকা। সরকারি নির্ধারিত মূল্যের থেকে বাড়তি টাকা না দিলে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে মৃতদেহ পোড়াতে গিয়েও রীতিমতো দুর্ভোগে পড়ছেন শবযাত্রীরা বলে অভিযোগ। শ্মশান যাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে জেলাশাসক ও সভাধিপতিকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন মালদা জেলা পরিষদের কংগ্রেস দলের নির্বাচিত সদস্য সায়েম চৌধুরি। এদিকে বেশ কিছু শ্মশানযাত্রীরা জানিয়েছেন, মৃতদেহ পোড়ানোর ক্ষেত্রে ৯৯৯ টাকার পাশাপাশি ২০০ টাকা বকশিস, অতিরিক্ত ২০০ টাকা অস্থি নেওয়ার জন্য দিতে হয়। ১০০ টাকা ঘাটে নাম লেখাতে দিতে হয়। এরকমই প্রায় ৮০০ থেকে এক হাজার টাকা অতিরিক্ত দিতে হচ্ছে। গরিব পরিবারের পক্ষে অতিরিক্ত টাকা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই বিষয়টি প্রশাসন খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিক।

সাদুল্লাপুর মহাশ্মশান কমিটির সম্পাদক প্রদীপ মণ্ডল বলেন, সম্পূর্ণ অন্যায় ঘটনা। কোথাও অভিযোগ হলে প্রশাসন তদন্ত করে দেখবে।

এদিকে সাদুল্লাপুর মহাশ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লির অপারেটর বাবাই সরকার জানিয়েছেন, শ্মশানে যারা মৃতদেহ পোড়ানোর ক্ষেত্রে কাজ করেন তাদের অনেকের ঠিকঠাক বেতন নেই। সামান্য সাম্মানিক দেওয়া হয়। হয়তো মাঝেমধ্যে কেউ শ্মশান যাত্রীদের কাছ থেকে বকশিস চেয়ে থাকেন।

ইমামদের ও দানবাবা সেবা কমিটিকে নিয়ে বৈঠক কাঁকসার এসিপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আসন্ন ঈদ উৎসবকে সামনে রেখে কাঁকসা ব্লকের সমস্ত ঈদ কমিটি ও ইমামদের নিয়ে বৈঠক করলেন কাঁকসার এসিপি। সোমবার সকালে কাঁকসা থানা প্রাঙ্গণে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল, কাঁকসার আইসি, কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের ওসি,পানাগড় রেল পুলিশের আধিকারিকরা ও কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমনা সাহা, উপপ্রধান উজ্জ্বল মল্লিক, কাঁকসা ত্রিলোকচন্দ্র পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রসেনজিৎ ঘোষ, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নব কুমার সামন্ত, আমলাজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নাসিম আলী মীর সহ অন্যান্যরা।

জানা গিয়েছে, প্রতি বছরের মতো এবছরও কাঁকসায় দানবাবা প্রাঙ্গণে প্রায় ১০ হাজারের বেশি ইসলাম ধর্মের মানুষ ঈদের নামাজ পড়তে হাজির হবেন। এছাড়াও কাঁকসার মলানদিঘি এলাকায় ও সিলামপুর এলাকার ঈদগাহতেও বহু মানুষের নামাজ পড়ার জন্য ভিড় জমাবেন। ওই দিন যাতে কাঁকসায় শান্তিপূর্ণ ভাবে ঈদ উৎসব পালন হয় এবং ঈদের নামাজ শেষ হয়। তার জন্য কি কি করণীয় সেই বিষয়ে সকলের সঙ্গে আলোচনায় বসেন কাঁকসার এসিপি ও আধিকারিকরা। দানবাবা সেবা কমিটির সদস্য পিরু খান জানিয়েছেন,কাঁকসায় ঈদ হোক বা দুর্গাপুজো সব ধর্মের মানুষ একে অপরের উৎসবে সামিল হন।

কোতুলপুরে ভাইকে পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: কোতুলপুরে পুকুর সংস্কারকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরে ভাইকে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টার ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এলাকায় মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার শাহানা রঘুনাথপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়া এলাকায় পুকুর সংস্কারকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিবাদ বাধে পুকুরের দুই শরিক ফরিদুর রহমান ভুঁইয়ার সঙ্গে তাঁর খুড়তুতো ভাই হাসিবুল রহমান ভুঁইয়ার। বিবাদের জেরে হাসিবুল রহমান ভুঁইয়ার গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ ওঠে ফরিদুর রহমান ভুঁইয়ার বিরুদ্ধে। ঘটনায় গুরুতর জখম হন হাসিবুল রহমান ভুঁইয়া। ঘটনার জেরে স্থানীয়দের ক্ষোভ আছড়ে পড়ে ফরিদুর রহমান ভুঁইয়ার দোকান ও বাড়িতে। তাঁর দোকান ও বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। ঘটনাস্থল থেকে আটক করা হয় মূল অভিযুক্ত ফরিদুর রহমান ভুঁইয়াকে। সোমবার ফরিদুরকে গ্রেপ্তার করে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে কোতুলপুর থানার পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা ও গুরুতর ভাবে আঘাত করার মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আরামবাগে পথ দুর্ঘটনা রুখতে পুলিশের বিশেষ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমায় পথ দুর্ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে আম জনতার। তাই পথ দুর্ঘটনা রুখতে তৎপর হয়ে উঠল আরামবাগ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক। সোমবার আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে গোঘাট থানায় বিশেষ ও গঠনমূলক বৈঠক হয়। প্রসঙ্গত, গত এক- দুই মাসে আরামবাগ মহকুমা জুড়ে প্রায় শতাধিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। মারা যায় প্রায় ছয় থেকে সাত জন। এর মধ্যে গোঘাটে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেশি। এই নিয়ে আতঙ্কিত এলাকার মানুষ। সাধারণ মানুষকে পথ নিরাপত্তা দিতে গোঘাট থানার এই বৈঠকে আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তীর পাশাপাশি গোঘাট থানার ওসি সহ অন্যান্য আধিকারিক সহ ট্রাক ও বাস চালকের পাশাপাশি মালিক পক্ষ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে মূলত মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চলাচলের নিষেধাজ্ঞা সহ আইন ভাঙলে জরিমানার হুঁশিয়ারি প্রশাসনের। পাশাপাশি বাস ও ট্রাক চালকদের পক্ষ থেকেও একাধিক দাবি রাখা হয়। দুর্ঘটনাপ্রবণ বিভিন্ন রাস্তা নিয়ে আলোচনা হয়। যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। তাছাড়া গাড়ি চালকরা যাতে তাদের সুবিধা অসুবিধার কথা এবং সমস্যা নিয়ে দ্রুত পুলিশকে জানাতে পারে সেই জন্য একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করা হয়। এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একদিকে যেমন গাড়ির চালকেরা রাস্তায় ট্রাফিক জ্যামের কথা জানাতে পারবে তেমনি রাস্তা খারাপ হলেও জানাতে পারবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে এত দুর্ঘটনা ঘটছে কেন? আসলে আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা খানা- খন্দে ভরা। সেইসব রাস্তায় যান চলাচলের সংখ্যাও বেড়েছে। তার জেরে দুর্ঘটনা ঘটছে বিভিন্ন রাস্তায়। এই গুলি দ্রুত সংস্কারের প্রয়োজন। তাছাড়া কঠোর ভাবে ট্রাফিক আইন কার্যকর করার পাশাপাশি বেআইনি পার্কিং বন্ধ করা প্রয়োজন। তবে এই বিষয়ে আরামবাগের বিশিষ্ট মানুষ মাধব দাস বলেন, ট্রাফিক আইনকে একদিকে কার্যকর করা যেমন প্রয়োজন তেমনি সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে। গতি নিয়ন্ত্রণ করে গাড়ি চালানো যেমন প্রয়োজন তেমনি রাস্তা পারাপারের বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সাবধানে ট্রাফিক সিগনাল মেনে পার হতে হবে। অপরদিকে এই বিষয়ে আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী বলেন, এদিন গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে। গাড়ি চালকদের সুবিধার্থে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলা হয়েছে।

আশুতোষ ঝড়ে ভেস্তে গেল ঋষভের দিল্লি জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের ৮ উইকেটে ২০৯ রান তাড়া করতে নেমে ৬.৪ ওভারেই ৬৫ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল দিল্লি ক্যাপিটালস। ম্যাচটা এখান থেকে দিল্লি জিতবে, তা বোধ হয় এই ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটির পাঁড় ভক্তও ভাবেননি। কিন্তু আশুতোষ শর্মা ভেবে রেখেছিলেন অন্য কিছু। সেই অন্য কিছুটা আসলে স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এগিয়ে চলার 'ম্যাজিক।'

এক প্রান্তে তাঁর খুনে মেজাজের ব্যাটিংয়ে শেষ ওভারে জয়ের জন্য দিল্লি শেষ উইকেট জুটিতে ৬ বলে ৬ রানের সমীকরণের সামনে এসে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় বলে ১ রান নিয়ে মোহিত শর্মা প্রান্ত বদলের পর তৃতীয় বলেই ছক্কা মেরে দিল্লিকে অবিশ্বাস্য জয় এনে দেন আশুতোষ। পাঞ্জাব কিংসের হয়ে গত মৌসুমে দারুণ সব স্ট্রোক খেলা এই ব্যাটিং অলরাউন্ডার এবার দিল্লির হয়ে নিজের প্রথম ম্যাচেই বিশাখাপট্টনমে রাজাশেখরা রেড্ডি স্টেডিয়ামে

আলো জ্বাললেন। দ্রুত উইকেট পড়ায় শুরুতে ১৯ বলে ১৯ রান করা আশুতোষ দলকে জিতিয়ে অপরাজিত ছিলেন ৩১ বলে ৬৬ রানে। ইনিংসটিতে রয়েছে ৫ ছক্কা ও ৫ চারের মার।

দিল্লির ১ উইকেটের এই জয়ে শুরুটা ছিল একদমই অন্য রকম। লক্ষ্ণৌ পেসার শার্দূল ঠাকুরের করা প্রথম ওভারেই ফেরেন ওপেনার জ্যাক ফ্রেজার,ম্যাকগার্ক ও তিনে নামা অভিষেক পোড়েল। দ্বিতীয় ওভারে সামির রিজভি এবং তারপর ষষ্ঠ ওভারে অক্ষর প্যাটেলও ফিরে গেলে ভাবা হয়েছিল, দিল্লির হার স্রেফ সময়ের ব্যাপার। ১৮ বলে ২৯ রান করা ফাফ ডু প্লেসিও বিপদ বাড়িয়ে আউট হন পরের ওভারে। আশুতোষ ঠিক এরপরই পাল্টা লড়াই শুরু করেন।

ক্রিস্তান স্টাবসকে সঙ্গে নিয়ে ষষ্ঠ উইকেটে গড়েন ৩৫ বলে ৪৮ রানের জুটি। ২২ বলে ৩৪ রান করা স্টাবস আউট হওয়ার পর সপ্তম উইকেটে ভিপরাজ নিগমকে নিয়ে গড়েন ২২ বলে ৫৫ রানের জুটি। ১৭তম ওভারে ভিপরাজ আউট হওয়ার পর শুধু আশুতোষই ছিলেন দিল্লির জয়ের আশায় একমাত্র ভরসা। সেখান থেকে বলতে গেলে একাই লড়েছেন এই ব্যাটিং অলরাউন্ডার। ৬.৪ ওভারে ইমপ্যাক্ট খেলোয়াড় হিসেবে নেমে সমীকরণ যখন ১৭ বলে ৩৯ রানের, হাতে মাত্র ২ উইকেট; আশুতোষ এখান থেকে ১৮তম ওভারের শেষ তিন বলে চার,ছক্কায় তোলেন ১৬ রান। পরের ওভারে ওঠা ১৬ রানের মধ্যে ১২ রানই আশুতোষের।

টসে হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নামা লক্ষ্ণৌর হয়ে বড় সংগ্রহ এনে দেন মিচেল মার্শ ও নিকোলাস পুরান। ৬ ছক্কা ও ৬ চারে ৩৬ বলে ৭২ রানের ইনিংস খেলেন ওপেনার মার্শ। 'জীবন' পাওয়া পুরান ছিলেন আরও আক্রমণাত্মক। ৭ ছক্কা ও ৬ চারে খেলেন ৩০ বলে ৭৫ রানের ইনিংস। স্টাবসের করা ১৩তম ওভারে মারেন টানা চার ছক্কা। ১৯ বলে ২৭ রানে অপরাজিত থাকা ডেভিড মিলারের ব্যাটে দুইশোর্ধ্ব সংগ্রহ পায় লক্ষ্ণৌ।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস: ২০ ওভারে ২০৯/৮ (পুরান ৭৫, মার্শ ৭২, মিলার ২৭*; স্টার্ক ৩/৪২, কুলদীপ ২/২০, মুকেশ ১/২২)।

দিল্লি ক্যাপিটালস: ১৯.৩ ওভারে ২১১/৯ (আশুতোষ ৬৬*, ভিপরাজ ৩৯, স্টাবস ৩৪; শার্দূল ২/১৯, মনিমরন ২/৩৯, দিগভেশ ২/৩১)। ফল দিল্লি ১ উইকেটে জয়ী। ম্যাচসেরা আশুতোষ শর্মা (দিল্লি)

মহিলাদের আত্মনির্ভরতা দিতে ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের বিশেষ উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহিলাদের সুরক্ষা দরকার। তারজন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল নয়, মহিলাদের আত্মরক্ষার পাঠ প্রয়োজন। দরকার আত্মনির্ভরতাও। ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব এক দুর্দান্ত ওয়ার্কশপের আয়োজন করল। যেখানে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা আত্মরক্ষা, আইনী সমস্যা সমাধান, স্বনির্ভরতা থেকে শুরু করে নিজেদের জীবনে আত্মবিশ্বাস বাড়ানো এবং নিজেকে যত্ন নেওয়া এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তাঁরা ওয়ার্কশপে আলোচনা করলেন এবং শেখালেন। ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবে এই কর্মশালায়

ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবে মহিলাদের আত্মনির্ভরতা কর্মশালায় সচিব চন্দন রায়চৌধুরী, নিত্যানন্দ দত্ত সহ অন্যান্যরা।

উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী স্বার্ণালী মুখার্জী, গাইনোকলজিস্ট সুস্মিতা মিত্র ব্যানার্জী সহ আরও অনেকে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জুডো অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক নিত্যানন্দ দত্তের ৮ ছাত্রছাত্রী। শুধু তাই নয় ক্লাবের প্রতিটি সদস্যের পরিবারের লোকজন অথবা তাদের ছাত্রছাত্রী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ক্যালকাটা বোয়িং ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি চন্দন রায়চৌধুরীর সেক্রেটারি বৈশাখী রায় চৌধুরী বলেন, আমরা একটা নতুন প্রচেষ্টা শুরু করেছি। নারীরা সব সময়ই সমাজে এগিয়ে, তবুও নারীদেরকে এখনো অনেক সমস্যার মুখে পড়তে হয়। তাঁরা যদি সমস্যায় পড়ে কিভাবে নিজেকে রক্ষা করবে, কি পদক্ষেপ নেবে, নিজেকে কিভাবে সমাজে তুলে ধরবে সেই বিষয়েই অনুষ্ঠানে নারীদের সম্মান জানিয়ে সচেতন করার চেষ্টা করছি।

আইপিএলের অভিষেকেই আলো ছড়ালেন ভিগনেশ পুথুর

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএল 'এল ক্লাসিকো'র ফল ছাপিয়ে রবিবার রাত থেকে আলোচনায় একটি দৃশ্য। মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষে চেন্নাই সুপার কিংস জেতার পর সেই ছেলেটির কাঁধে হাত রেখে কথা বলছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।

এক কান ছেলেটির মুখের কাছে নিয়ে আরও কিছু জানতে চাইছেন। যাওয়ার আগে কয়েকবার পিঠও চাপড়ে দিলেন। কাউকে কতটা মনে ধরলে ধোনির মতো একজন কিংবদন্তি তাঁর ব্যাপারে এতটা কৌতূহলী হয়ে ওঠেন!

কোন ছেলের কথা বলা হচ্ছে, নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। মুম্বই ইন্ডিয়ানসের তরুণ বোলার ভিগনেশ পুথুরের নাম রাতারাতি ক্রিকেট বিশ্ব জেনে গেছে। টি-টোয়েন্টিতে এমনিতেই রিস্ট স্পিনারদের কদর দিন দিন বাড়ছে। চায়নাম্যান হলে তো কথাই নেই!

একেবারেই অনভিজ্ঞ হলেও পুথুর একজন চায়নাম্যান বোলার বলেই হয়তো আইপিএল দুনিয়ার সঙ্গে তাঁকে এত তাড়াতাড়ি পরিচয়

করিয়ে দিতে মুম্বাই টিম ম্যানেজমেন্ট দ্বিতীয়বার ভাবেনি।

রোহিত শর্মার ইমপ্যাক্ট বদলি হিসেবে নামা ২৪ বছর বয়সী পুথুর এর আগে শীর্ষ পর্যায়ে কোনো ম্যাচই খেলেননি। আর আইপিএল দিয়ে শীর্ষ পর্যায়ে অভিষেকের ম্যাচটিই তিনি স্মরণীয় করে তুলেছেন ৩২ রানে ৩ উইকেট নিয়ে। তাও যেনতেন উইকেট নয়; প্রত্যেকেই চেন্নাইয়ের 'পিওর ব্যাটসম্যান'; রুতুরাজ গায়কোয়াড়, শিবম দুবে ও দীপক হুদা।

এত বড় মঞ্চে অভিষেক ম্যাচ খেলতে নেমে স্নায়ুচাপে ভেঙে পড়েছেন, এমন ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে। কিন্তু পুথুর যে সাহস দেখিয়েছেন, সেটার তারিফ করতেই হয়। বলে দারুণ ফ্লাইট দিয়ে গায়কোয়াড়, দুবে ও হুদাকে বড় শট খেলতে প্ররোচিত করেছিলেন এই রিস্ট স্পিনার। প্রত্যেকেই টোপ গিলেছেন এবং বাউন্ডারির কাছে ধরা পড়েছেন।

কিন্তু ভিগনেশ পুথুরের বোলিং বিশ্লেষণ করা যতটা সহজ, এই পর্যায়ে তাঁর উঠে আসা ততটা সহজ ছিল না। জন্ম ২০০১ সালের ২ মার্চ ভারতের কেরালা রাজ্যের মালাপ্পুরম জেলায়। বাবা সুনীল কুমার একজন অটোরিকশাচালক, মা কেপি বিন্দু একজন গৃহকর্মী। পরিবারে 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়' দশা। তাই দরিদ্রতাকে সঙ্গী করেই বেড়ে উঠতে হয়েছে।

জ্ঞান ফিরেছে, স্থিতিশীল তামিম

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্থিতিশীল বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক তামিম ইকবাল। তাঁর জ্ঞান ফিরেছে। কথাও বলছেন। পরিবারের সদস্য এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম 'প্রথম আলো' এই খবর জানিয়েছে। সোমবার ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ খেলায় সময় মাঠেই হৃদ্রোগে আক্রান্ত হন তামিম।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

তামিমকে ৪৮ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রাখবেন চিকিৎসকেরা। যদিও বিকালে থেকে তিনি অনেকটাই স্থিতিশীল। তাঁর জ্ঞান ফেরার খবরে স্বস্তি ফিরেছে বাংলাদেশের ক্রিকেট মহলে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রধান চিকিৎসক দেবাশিস চৌধুরী জানিয়েছেন, তামিমকে দেখতে বিকালে হাসপাতালে যান পরিবারের সদস্য এবং সতীর্থেরা। মুশফিকুর রহিম, মাহমুদুল্লা, মেহেদি হাসান মিরাজ, তাইজুল ইসলামরা গিয়েছিলেন প্রাক্তন অধিনায়ককে দেখতে। তাঁদের সঙ্গেও অল্প কথা বলেছেন তামিম।

এনসিসি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে ৫ উইকেটে আলিপুরদুয়ারকে হারিয়ে জয়ী ঝাড়গ্রাম। প্রথম ব্যাট করে আলিপুরদুয়ার করে ২০ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ১২৮ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ঝাড়গ্রাম ২ বল বাকি থাকতেই পাঁচ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ জিতে নেয়। এদিন ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হন ঝাড়গ্রামের সুমন ঘোষাল।।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

রাহুলের নাগরিকত্ব বিতর্কে কেন্দ্রকে স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ

এলাহাবাদ, ২৪ মার্চ: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির নাগরিকত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে চার সপ্তাহের মধ্যে স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিতে হবে কেন্দ্রকে। সোমবার এই নির্দেশ দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চ। হাইকোর্টের বিচারপতি এআর মাসুদি এবং বিচারপতি অজয়কুমার শ্রীবাস্তবের বেঞ্চে আট সপ্তাহ সময় চেয়েছিল কেন্দ্র। তবে দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, আগামী ২১ এপ্রিল এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুলের নাগরিকত্ব প্রসঙ্গে ওই দিনই কেন্দ্রকে একটি স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিতে হবে আদালতে।

রাহুলের বিরুদ্ধে এই নিয়ে প্রথম অভিযোগ তুলেছিলেন বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। ২০১৯ সাল

থেকে রাহুলের এই নাগরিকত্ব বিতর্ক চলে আসছে। ওই সময়ে সুব্রহ্মণ্যম কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে অভিযোগ জানান রাহুলের বিরুদ্ধে। তাঁর দাবি, ব্রিটেনের প্রশাসনের কাছে জমা দেওয়া কিছু নথিপত্রে রাহুল নিজেকে ব্রিটিশ নাগরিক বলে জানিয়েছেন। পরে এই নিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বিশ্বেশ শিশির নামে এক বিজেপি কর্মী। আইনি খবর পরিবেশনকারী ওয়েবসাইট 'লাইভ ল' অনুসারে, হাইকোর্টে কেন্দ্র জানিয়েছে রাহুলের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত বিষয়টি বর্তমানে বিবেচনাধীন রয়েছে। এই বিষয়ে অবস্থান জানানোর জন্য আদালতের কাছে আরও দু'মাস সময় চান ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল সূর্যভান পাণ্ডে। তবে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত সময় দিয়েছে আদালত।

এর আগে নাগরিকত্ব বিতর্কে রাহুলের সাংসদ পদ বাতিল করার আবেদন জানিয়েও জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চে। ওই আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল আদালত। বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণ্যমও দিল্লির একটি আদালতের কাছে রাহুলের পাসপোর্ট বাতিলের আর্জি জানিয়েছিলেন। তাঁর দাবি ছিল, ব্রিটেনের এক সরকারি আধিকারিক তাঁকে জানিয়েছেন যে, কংগ্রেস নেতা রাহুলই নিজেকে 'ব্রিটিশ নাগরিক' হিসাবে বর্ণনা করেছেন একটি নথিতে। ভারতের আইন দ্বৈত নাগরিকত্ব রাখার অনুমতি দেয় না। সে কথা উল্লেখ করে রাহুলের পাসপোর্ট বাতিলের দাবি করেছিলেন সুব্রহ্মণ্যম।

নাগপুরে ঘরবাড়ি ভাঙার উপর স্থগিতাদেশ

মুম্বই, ২৪ মার্চ: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ উপেক্ষা করে বুলডোজার নীতি প্রয়োগ করতে গিয়ে ধাক্কা খেল মহারাষ্ট্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার। নাগপুরে সাম্প্রতিক গোষ্ঠীহিংসার পরে সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিশের সরকার একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মানুষের বাড়ি ও দোকান ভাঙা শুরু করেছিল বলে অভিযোগ। কিন্তু বম্বে হাইকোর্ট সোমবার বুলডোজার প্রয়োগের উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে।

মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সমাধি নিয়ে বিতর্ককে কেন্দ্র করে চলতি মাসের গোড়ায় নাগপুরে গোষ্ঠীহিংসা ছড়িয়েছিল। জারি হয়েছিল কার্ফু। এর পরে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেও 'বেআইনি নির্মাণে'র যুক্তি দিয়ে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর নাগরিকদের মহল্লায় বুলডোজার চালানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ। গত নভেম্বরে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল, কোনও ব্যক্তি অপরাধী হলেও তাঁর সম্পত্তিতে বুলডোজার চালাতে পারে না পুলিশ-প্রশাসন।

নাগপুরের ক্ষেত্রে সেই নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে আবেদন জানানো হয়েছিল বম্বে হাইকোর্টে। সেই মামলার শুনানিতে সোমবার প্রশাসনকে তিরস্কার করে আদালত। সেই সঙ্গে অবিলম্বে বুলডোজার চালানো বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। যদিও তার আগেই সোমবার সকালে প্রশাসন নাগপুরের যশোধরা নগর এলাকার সঞ্জয় বাগ কলোনিতে হিংসায় অভিযুক্ত দুই ব্যক্তির বাড়ির একাংশকে 'বেআইনি নির্মাণ' বলে চিহ্নিত করে বুলডোজার চালিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ।

দক্ষিণ কোরিয়ার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট কুর্সিতে ফিরছেন হান ডাক-সু

সিওল, ২৪ মার্চ: দক্ষিণ কোরিয়ার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট পদে ফিরছেন প্রধানমন্ত্রী হান ডাক-সু। সোমবার সেদেশের আদালত তাঁর বিরুদ্ধে আনা ইমপিচমেন্টের প্রস্তাব বাতিল করেছে। গত বছরের ডিসেম্বর মাসে দেশে সামরিক আইন জারির ঘোষণার জন্য তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওলকে বরখাস্ত করা হয়। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন হান। কিন্তু মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে তিনিও আইনপ্রণেতাদের রোষের মুখে পড়েন। তাঁকেও বরখাস্ত করা হয়। এতদিন হানের ভাগ্য নির্ভর করছিল আদালতের নির্দেশের উপরে। অবশেষে স্বস্তি পেলেন তিনি। জানা গিয়েছে, সোমবার হানের ইমপিচমেন্ট বাতিল করা নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার সাংবিধানিক আদালতে ভোটাভুটি হয়। ভোট দেন আট বিচারপতি। এখানেই ৭টি ভোট যায় হানের পক্ষে। একজন বিচারপতি বাদে অন্যান্য সকলেই হানের ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব সম্পূর্ণ বাতিলের পক্ষে ভোট দেন। শেষ পর্যন্ত হানকে ফের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট পদে পুনর্বহাল করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৩ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে ঐতিহাসিক ঘোষণা করেছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইওল। অভিযোগ তোলেন, উত্তর কোরিয়ার একনায়ক কিম জং উনের মদতে ক্ষমতা দখলের ছক কষছে বিরোধীরা। এই পরিস্থিতি থেকে দেশকে রক্ষা করতে সামরিক আইন বা মার্শাল ল জারি করা হয়। বকলমে এই আইন

দেশে জরুরি অবস্থা লাগু করার সামিল। তিনি আরও জানান, রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিকে পরাহত করতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। কিন্তু এই ঘোষণার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়ে দেশের জনতা। দেশের নানা প্রান্তে শুরু হয় বিক্ষোভ, আন্দোলন। সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পথে নামে গোটা দেশ। বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যরাও সংসদ ভবনে গিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। বিক্ষোভ সামাল দিতে সংসদ ভবন চত্বরে সেনা নামাতে হয় সরকারকে। সেই ঘোষণার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই তা প্রত্যাহার করে নেন প্রেসিডেন্ট। এরপর ১৪ ডিসেম্বর ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে ভোটাভুটির পর বরখাস্ত হন ইওল। শুরু হয় ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়া। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে সেখানকার আদালতও।

এরপরই ইওলের জায়গায় ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন হান। কিন্তু মাত্র দু'সপ্তাহ এই পদে বহাল থাকার পর বিপদে পড়েন তিনি। কারণ এই দায়িত্বগ্রহণ করার পর হান সাংবিধানিক আদালতে তিন জন বিচারপতিকে নিয়োগ করতে অস্বীকার করেন। এর পরেই বিরোধীদের সঙ্গে বিরোধের মুখে গত ২৭ ডিসেম্বর তাঁর বিরুদ্ধেও ইমপিচমেন্টের প্রস্তাব আনা হয়। পাশাপাশি, সামরিক আইন জারির নেপথ্যেও তাঁর ভূমিকা ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। হান বরখাস্ত হওয়ার পর ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব নেন সেদেশের অর্থমন্ত্রী চৌই সাং-মক। কিন্তু আদালতের নির্দেশে ফের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট পদে বহাল রইলেন হান। যতদিন না নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হচ্ছেন ততদিন পর্যন্ত দায়িত্ব সামলাবেন হান।

Howrah Municipal Corporation
Borough-I
28, Shree Aurobinda Road-711106
Ph: 033-2655-7187
TENDER NOTICE
NIT.: TN/05/AE/B-1/24-25,
Date: 24.03.2025
For details Please refer to Borough-I, Notice Board. And Website (www.hmc.gov.in) & wbtenders.gov.in. Last Date of Application : **16.04.2025**.
Sd/-
Assistant Engineer
Borough-I, H.M.C.

E-TENDER
E- Tender are invited by The Prodhan, **Sahebnagar Gram Panchayat** (Under Tehatta- II Panchayat Samity), Chhotonaldaha, Nadia, **Pin- 741156. NIET NO. 23/15th CFC Tied(02) 2024-2025(02),** Last date of submission **02.04.2025 up to 1p.m.** For details please contact to the Office or visit www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan,
Sahebnagar Gram Panchayat.

E-TENDER
Sealed Tenders Invited By The Prodhan, **Karimpur- I Gram Panchayat** (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia, **NIT No. 16/KGP-I/2024-25 (5th SFC), Dated-17.03.2025.** For various schemes. Last date of application **25.03.2025 up to 12.30 p.m.** For details please contact to the Office.
Sd/- Prodhan,
Karimpur- I Gram Panchayat.

Office of the Prodhan
Niallishpara- Goaljan Gram Panchayat,
Under Behampore Dev. Block.
Vill, P.O-Tikiapara,
Dist- Murshidabad.
E-N.I.T:- 10/15th UNTIED/ NGGP /2024-25:- 11/15th TIED/ NGGP/2024-25
Dated: 25/03/2025 is hereby invited through online by the Prodhan, NGGP, Berhampore, MSD. for Civil works up to **17/04/2025.**
Details may be obtained from this office during office hours.
Sd/- Prodhan,
NeallishparaGoaljan G.P

WBCADC Bagnan Project.
Howrah.
E-Tender Notice.
E-bids are invited by the Officer-In-Charge WBCADC Bagnan Project, Tenpur Nabasan, Bagnan, Howrah, Pin- 711303 for the **Repairing and maintenance of 2Nos. Hatching Unit, 1No. Spawning Unit and 1No. Concrete Tank for Bio Flock Culture related allied work** at Garchumuk Farm, 58 Gate, Shyampur, Howrah, Pin-711315 of **NIT No.- 09/E/2024-25 & ID No.- 2025_PRD_830592** in the website www.wbtenders.gov.in.
Sd/- Officer-In-Charge
W.B.C.A.D.C. Bagnan Project.
Date-24/03/2025

e-NIQ No. SFDC/MD/NIQ - 01(e)/2024-25 (2nd Call)
SFDC Ltd. Invites a Quotation for the work "Supply of 6(six) nos. Paddle Boats along with security gear to promote eco-tourism and awareness about pisciculture activities at Nalban Food Park, Salt Lake - 700091". Last date of (online) bid submission on **03/04/2025 upto 3.00p.m.** and date of opening technical bid on **07/04/2025 at 3.00 p.m.** For details, please visit our **website - www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.**

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ডব্লু_এলএলএইচ_২৯_২০২৪-২৫, তারিখঃ ১৯.০৩.২০২৫। ডেপুটি সিএমই/ইলেক্ট, সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য কারিগরী ক্ষমতাসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** আরডিএসও স্পেসি. নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০০৮৪-২০০৮ (রেভ-১) অথবা সাম্প্রতিকতম অনুযায়ী হাই ক্যাপাসিটি পাওয়ার কারের জন্য ডিজেল ইঞ্জিন-অল্টারনেটর সেট সরবরাহ, স্থাপন, চালুকরণ ও পরীক্ষা। আরএসপি ইআর এলবি আইটেম নং. ৭৯৭ অফ ২০২৪-২৫ (৫৭৩ অফ ২০২৩-২৪) সাপেক্ষে সিপিসিবি-II এমিশন নর্মস্ বা সাম্প্রতিকতম অনুযায়ী ইঞ্জিন হতে হবে = ০৬ টি।। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৪,৬৯,০৫,০০০ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ৩,৮৪,৫০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১১.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। ওয়েবসাইট যেখানে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবেঃ www.ireps.gov.in
MISC-397/2024-25
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites e-tender vide tender **no. WBMAD/ CM/Lift/NIT-03/ 2024-25 & Tender id:-2025_MAD_830294_1** for Supply, erection, testing and commissioning of 01 (One) number 8 (Eight) Passenger lift having 544 kg. capacity. Make-Otis or Kone or Mitsubishi. For further details please visit www.wbtenders.gov.in

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148
Notice Inviting Tender
Sealed Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors for execution the different works. Tenders details are given bellow:
NIT No. 213/MOG-I/25, Dated 24-03-2025,
NIT No. 214/MOG-I/25, Dated 24-03-2025.
Last Date of Sale of Tender Form: **04/04/2025 at 14:00 Hrs.** Last Date of Bid Submission: **07/04/2025 at 11:00 Hrs.** For details follow the Notice Board of GP Office.
Sd/-
Pradhan,
Mogra-I Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ১৫/২৪-২৫ তারিখঃ ২৪.০৩.২০২৫ স্টোর্স সামগ্রীর প্রাপ্যতার জন্য। সকল বিবরণ সহ নিম্নলিখিত আইটেমগুলির জন্য ই-টেন্ডার ইতিমধ্যেই www.ireps.gov.in-তে আপলোড করা হয়েছে। ম্যানুয়াল বিড গ্রাহ্য হবে না। সংশোধনী/সংযোজনী, যদি থাকে, তবে তা কেবলমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

টেন্ডার নং.	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	বন্ধের তারিখ ও সময়
০১২৫৫০০৯	টিএম ৩৭০১ বিওয়াই/সি৩৭০১বিএক্স-এর জন্য সাসপেনশন টিউব অ্যাসেম্বলী কিট (১৩ আইটেম সম্বলিত)	১০০ সেট	১২.০৪.২০২৫, দুপুর ২টো

প্রিন্সিপাল সিএমএম, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 369 to 375/ 2024-2025 Dated- 24-03-2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works at Bankura, Dakshin Dinajpur, North 24 Parganas and Murshidabd District. Tender document may be downloaded from. http://wbtenders.gov.in Bid submission start date- **25-03-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **11-04-2025 upto 3.00 pm**
Date: 24.03.2025 **Sd/- Executive Engineer**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

মঙ্গলবার • ২৫ মার্চ ২০২৫ • পেজ ৮

রেকর্ড গড়েছে ইলেভেন১১ বটনেট

ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে প্রায় ৩০ হাজার ওয়েবক্যাম ও ভিডিও রেকর্ডার লক্ষ্য করে বিশাল এক সাইবার হামলা হয় যুক্তরাষ্ট্রে। মোট ৮৬ হাজার ইন্টারনেট অব থিংস ডিভাইসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় 'ইলেভেন১১' নামের একটি ম্যালওয়্যার। হ্যাকড ডিভাইসগুলোর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ ডেটা ট্রাফিক তৈরি করে বেশ কিছু ওয়েবসেবাদানকারী সার্ভারের কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দেয় এই হামলার হোতারা। মূলত যোগাযোগ ও গেম হোস্টিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভার লক্ষ্য করেই হামলাটি চালানো হয়।

এর ফলে সেসব ওয়েবসাইট ও অনলাইন সার্ভিসগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ব্যবহারকারীদের অ্যাকসেস বন্ধ হয়ে যায়।

নোকিয়ার ডিপফিল্ড ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম এই হামলার তদন্ত করেছে। তদন্তে বেরিয়ে এসেছে, এই হামলায় ব্যবহার করা হয়েছে ইলেভেন১১বট নামের নতুন এক বটনেট ম্যালওয়্যার। এই ম্যালওয়্যার ইন্টারনেটে সংযুক্ত বিভিন্ন ধরনের স্মার্ট ডিভাইস, যেমন;স্মার্ট লাইট, স্মার্ট থার্মোস্ট্যাট বা স্মার্ট ফ্রিজের মতো ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি) ডিভাইসকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে তৈরি করে নিজস্ব নেটওয়ার্ক, যার নাম বটনেট।

এই নেটওয়ার্কের কাজ ডিস্ট্রিবিউটেড ডিনায়াল অব সার্ভিস (ডিডিওএস) ঘরানার সাইবার হামলা চালানো। নোকিয়া গবেষক জেরোম মেয়ার জানান, এই বটনেটে থাকা বেশির ভাগ ডিভাইসের ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) ঠিকানা আগে কখনো ডিডিওএস আক্রমণে যুক্ত ছিল না। অর্থাৎ এই বটনেট একেবারে নতুন।

ওয়েবসেবা ব্যবহার ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি এই সাইবার হামলার কারণে লক্ষাধিক ব্যবহারকারী ইন্টারনেট সংযোগেও নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

অকার্যকর হয়ে যাওয়া ওয়েবসাইট ও সেবাগুলো দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ ছিল। এতে প্রতিষ্ঠানগুলোর মারাত্মক আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, যার মূল্য অন্তত

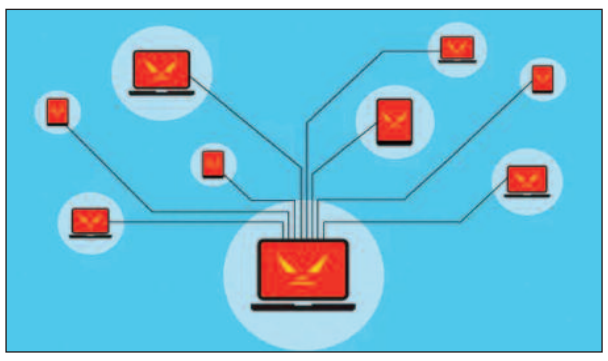

কয়েক মিলিয়ন ডলার। নোকিয়ার গবেষকদলের দাবি, এটি ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় ডিডিওএস হামলা। হামলার শিকার সার্ভারগুলোর প্রতি সেকেন্ডে সাড়ে ছয় টেরাবিট তথ্য সামলাতে হয়েছে। এর আগে ২০২৪ সালের জানুয়ারির এক হামলায় সর্বোচ্চ ৫.৬ টেরাবিট পার সেকেন্ড গতিতে তথ্য সঞ্চালনের রেকর্ড ছিল।

রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া, ইরান ও চীনের হ্যাকাররা এ ধরনের হামলা বেশি চালায়। সাইবার নিরাপত্তা গবেষকরা বলছেন, এই বটনেটটির সর্বাধিক আইপি ঠিকানা রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে (২৪.৪)। পাশাপাশি আছে তাইওয়ান (১৭.৭) এবং যুক্তরাজ্যে (৬.৫)। সাধারণত হামলার শিকার বেশি হয় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো।

বাংলাদেশেও বেশ কয়েকবার ডিডিওএস হামলা চালিয়েছে সাইবার অপরাধীরা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ২০২৩ সালের শেষ দিকে জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সাইবার আক্রমণ। এ ছাড়া স্মার্ট ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট বিডি নামের সরকারি অ্যাপের কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি নির্বাচনের দিন সাইবার আক্রমণ চালানো হয়। সাইবার বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০২৪ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে বাংলাদেশে সাইবার হামলার সংখ্যা বেড়ে ৩৩৭-এ পৌঁছেছে, যা দ্বিতীয় প্রান্তিকে ছিল ১৬৪। এই বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ সাইবার ঝুঁকির শীর্ষ দেশগুলোর একটি হয়ে উঠেছে।

চিপ তৈরির নতুন প্রযুক্তি

ইন্টেল ১৮এ

ইন্টেল ১.৮ ন্যানোমিটার প্রযুক্তির সেমিকন্ডাক্টর ওয়েফার তৈরিতে সফল হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের আরিজোনায় অবস্থিত ইন্টেলের নিজস্ব সেমিকন্ডাক্টর কারখানায় তৈরি হয়েছে এই ওয়েফার, যার নাম দেওয়া হয়েছে '১৮এ'। একে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বলছেন ইন্টেলের প্রকৌশলীরা। প্রসেসরের পাশাপাশি বেশ কয়েক ধরনের সেমিকন্ডাক্টর চিপ উৎপাদনে ভূমিকা রাখবে এই প্রযুক্তি;এমনটাই আশা করছেন গবেষকরা।

সেমিকন্ডাক্টর ওয়েফারের ওপর লেজার এচিংয়ের মাধ্যমে ট্রানজিস্টর তৈরি করা হয়। অসংখ্য ট্রানজিস্টর মিলে তৈরি হয় ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট। কয়েক বিলিয়ন ট্রানজিস্টরের সমষ্টিতে তৈরি হয়েছে আজকের প্রতিটি প্রসেসর ও অন্যান্য মাইক্রোচিপ। ইন্টেলের 'ঈগল' দলের উদ্ভাবিত এই প্রযুক্তি আরো শক্তিশালী চিপ উৎপাদনে অবদান রাখবে।

নতুন ১৮এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইন্টেলের সেমিকন্ডাক্টর নোড প্রযুক্তি আর তাইওয়ানের চিপ নির্মাতা টিএসএমসির চেয়ে পিছিয়ে নেই। দুটি প্রতিষ্ঠান আলাদাভাবে ট্রানজিস্টর পরিমাপ করে। তাই ইন্টেলের ১.৮ ন্যানোমিটার প্রযুক্তির সঙ্গে টিএসএমসির ২ ন্যানোমিটার সরাসরি তুলনা করা যায় না। ১৮এ প্রযুক্তির মূলে আছে রিবনফেট ট্রানজিস্টর।

এই গেট অল অ্যারাউন্ড ট্রানজিস্টরের সাহায্যে মাইক্রোচিপের মধ্যে বিদ্যুত্প্রবাহ সুচারুভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ফলে চিপগুলোর কর্মক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পায় এবং এর পাশাপাশি বিদ্যুৎ খরচ যায় কমে। নতুন প্রযুক্তির মাইক্রোচিপে ব্যবহার করা হচ্ছে পাওয়ারভায়া প্রযুক্তি। এতে ওয়েফারের ট্রানজিস্টরগুলো 'পেছন' থেকে বিদ্যুৎ নিতে পারবে। ফলে প্রসেসরের মধ্যে নিশ্চিত করা যাবে একেবারে নিখুঁত ভোল্টেজ ও কারেন্ট।

নতুন পদ্ধতিতে প্রতি ওয়াটে কর্মক্ষমতা ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব। পাশাপাশি ট্রানজিস্টর ঘনত্ব ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর আশা করা হচ্ছে। ফলে বর্তমান ২০এ প্রযুক্তির তুলনায় ১৮এ-এর কর্মদক্ষতা ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে। এরই মধ্যে ১৮এ ওয়েফার কাজে লাগিয়ে প্রসেসর তৈরির কাজ শুরু করেছে ইন্টেল। প্রতিষ্ঠানটির ফ্যাব ৫২ ও ফ্যাব ৬২ কারখানায় চলছে ওয়েফার এচিং সিস্টেম তৈরির প্রস্তুতি। নতুন সেমিকন্ডাক্টর কারখানাগুলোর প্রযুক্তি একেবারেই আলাদা। এই দুটি কারখানা তৈরির জন্য ইন্টেল প্রায় সাড়ে আট বিলিয়ন ডলারের তহবিল পেয়েছে। সেমিকন্ডাক্টর ওয়েফার তৈরির পাশাপাশি তা মাইক্রোচিপে পরিণত করার জন্য বাকি সব ধাপ; যেমন;ফটোলিথোগ্রাফি বা ডোপিংয়ের মতো প্রক্রিয়াও নতুন ফ্যাবগুলোতে করা যাবে।

শুধু নিজেদের প্রসেসর আর জিপিইউ তৈরিতেই নতুন প্রযুক্তিটি সীমাবদ্ধ রাখবে না ইন্টেল। এর মধ্যেই জিপিইউ ও এআই চিপ নির্মাতা এনভিডিয়া ও ব্রডকমের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করছে তারা। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ডিজাইন করা চিপ তৈরিতে ১৮এ কতটা কার্যকর, তা পরীক্ষা করা হচ্ছে। ইন্টেলের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এএমডিও আছে এই তালিকায়। এআই চিপ তৈরিতে ইন্টেল ১৮এ প্রক্রিয়া ব্যবহার কার্যকর হবে কি না, তা মূল্যায়ন করছে এএমডি। হয়তো এএমডির তৈরি জিপিইউ তৈরিতেও ১৮এ প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হতে পারে। ইন্টেলের টিম ঈগল প্রাথমিকভাবে কিছু ওয়েফার এসব প্রতিষ্ঠানে পৌঁছানো শুরু করেছে। প্রসেস ডিজাইন কিট এবং ওয়েফার পরীক্ষা করছে গ্রাহক প্রতিষ্ঠানগুলো।

বছরের শেষ প্রান্তিকে বাজারে আসবে ১৮এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি প্রথম চিপ। কোডনেম 'প্যান্থার লেক' সিরিজের প্রসেসরের তৈরিতে এটি ব্যবহার করবে ইন্টেল। এর পাশাপাশি ডেটা সেন্টারের জন্য তৈরি জিওন ৭ সিরিজের নতুন প্রসেসর, কোডনেম 'ক্লিয়ারওয়াটার ফরেস্ট' সিরিজ তৈরিতেও ব্যবহৃত হবে এই প্রযুক্তি। টিএসএমসির ২ ন্যানোমিটার এন২ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে ইন্টেলের ১৮এ প্রক্রিয়া। প্রযুক্তিবিদদের মতে, এটি এন২ থেকে আরো বেশি ট্রানজিস্টর ঘনত্ব দিতে সক্ষম হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ট্যারিফ নীতিমালা অনুযায়ী চিপ ডিজাইন করে তাইওয়ান থেকে তৈরি করে আনার খরচ অনেক বেড়ে যাবে। এর ফলে ইন্টেলের চিপ তৈরির কারখানাগুলোতে বাড়বে কাজের চাপ। ইন্টেল আশা করছে, এর মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক মন্দা কেটে যাবে।

সার্ভারের জন্য আলিবাবার নতুন প্রসেসর

শুয়ানটাই প্রসেসরটি তৈরিতে গবেষণা চালিয়েছে আলিবাবার দামো একাডেমি। ২৮ ফেব্রুয়ারি নতুন এই প্রযুক্তিপণ্য উন্মোচিত হয়েছে বেইজিংয়ের এক প্রযুক্তি প্রদর্শনীতে। শুয়ানটাই সি৯৩০ নামের এই সিপিইউটির ডিজাইনের পাশাপাশি তৈরিও করছে আলিবাবারইনিজস্ব সেমিকন্ডাক্টর ইউনিট টি-হেড। অর্থাৎ সি৯৩০-এর মাধ্যমে তথ্য-প্রযুক্তিতে পশ্চিমা দেশগুলোর ওপর নির্ভরশীলতা কমানোতে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল চীন।

ওয়েব সার্ভার, ডেটা সেন্টার এবং প্রাতিষ্ঠানিক ওয়ার্কস্টেশন কম্পিউটিংয়ে ব্যবহারের জন্য বানানো হয়েছে এই প্রসেসর। প্রযুক্তিবিদদের অভিমত, চীনের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া নানা প্রযুক্তিগত নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে চীনের লড়াইয়ের বড় অংশ হতে যাচ্ছে এটি। এর মধ্যেই আলিবাবার এই প্রসেসর চীনা প্রযুক্তি নির্মাতা ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বেশ সাড়া ফেলেছে।

রিডিইউসড ইনস্ট্রাকশন সেট কম্পিউটিং বা রিস্ক ঘরানার

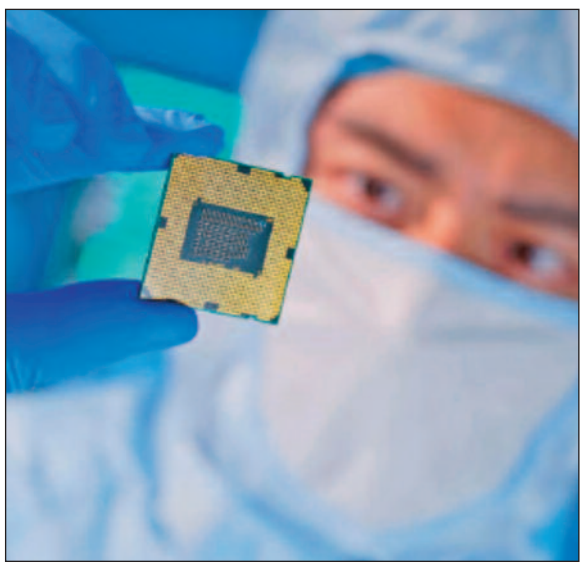

সিপিইউ আর্কিটেকচারের মধ্যে আছে রিস্ক-ফাইভ।

এটি পুরোপুরি ওপেন সোর্স ইনস্ট্রাকশন সেট আর্কিটেকচার, ফলে কোনো প্রতিষ্ঠানের প্যাটেন্ট বা লাইসেন্সের প্রয়োজন নেই। বহুল ব্যবহৃত দুই প্রসেসর আর্কিটেকচার, ইন্টেলের এক্স৮৬ ও এআরএমের বিকল্প এটি। কোনো ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানা না থাকায় রিস্ক-ফাইভ প্রসেসর তৈরির ওপর কোনো পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়, যা এআরএম বা এক্স৮৬-এর বেলায় দেওয়া সম্ভব। এ কারণেই চীনা নির্মাতারা এটি ব্যবহারে ঝুঁকেছেন।

এ ধরনের প্রসেসরগুলো সাধারণত এমবেডেড সিস্টেম, ক্লাউড কম্পিউটিং, এআই, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি) ডিভাইসে ব্যবহৃত হয়। প্রসেসরগুলো ৩২, ৬৪ ও ১২৮ বিট ইনস্ট্রাকশন সেটের হয়ে থাকে। ফলে রিস্ক-ফাইভ প্রসেসরগুলো খুবই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন। এই আর্কিটেকচারের প্রসেসর তৈরি করছে বেশ কিছু নির্মাতা প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে ডেটা সেন্টার, স্মার্ট গাড়ি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সেবায় ব্যবহৃত হচ্ছে এসব প্রসেসর।

বহুদিন ধরেই আলিবাবা কাজ করছে রিস্ক-ফাইভ প্রসেসর তৈরিতে। এর আগে ২০১৯ সালে সি৯১০ এবং ২০২৩ সালে সি৯২০ নামের দুটি প্রসেসর তারা বাজারে এনেছে। নতুন সি৯৩০ প্রসেসরটি এর মধ্যেই বিভিন্ন প্রযুক্তিপণ্য নির্মাতার কাছে পাঠিয়েছে আলিবাবা। এসব প্রতিষ্ঠানের অভিমত, উচ্চ কার্যক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেসরটিকে তারা ইন্টেল জেনন এবং এএমডি এপিক সিপিইউয়ের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। তবে এ ছাড়া কোনো পারফরম্যান্স বেঞ্চমার্ক পাওয়া যায়নি। আলিবাবার দাবি, স্পেকিন্ট২০০৬ বেঞ্চমার্কে সি৯৩০ স্কোর প্রতি গিগাহার্জে ১৫ পয়েন্ট স্কোর করেছে। এখন দেখার পালা আরো আধুনিক বেঞ্চমার্কে প্রসেসরটির পারফরম্যান্স দেখার।

চীনের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে এআই ও ক্লাউড অবকাঠামো উন্নয়ন করতে ৩৮০ বিলিয়ন ইউয়ান বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে চীনা সরকার। এর বড় অংশ আলিবাবা বিনিয়োগ করেছে সার্ভারের জন্য প্রসেসর তৈরির গবেষণায়। হ্যাংজুভিত্তিক স্টার্ট-আপ ডিপসিকের তৈরি উচ্চ কার্যক্ষমতাসম্পন্ন এআই মডেলগুলোর জনপ্রিয়তায় চীনে এআই সার্ভারের চাহিদা বাড়ছে দ্রুত। এই চাহিদা মেটাতে নতুন প্রসেসরগুলো গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছে আলিবাবা। কয়েক দশক ধরেই এআইশিল্পে কাজ করছে এই প্রতিষ্ঠান। চীনজুড়ে আরো ডেটা সেন্টার নির্মাণ করবে তারা। ডিপসিক যেমন কম খরচে উচ্চ কার্যক্ষমতাসম্পন্ন এআই সেবার মাধ্যমে ওপেনএআইয়ের একচেটিয়া আধিপত্য ভেঙে দিয়েছে, তেমনি রিস্ক-ফাইভ প্রসেসর এআইশিল্পে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাবে, এটাই প্রতিষ্ঠানটির আশা।

চীনা প্রসেসরগুলো ইন্টেলের আধিপত্যকে চোখ-রাঙানি দিচ্ছে। এরই মধ্যে চীন সরকার প্রতিটি কম্পিউটারে রিস্ক-ফাইভ প্রসেসর ব্যবহারের জন্য নির্দেশনা জারি করেছে। বিশ্বব্যাপী এই প্রসেসরগুলোর চালান ২০৩০ সালের মধ্যে ১৬.২ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে বলে ধারণা করে হচ্ছে, ২০২৩ সালে যা ছিল মাত্র ১.৩ বিলিয়ন ডলার। আগামী দিনে আর্ম ও এক্স৮৬-এর পাশাপাশি বাজারে রিস্ক-ফাইভভিত্তিক কম্পিউটারও জনপ্রিয় হবে বলেই ধারণা করছেন প্রযুক্তি বিশ্লেষকরা।

লেজারভিত্তিক ইন্টারনেটসেবা আনছে ট্যারা

দূর-দূরান্তে ইন্টারনেটসেবা পৌঁছে দেওয়ার সেবা 'ট্যারা' এখন থেকে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে। ২০১৬ সালে এই প্রকল্পটি প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। এত দিন এটি ছিল গুগলের কর্ণধার প্রতিষ্ঠান 'অ্যালফাবেট'-এর অধীন। তবে এটি স্বাধীনভাবে কাজ করলেও এর কিছু শেয়ার এখনো অ্যালফাবেট ধরে রেখেছে।

এর মাধ্যমে ইন্টারনেটসেবা ব্যবসায় শক্ত অবস্থান প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে অ্যালফাবেট। এর মধ্যেই শহরাঞ্চলে ইন্টারনেট দিচ্ছে গুগল ফাইবার। ট্যারার মাধ্যমে দুর্গম অঞ্চলেও ইন্টারনেট পৌঁছাতে পারবে অ্যালফাবেট।

দূরবর্তী স্থানে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়ার জন্য ট্যারা ব্যবহার করছে লেজার প্রযুক্তি।

গ্রাহকের কাছে থাকা রিসিভারের সঙ্গে ট্রান্সমিশন টাওয়ারের সংযোগ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় অবলাল লেজার রশ্মি, যা খালি চোখে দেখা যায় না। অতএব ট্যারার প্রযুক্তি অনেকটাই ফাইবার অপটিক সংযোগের মতো, শুধু ফাইবার গ্লাসের তারের বদলে সরাসরিই ট্রান্সমিটার থেকে রিসিভারে পাঠানো হয় লেজার।

ফলে এতে ফাইবার অপটিক সংযোগের মতোই উচ্চগতির ইন্টারনেটসেবা পাওয়া যায়। ট্যারা কর্তৃপক্ষের দাবি, স্টারলিংকের তুলনায় ১০০ গুণ বেশি ব্যান্ডউইডথ দিতে সক্ষম তাদের সেবা। নেটওয়ার্কের স্থাপনা তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় তুলনামূলক কম। ফলে এটি হয়ে উঠতে পারে স্যাটেলাইটভিত্তিক ইন্টারনেটসেবা স্টারলিংকের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। গুগলের নিজস্ব সিলিকন ফটোনিক চিপ হচ্ছে ট্যারার মূল প্রযুক্তি। নখের সমান ক্ষুদ্র এই চিপ ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত লেজার বিম পাঠাতে সক্ষম। আর এর তথ্য সঞ্চালনের গতি প্রতি সেকেন্ডে ২০ গিগাবিট পর্যন্ত।

ফাইবার ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক তৈরিতে প্রয়োজন কয়েক দিন থেকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত। একই কাজ ট্যারার মাধ্যমে কয়েক ঘণ্টায়ই করা সম্ভব। প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য একদিন পুরো বিশ্বকেই একটি বিস্তীর্ণ নেটওয়ার্কের অংশ করা। ফলে যেখানেই প্রয়োজন, সেখানেই ইন্টারনেটসেবা পৌঁছানো যাবে।

২০১৯ সালে আফ্রিকার কিছু দেশে প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে ইন্টারনেটসেবা দেওয়া শুরু করে ট্যারা। এখন ১২টি দেশে কাজ করছে ট্যারা। স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে ট্যারাকে আলাদা করার মূল উদ্দেশ্য, ট্যারা যাতে মুক্তবাজার থেকে বিনিয়োগ সংগ্রহের সুযোগ পায়। এটি যদি পুরোপুরি অ্যালফাবেটের অধীনে রাখা হতো, তাহলে সেটি সম্ভব ছিল না। অতএব প্রযুক্তি বাজার বিশ্লেষকরা ধারণা করছেন, ট্যারা দ্রুতই প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।